CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri
2-3
आम्नाय-ग्रन्थालय,
भारतनिधि, करौंदी
वाराणसी-5
आम्नाय-ग्रन्थालय,
भारतनिधि, करौंदी
वाराणसी-5
ालय
राणसी-५
Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

आम्नाय-ग्रन्थालय,
भरतनिधि, करौंदी
वाराणसी-5

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু-বিন্দুঃ।

(শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-পাদকৃত টীকাসমলঙ্কৃতঃ)

...ম্নায়—গ্রন্থালয়,
...নিধি, ...
...-5

মহামহোপাধ্যায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি প্রণীতঃ।

নামাপরাধের গুরুত্ব	৪৩
নামাপরাধ	৪৪
বৈধী ভক্তি	৫০
রাগানুগা-ভক্তি	৫৩

তদীয় ছাত্র

শ্রীনরহরি দাস ভাগবতভূষণ-কাব্যবৈষ্ণবদর্শনতীর্থেন

অনুদিতঃ।

তদীয় পুত্র

শ্রীযদুগোপাল গোস্বামি-ব্যাকরণতীর্থেন

প্রকাশিতঃ।

চৈতন্যাব্দ ৪৪৩, বঙ্গাব্দ ১৩৩৫।

সর্ব্বস্বত্বং সুরক্ষিতম্। [মূল্য ।৵০ আনা।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সূচী-পত্র ।

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
মঙ্গলাচরণ	১
উত্তমাভক্তি	৯
উত্তমাভক্তি-ভেদ	২৬
সাধন-ভক্তি	২৮
প্রেমাবির্ভাবের গুরুত্ব	৩২
ভজনের চৌষট্টি অঙ্গ	৩৫
সেবাপরাধ	৪০
নামাপরাধের গুরুত্ব	৪৩
নামাপরাধ	৪৪
বৈধীভক্তি	৫০
রাগানুগা-ভক্তি	৫৩
ভাবময়-সাধন	৬৬
ভাবসম্বন্ধি-সাধন	"
ভাবানুকূল-সাধন	"
ভাবাবিরুদ্ধ-সাধন	"
ভাবপ্রতিকূল-সাধন	৬৭
ভাবভক্তি	৭২
প্রেমভক্তি	৭২
ভক্তিরস	৭৩
শান্ত-ভক্তিরস	৭৯
দাস্য-ভক্তিরস	৮০
সখ্য-ভক্তিরস	৮২
বাৎসল্য-ভক্তিরস	৮৪
মধুর ভক্তিরস	৮৫

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃশরণম্।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-বিন্দুঃ।

অথ মঙ্গলাচরণম্।

অখিলরসামৃত-মূর্ত্তিঃ প্রসৃমর-রুচিরুদ্ধ-তারকাপালিঃ।
কলিত-শ্যামাললিতো রাধা-প্রেয়ান্ বিধুর্জ্জয়তি॥

শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদ-প্রোক্তা টীকা।

শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ।—

নমস্তস্মৈ ভগবতে কৃষ্ণায়াকুণ্ঠমেধসে।
যো ধত্তে সর্ব্বভূতানামভবায়োশতীঃ কলাঃ॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তে।
শ্রীশ্রীরাধামদনমোহনৌ বিজয়েতাম্॥

যাঁহার প্রসাদে বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্কোচ-ভাব দূরীভূত হইয়া তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশ পায়, যিনি নিখিল জীবের সংসার-বিমোচনের নিমিত্ত স্বাংশ-কলা-বিভূতিরূপ নানা প্রকার অবতার-সমূহ প্রপঞ্চে অভিব্যক্ত করিয়া থাকেন, সেই স্বয়ং ভগবান্

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীচৈতন্য-মুখোদ্গীর্ণা হরেকৃষ্ণেতি-বর্ণকাঃ।
মজ্জয়ন্তো জগৎ প্রেম্ণি বিজয়ন্তাং তদাহ্বয়াঃ ॥

অথ সোঽয়ং নিখিলসহৃদয়হৃদ্য-সমুদয়হৃদয়ালঙ্কারঃ সকলকবিমণ্ডলাখণ্ডলো ভগবন্নিদেশপরমমঙ্গলসুধাধারাপরম্পরয়া নির্ম্মীয়মাণে প্রত্যূহতাপান্দোলনকেঽপ্যস্মিন্ গ্রন্থে সদাচার-সম্মাননার্থমবশ্যকর্ত্তব্যমঙ্গলাচরণম প্যনুষজ্জয়তি—অখিলেতি। বিধুঃ শ্রীকৃষ্ণো জয়তি সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে। যদ্যপি বিধুঃ শ্রীবৎসলাঞ্ছন ইত্যভিধানাৎ বিধুশব্দঃ সর্ব্ব-

---

শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি। হরেকৃষ্ণাদি দ্বাত্রিংশদক্ষরাত্মক মহামন্ত্ররূপ শ্রীকৃষ্ণের নামাবলী, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীমুখ হইতে বিনিঃসৃত হইয়া জগদ্বাসিজন সকলকে প্রেমপ্রবাহে নিমজ্জিত করিতে করিতে সর্ব্বোপরি বিরাজ করুন।

যিনি নিখিল রসিক ভক্তগণের লোভনীয় সমুদয় হৃদয়ালঙ্কার-স্বরূপ এবং সমস্ত কবিজগতের সুরপতিসদৃশ, সেই পরম-পূজ্যপাদ শ্রীলরূপগোস্বামিচরণ, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর আদেশরূপ পরম-মঙ্গলময় অমৃত-ধারা-সমূহ প্রাপ্ত হইয়া, তদ্দ্বারা এই শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থ নির্ম্মাণ করিতেছেন। সুতরাং সাক্ষাৎ শ্রীমহাপ্রভুর শক্তিসঞ্চারিত এবং ভক্তি ও ভগবন্মহিমায় পরিপূর্ণ এই গ্রন্থ নিজেই অশেষ-বিঘ্নবাধারূপ সন্তাপরাশির মূলোৎপাটনে সমর্থ, ইহাতে কোনরূপ অমঙ্গলোদ্গমের সম্ভাবনা নাই; এজন্য এগ্রন্থের মঙ্গলাচরণ অনাবশ্যক। তথাপি, একমাত্র সাধুগণের আচরিত পন্থার সম্মান-রক্ষা-নিমিত্তই এই গ্রন্থবিষয়ে অবশ্যকর্ত্তব্য মঙ্গলাচরণ করিতেছেন। যথা—

শান্ত্যাদি দ্বাদশরস যাঁহাতে বিদ্যমান—এমন পরমানন্দ-স্বরূপ যাঁহার মূর্ত্তি, চতুর্দ্দিকে প্রসরণশীল কান্তিদ্বারা যিনি তারকা ও পালিনাম্নী দুইজন যূথেশ্বরীকে বশীভূত করিয়া রাখিয়াছেন, যিনি শ্যামলা ও ললিতাকে আত্মসাৎ করিয়াছেন এবং যিনি শ্রীরাধিকার সর্ব্বাতিশয় প্রীতি সম্পাদন করিতেছেন, সেই সর্ব্বদুঃখনিবর্ত্তক ও সর্ব্বসুখবিধানকারী বিধু * শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বোৎকর্ষের সহিত নিরন্তর বিরাজ করিতেছেন।

---

* এস্থলে বিধু এই শ্লেষযুক্তবিশেষণপদের প্রয়োগদ্বারা চন্দ্রকে আংশিক উপমানরূপে গ্রহণ করিয়াছেন; চন্দ্রপক্ষে ব্যাখ্যা এই টীকার শেষভাগে দ্রষ্টব্য।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভগবৎপর এব, তথাপি রাধাপ্রেয়ানিত্যসাধারণবিশেষণেন শ্রীকৃষ্ণমেব প্রতিপাদয়তীতি জ্ঞেয়ম্। তদুৎকর্ষহেতুং স্বরূপলক্ষণমাহ—অখিলাঃ রসাঃ বক্ষ্যমাণাঃ শান্তাদ্যা দ্বাদশ যস্মিন্, তাদৃশমমৃতং পরমানন্দ এব মূর্ত্তিঃ যস্য সঃ। তত্রাপি রসবিশেষবিশিষ্ট-পরিকর-বৈশিষ্ট্যেন আবির্ভাববৈশিষ্ট্যং দৃশ্যতে। অতএব আদিরসবিশেষ-বিশিষ্ট-পরিকর-সম্বন্ধেন নিতরাং। যথা দশমে—

গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্যরূপং
লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধমনন্যসিদ্ধং।
দৃগ্‌ভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপ-
মেকান্তধাম যশসঃ শ্রিয় ঐশ্বরস্যেতি ॥

বিধু—শ্রীকৃষ্ণ, জয়তি—সর্ব্বোৎকর্ষের সহিত বিরাজ করিতেছেন। "বিধুঃ শ্রীবৎসলাঞ্ছনঃ—যাঁহার দক্ষিণস্তনোর্দ্ধে শ্রীবৎস-চিহ্ন বিরাজিত, তিনিই বিধু" এই অভিধানানুসারে বিধুশব্দ যদিও সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপেরই বাচক বটে, তথাপি "রাধাপ্রেয়ান্—শ্রীরাধার অতিশয় প্রীতি-বিধানকারী" এই অসাধারণ বিশেষণ-পদের প্রয়োগদ্বারা বিধুশব্দে শ্রীকৃষ্ণকেই প্রতিপাদন করিতেছেন; অন্য কোন ভগবৎস্বরূপকে নহে,ইহাই বুঝিতে হইবে। কারণ, একমাত্র ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণভিন্ন আর কোনও ভগবানই শ্রীরাধিকার প্রীতিবিধানে সমর্থ নহেন। সর্ব্বোৎকর্ষের হেতুভূত তদীয় স্বরূপ-লক্ষণ বলিতেছেন,—অখিল রস—বক্ষ্যমাণ শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, অদ্ভুত ও বীভৎস—এই দ্বাদশ রস যাহাতে বিদ্যমান আছে, তাদৃশ অমৃত—পরমানন্দ-স্বরূপ মূর্ত্তি যাঁহার, তিনি অখিলরসামৃতমূর্ত্তি।

শ্রীকৃষ্ণ যদিও স্বয়ং অখিলরসামৃতমূর্ত্তি, তথাপি রসবিশেষ-বিশিষ্ট পরিকর গণের বৈশিষ্ট্যই তাঁহার আবির্ভাবের বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব আদিরসবিশিষ্ট (সর্ব্বোৎকৃষ্ট মধুর-রসশালী) পরিকরগণের সম্বন্ধ ঘটিলেই তাঁহার আবির্ভাবের বৈশিষ্ট্য সমধিকরূপে সম্পাদিত হইয়া থাকে। তাহাই শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে (৪৪ অ ১৩ শ্লো) মথুরা-রমণীগণ বলিয়াছেন,—অহো

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ত্রৈলোক্যলক্ষ্মৈকপদং বপুর্দধদিত্যাদি। তত্রাতিশুশুভে তাভি-রিত্যাদি শ্রীভাগবতে। তাসু গোপীষু [মুখ্যাঃ] [দশ] ভবিষ্যোত্তরে শ্রূয়তে।— গোপালী পালিকা ধন্যা বিশাখান্যা ধনিষ্ঠিকা। রাধানুরাধা সোমাভা তারকা দশমী তথা॥ তথেতি দশম্যপি তারকানাম্ন্যেবেত্যর্থঃ। দশমীত্যেকং নাম বা। স্কান্দ-প্রহ্লাদ-

কষ্ট! আমাদিগের পুণ্য অতি অল্প, যেহেতু, আমরা এই শ্রীকৃষ্ণকে অসময়ে দর্শন করিলাম; গোপীগণ কি অনির্ব্বচনীয় তপস্যা করিয়াছেন যে, তাঁহারা প্রতিক্ষণে নিত্যনবনবায়মান এই শ্রীকৃষ্ণের রূপ লোচনদ্বারা নিরন্তর পান করিতেছেন। এই রূপ—লাবণ্যের সার, সাম্য বা আধিক্য পরিশূন্য, অনন্যসিদ্ধ, লক্ষ্মীগণের দুষ্প্রাপ্য, ঐশ্বর্য্য-যশঃ-শ্রী-প্রভৃতির অব্যভিচারী আশ্রয়।

শ্রীশুকদেব-গোস্বামিচরণ বলিয়াছেন (১) শেষশঙ্করাদি যোগেশ্বরগণ হৃদয়াভ্যন্তরে যাঁহার আসন কল্পনামাত্র করেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ ঐশ্বর্য্যাদি প্রকাশে সমর্থ হইয়াও গোপীসভায় প্রবেশ করিয়া, তাঁহাদের কুচকুঙ্কুমাঙ্কিত উত্তরীয়-সমূহ দ্বারা রচিত আসনে উপবেশন করতঃ তাঁহাদিগকর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া অসম্ভব শোভাবিশিষ্ট হইয়াছিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গ গোপীদিগের সম্পর্কে ত্রৈলোক্যলক্ষ্মীর একমাত্র আশ্রয়ভূত প্রকাশবিশেষ পোষণ করিয়া ছিলেন।

শ্রীশুকদেবগোস্বামিচরণ আরও বলিয়াছেন, (২) দেবকীসুত (৩) শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্য এবং সর্ব্ববিধ শোভা-সম্পন্ন হইয়াও রাসমণ্ডলে ব্রজসুন্দরীগণের সংসর্গেই সর্ব্বাতিশয়রূপে শোভিত হইয়াছিলেন। ভবিষ্যপুরাণের উত্তরখণ্ডে শুনিতে পাওয়া যায়,—সেই গোপীদিগের মধ্যে দশজন মুখ্যা। যথা—গোপালী, পালিকা, ধন্যা, বিশাখা, ধনিষ্ঠা, রাধা, অনুরাধা, সোমাভা, তারকা—এই নয়

(১) তত্রোপবিষ্টো ভগবান্ স ঈশ্বরো যোগেশ্বরান্তর্হৃদি কল্পিতাসনঃ।
চকাস গোপীপরিষদ্গতোঽর্চ্চিতস্ত্রৈলোক্যলক্ষ্ম্যেকপদং বপুর্দ্দধৎ ॥১০।৩২।১৩

(২) তত্রাতিশুশুভে তাভি র্ভগবান্ দেবকীসুতঃ ।১০।৩৩।৬

(৩) এস্থলে দেবকীসুত বলিতে শ্রীযশোদানন্দনকেই বুঝিতে হইবে। কারণ শ্রীনন্দপত্নীর যশোদা ও দেবকী এই দুইটী নামই প্রসিদ্ধ আছে—দ্বে নাম্নী নন্দভার্য্যায়া যশোদা দেবকীত্যপিঃ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সংহিতা-দ্বারকামাহাত্ম্যে চ ললিতোবাচেত্যাদৌ — মুখ্যাস্বষ্টসু পূর্ব্বোক্তাভ্যোহন্যা ললিতা-শ্যামলা-শৈব্যা-পদ্মা-ভদ্রাশ্চ শ্রূয়ন্তে। পূর্ব্বোক্তাস্তু শ্রীরাধা-ধন্যা-বিশাখাশ্চ। তদেতদভিপ্রেত্য তত্রাপি মুখ্যাভিরুত্তরোত্তরং বৈশিষ্ট্যং দর্শয়িতুমবরমুখ্যে দ্বে তাবন্নিরূপ্য তাভ্যাং শ্রীকৃষ্ণস্য বৈশিষ্ট্যমাহ।— প্রস্মরাভিঃ প্রসরণশীলাভিঃ রুচিভিঃ কান্তিভিঃরুদ্ধে বশীকৃতে তারকাপালিনাম্নীযূথেশ্বর্য্যৌ যেন সঃ। অথ মধ্যমমুখ্যাভ্যামাহ। কলিতে স্বীকৃতে শ্যামাললিতে যেন সঃ। অথ পরমমুখ্যয়া বৈশিষ্ট্যমাহ। রাধায়াঃ প্রেয়ান্

জন। আর দশমী যিনি, তাঁহার নামও তারকা অথবা 'দশমী' এইটী দশমী বা শেষোক্ত গোপীর একটী নাম, ইহাই শ্লোকোক্ত 'তথা'-শব্দের অর্থ। স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত প্রহ্লাদসংহিতায় দ্বারকামাহাত্ম্যে 'ললিতোবাচ—শ্রীললিতাজী বলিয়াছেন' ইত্যাদিস্থানে যে আটজন গোপী মুখ্যারূপে বর্ণিত আছেন, তাঁহাদের মধ্যে —ললিতা, শ্যামলা, শৈব্যা, পদ্মা ও ভদ্রা এই পাঁচজন পূর্ব্বোক্ত গোপালী প্রভৃতি দশজন হইতে ভিন্ন; আর রাধা, ধন্যা ও বিশাখা এই তিনজন পূর্ব্বোক্ত দশজনের অন্তর্গত, ইহাই শুনা যায়। এজন্য মূলশ্লোকেও এইরূপ অভিপ্রায় করিয়া (মুখ্যাগণের মধ্যে তিনটী বিভাগ দেখাইয়া) তন্মধ্যেও যাঁহারা মুখ্যা, তাঁহাদের সম্পর্কে উত্তরোত্তর শ্রীকৃষ্ণের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শনের নিমিত্ত প্রথমতঃ কনিষ্ঠমুখ্যাদিগের মধ্যে তারকা ও পালি এই দুইজনকে নির্দ্দিষ্টরূপে স্থাপন করিয়া, তাঁহাদের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের বৈশিষ্ট্য দেখাইতেছেন। যথা—প্রস্মররুচিরুদ্ধতারকাপালিঃ—চতুর্দ্দিকে প্রসরণশীল কান্তিসমূহদ্বারা তারকা ও পালি নাম্নী দুইজন যূথেশ্বরীকে যিনি বশীভূত করিয়া রাখিয়াছেন। অনন্তর মধ্যমমুখ্যাগণের মধ্যে দুইজনের সংসর্গগুণে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যাধিক্য বা প্রকাশবৈশিষ্ট্য বর্ণন করিতেছেন। যথা—কলিত-শ্যামাললিতঃ—শ্যামা (শ্যামলা) ও ললিতা এই দুইজনকে যিনি আত্মসাৎ করিয়াছেন। অতঃপর শ্রেষ্ঠমুখ্যা শ্রীরাধার সহযোগে শ্রীকৃষ্ণের সমধিক-মাধুর্য্য বা আবির্ভাববৈশিষ্ট্য দেখাইতেছেন, যথা,— রাধাপ্রেয়ান্—শ্রীরাধার প্রিয়তম অর্থাৎ যিনি শ্রীরাধার সর্ব্বাতিশয়রূপে প্রীতি-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অতিশয়েন প্রীতিকর্ত্রী। ইগুপধজ্ঞাপ্রীগৃকিরঃ কঃ ইতি কর্ত্তরি কপ্রত্যয়ো বিধেয়ঃ। অতএব অস্যা এবাসাধারণ্যমালোক্য পূর্ব্ববদ্যুগ্মকেনাপি নেয়ং নির্দ্দিষ্টা। অতস্তস্যা এব প্রাধান্যং পাদ্মে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে উত্তরখণ্ডে তৎকুণ্ডপ্রসঙ্গে।—

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ন্তথা।
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা॥

বিধানকারী। ইগুপধাবিশিষ্টধাতু, জ্ঞাধাতু, প্রীধাতু, গৄধাতু ও কৄধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে ক প্রত্যয়ের বিধান করিতে হয়। এই সূত্রানুসারে এস্থলেও প্রীধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে ক প্রত্যয় করিয়া 'প্রিয়'-শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে; তাহার উত্তর তদ্ধিত ইয়স্ প্রত্যয় করিয়া প্রেয়ান্ পদ (১মার একবচনে) সাধিত হইয়াছে। সুতরাং 'রাধাপ্রেয়ান্'-পদে শ্রীরাধিকার সর্ব্বাতিশয়-প্রীতিকর্ত্রী বুঝিতে হইবে। ভুবনমোহন শ্রীকৃষ্ণের মনকে যিনি প্রীতিরস আস্বাদন করাইয়া বিমুগ্ধ করিয়া থাকেন, সেই শ্রীরাধিকারও আবার প্রীতি বা আনন্দ বিধান করিতে যখন সমর্থ হন, তখনই (শ্রীরাধার সঙ্গে বিহার সময়েই) শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য বা আবির্ভাব-বৈশিষ্ট্য অননোর্দ্ধরূপে বিকাশ পাইয়া থাকে;—রাধাসহ যদা ভাতি তদা মদন-মোহনঃ—শ্রীরাধার সঙ্গে যখন বিহার করেন, তখনই সৌন্দর্য্যমাধুর্য্যধুর্য্য শ্রীকৃষ্ণের মদনমোহনত্ব বা অপরিসীম-মাধুর্য্য প্রকটিত হইয়া থাকে।

সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাববৈশিষ্ট্য-সম্পাদন বিষয়ে এই শ্রীরাধিকারই অসাধারণতা অবলোকন করিয়া, ইহাঁকে পূর্ব্ববৎ যুগ্মকরূপে নির্দ্দেশ না করিয়া পৃথগ্ভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত বিশেষণ দুইটীতে তারকা ও পালি এবং শ্যামলা ও ললিতা এই দুই দুই জনকে একসঙ্গে উল্লেখ করিয়া, তাঁহাদের সম্পর্কে বৈশিষ্ট্য দেখাইয়াছেন; শ্রীরাধার সংসর্গগুণে শ্রীকৃষ্ণের বৈশিষ্ট্য দেখাইবার সময় কিন্তু শ্রীরাধার সমান বা শ্রেষ্ঠ আর কেহ না থাকায়, একমাত্র শ্রীরাধার নামই উল্লেখ করিয়াছেন। এজন্য শ্রীরাধারই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা সূচিত হইল। শ্রীরাধার প্রাধান্য-সম্বন্ধে পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে শ্রীরাধাকুণ্ড-প্রসঙ্গে উল্লিখিত আছে,—"শ্রীরাধা যেমন শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা আদরণীয়া, শ্রীরাধার কুণ্ডও সেই প্রকার শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা আদরণীয়; যেহেতু সমস্ত গোপীদিগের মধ্যে একমাত্র শ্রীরাধাই শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়তমা।"

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অতএব মৎস্যপুরাণে শক্তিত্বসাধারণ্যেনাভিন্নতয়া গণনায়ামপি তস্যা এব বৃন্দাবনে প্রাধান্যাভিপ্রায়েণাহ।— রুক্মিণী দ্বারবত্যান্তু রাধা বৃন্দাবনে বনে। তথাচ বৃহদ্গৌতমীয়ে তস্যা এব মন্ত্রকথনে।—

দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিসম্মোহিনী পরা॥

ঋক্‌পরিশিষ্টশ্রুতাবপি।— রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা। বিভ্রাজন্তে জনেম্বেতি। অথএব দশমে গোপ্য আহুঃ।— অনয়া রাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বর ইতি।

সর্ব্বলৌকিকালৌকিকাতীতেঽপি তস্মিন্ লৌকিকার্থবিশেষো-পমাদ্বারা লোকানাং বুদ্ধিপ্রবেশঃ স্যাদিতি কেনাপ্যংশেনোপমান-মাহ। পক্ষে বিধুশ্চন্দ্রো জয়তি সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে। এবং বিশেষ্যে সাম্যং দর্শয়িত্বা বিশেষণেঽপি সাম্যং দর্শয়তি। অখিলঃ অখণ্ডঃ রস আস্বাদো যত্র তাদৃশমমৃতং পীযূষং তদাত্মিকৈব মূর্ত্তি

সুতরাং মৎস্যপুরাণে শক্তিত্বসামান্যে অভেদরূপে শ্রীরাধার গণনা থাকিলেও, বৃন্দাবনে তাঁহারই (শ্রীরাধারই) প্রাধান্য দেখাইবার অভিপ্রায়ে বলিতেছেন,— শ্রীকৃষ্ণের শক্তিগণ মধ্যে রুক্মিণী দ্বারবতীতে প্রধান, শ্রীরাধা কিন্তু বৃন্দাকর্ত্তৃক বনমধ্যে (বৃন্দাবনমধ্যে) প্রধান। বৃহদ্গৌতমীয়তন্ত্রেও শ্রীরাধিকারই মন্ত্রকথন-প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে,—শ্রীরাধিকা—দেবী, কৃষ্ণময়ী, পরদেবতা, সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী, সর্ব্বকান্তিবিমোহিনী ও পরা (শ্রেষ্ঠা) বলিয়া কথিত (১)। ঋক্‌পরিশিষ্টশ্রুতিতেও উক্ত আছে,—আর আর প্রিয়াজন থাকা সত্ত্বেও একমাত্র শ্রীরাধার সঙ্গেই দেব-দেব মাধব এবং মাধবের সঙ্গেই শ্রীরাধা সর্ব্বত্র সর্ব্বাপেক্ষা শোভা ধারণ করিয়া থাকেন। এজন্যই দশমস্কন্ধে শ্রীগোপীগণ বলিয়াছেন,—সর্ব্বদুঃখহারী ভগবান্ শ্রীনারায়ণ ভক্তজনের অভীষ্ট প্রদানে পরম স্বতন্ত্র হইলেও আরাধনা-দ্বারা

---

(১) দেবী কৃষ্ণময়ী ইত্যাদি পদ কয়েকটীর বিশেষ অর্থ, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদি—চতুর্থ পরিচ্ছেদে—দেবী কহি দ্যোতমানা পরমাসুন্দরী ইত্যাদি পয়ারে দ্রষ্টব্য।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

র্যস্য তারকাপালিঃ তারকাশ্রেণী। বিশ্বপ্রকাশে শ্যামাশব্দো রাত্রিপর্য্যায়ঃ কলিতমুরীকৃতং শ্যামায়াঃ রাত্রে ললিতং বিলাসো যেন ইতি। রাত্রিবিলাসিত্বেনাপি সাম্যং জ্ঞেয়ম্। তথা রাধায়াং বিশাখানাম্ন্যাং তারায়াং প্রেয়ান্ অতিশয়েন প্রীতিমান্।

তাঁহাকে শ্রীরাধা নিশ্চয় বশীভূত করিয়াছেন; যেহেতু গোবিন্দ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে (শ্রীরাধাকে) প্রীতি-সহকারে নির্জ্জনবনপ্রদেশে আনয়ন করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত লৌকিক ও অলৌকিক বস্তুর অতীত, এজন্য লৌকিক কোনও পদার্থের সহিত তাঁহার উপমা সম্ভবে না; তথাপি লৌকিক পদার্থ-বিশেষ চন্দ্রের সহিত উপমা-দ্বারা, তাঁহাতে (শ্রীকৃষ্ণে) লোকসকলের বুদ্ধি প্রবেশ করিতে পারিবে—এই অভিপ্রায়ে কোনও অংশবিশেষে চন্দ্রকে উপমানরূপে বর্ণন করিতেছেন, সর্ব্বাংশে নহে। চন্দ্রপক্ষে অর্থ,—বিধু—চন্দ্র, জয়তি—সর্ব্বোৎকর্ষের সহিত অবস্থান করিতেছে। এইরূপে সর্ব্বপ্রকার অন্ধকার ও উত্তাপ-জন্য দুঃখোপশমনরূপ ও সুখপ্রদরূপ অংশে 'বিধু' এই বিশেষ্যপদগত চন্দ্রপক্ষে সাম্য দেখাইয়া বিশেষণপদগত সাম্যও দেখাইতেছেন। যথা—অখিল—অনন্ত, রস—আস্বাদ আছে যাহাতে, তাদৃশ অমৃত—পীযূষ, তদাত্মিকা মূর্ত্তি যাহার, এই অর্থে চন্দ্র অখিলরসামৃতমূর্ত্তি। চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত মনোহর কিরণসমূহদ্বারা তারকাশ্রেণীকে যিনি আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, এই অর্থে চন্দ্র—প্রসৃমররুচিরুদ্ধতারকাপালি। বিশ্বপ্রকাশমতে শ্যামাশব্দ রাত্রির পর্য্যায়বাচক, এতদনুসারে শ্যামা অর্থাৎ রাত্রির ললিত—বিলাস যিনি অঙ্গীকার করিয়াছেন, এই অর্থে চন্দ্র—কলিত-শ্যামাললিত। এই বিশেষণদ্বারা রাত্রিবিলাসিত্বরূপ অংশেও সাম্য বুঝিতে হইবে। এইরূপে রাধা অর্থাৎ বিশাখানাম্নী তারকাতে চন্দ্র অতিশয় প্রীতিমান্।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

आम्नाय—ग्रन्थालय, [illegible], कचौड़ी वाराणसी-5

(অথ গ্রন্থারম্ভঃ)

উত্তমা ভক্তিঃ।

—:০:—

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

অন্বয়ার্থ :— অন্যাভিলাষ-জ্ঞানকর্ম্মাদিরহিতা শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্যানুকূল্যেন কায়বাঙ্মনোভির্যাবতী ক্রিয়া সা ভক্তিঃ।১।

শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদপ্রোক্তাটীকা।

অথ তস্যা লক্ষণং বদন্নেব গ্রন্থমারভতে অন্যেতি। যথা ক্রিয়া-শব্দেন ধাত্বর্থমাত্রমুচ্যতে, তথাত্র অনুশীলনশব্দেনাপি ধাত্বর্থমাত্রমুচ্যতে। ধাত্বর্থশ্চ দ্বিবিধঃ।—প্রবৃত্তি নিবৃত্ত্যাত্মকঃ। তত্র প্রবৃত্ত্যাত্মকো ধাত্বর্থস্তু কায়-বাঙ্মানসময়স্তচ্চেষ্টারূপঃ।

অনন্তর উত্তমা ভক্তির লক্ষণ বলিতে বলিতে গ্রন্থ আরম্ভ করিতেছেন। যথা—অন্যাভিলাষিতা-পরিশূন্যভাবে ও জ্ঞানকর্ম্মাদিদ্বারা অনাবৃতরূপে কায়-মনো-বাক্য দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধি বা শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত আনুকূল্য-বিশিষ্ট অনুশীলন, বা যাবতীয় ক্রিয়াই উত্তমা ভক্তি। ক্রিয়া-শব্দদ্বারা যেমন ধাতুর সর্ব্বপ্রকার অর্থ কথিত হয়, অনুশীলন-শব্দদ্বারাও সেইরূপ এ স্থলে সকল প্রকার ধাত্বর্থই কথিত হইতেছে।

ধাতুর অর্থ প্রধানতঃ দুই প্রকার,—চেষ্টারূপ ও ভাবরূপ। তন্মধ্যে চেষ্টারূপ অর্থ আবার দ্বিবিধ—প্রবৃত্তি বা গ্রহণ চেষ্টারূপ এবং নিবৃত্তি বা ত্যাগচেষ্টারূপ। যেমন—"রাম পশ্চিমদিক হইতে পূর্ব্বদিকে গমন করিতেছে" এই বাক্যের অন্তর্গত গমনক্রিয়ারূপ ধাতুর অর্থ—প্রবৃত্তি বা গ্রহণ এবং নিবৃত্তি বা ত্যাগ, এই উভয়বিধ চেষ্টারূপে প্রকাশ পাইতেছে। অর্থাৎ রাম পূর্ব্বদিকের প্রবৃত্তি বা গ্রহণরূপ একটী চেষ্টা করিতেছে এবং তদ্ভিন্ন পশ্চিমদিকের নিবৃত্তি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদপ্রোক্তা টীকা ।

নিবৃত্ত্যাত্মকধাত্বর্থশ্চ প্রবৃত্তিভিন্নঃ। সেবানামাপরাধানামুদ্ভবাভাবকারিতেত্যাদি-বচনব্যঞ্জিতঃ সেবানামাপরাধাদ্যভাবরূপশ্চ। স চ বক্ষ্যমাণরতিপ্রেমাদিস্থায়ি-

---

বা ত্যাগরূপ অপর একটী চেষ্টা করিতেছে; এই দুই প্রকারে এ স্থলে গম্‌ধাতু বা গমনক্রিয়ার অর্থ প্রতীত হইতেছে। এই উভয়বিধ চেষ্টারূপ অর্থেরই আবার কায়িক-বাচিক-মানসিকরূপ তিনটী করিয়া ভেদ আছে। যথা—কায়িক-প্রবৃত্তিরূপ, বাচিক-প্রবৃত্তিরূপ ও মানসিক-প্রবৃত্তিরূপ এবং কায়িক-নিবৃত্তিরূপ, বাচিক-নিবৃত্তিরূপ ও মানসিক-নিবৃত্তিরূপ ;- এই কয়েকটীই ধাতুগত চেষ্টারূপ অর্থের অবান্তরভেদ। ইহা ছাড়া ধাতুর ভাবরূপ একটি অর্থের কথা যে বলা হইয়াছে, উহা কেবল মানসিক অনুভবাত্মক। পূর্ব্বোক্ত উদাহরণে, রাম যখন পশ্চিমদিক হইতে পূর্ব্বদিকে গমন করিতেছে, তখন তাহার মনে সুখ বা দুঃখের অনুভব একটী হইতেছে, এই সুখ বা দুঃখকে গম্‌ধাতু বা গমনক্রিয়ার ভাবরূপ অর্থ বলা যায়। ভক্তির স্বরূপ লক্ষণ-নিরূপণ-প্রসঙ্গে শ্লোকোক্ত অনুশীলন-শব্দেও ঐরূপ কায়িক-বাচিক-মানসিক-ভেদে ত্রিবিধ প্রবৃত্ত্যাত্মক ও ত্রিবিধ নিবৃত্ত্যাত্মক চেষ্টারূপ একটী অর্থ,—আর ভাবরূপ একটী অর্থ বুঝিতে হইবে। তন্মধ্যে নিবৃত্ত্যাত্মক চেষ্টারূপ অর্থ, প্রবৃত্ত্যাত্মক চেষ্টারূপ অর্থ হইতে ভিন্ন, ইহা পরবর্ত্তী—"সেবানামাপরাধা-মুদ্ভবাভাবকারিতা" ইত্যাদি বাক্যে ব্যঞ্জিত—সেবাপরাধ ও নামাপরাধের উৎপত্তির অভাবকারিতারূপ বুঝিতে হইবে (পূর্ব্ববিভাগ—২য় লহরী)। অর্থাৎ সাধন-ভক্তির চতুঃষষ্টি অঙ্গের মধ্যে, ভক্তিমার্গে প্রবেশের দ্বারস্বরূপ—গুরু-পাদাশ্রয়াদি দশটী অঙ্গের প্রবৃত্তি বা গ্রহণ—ইহার নাম প্রবৃত্তিচেষ্টারূপ অনুশীলন; আবার ভগবদ্‌বিমুখজনের সঙ্গত্যাগ হইতে আরম্ভ করিয়া সেবা-নামাপরাধের উৎপত্তির অভাবকারিতা অর্থাৎ সেবাপরাধ ও নামাপরাধ-সমূহের বর্জ্জন পর্য্যন্ত দশটী অঙ্গের নিবৃত্তি বা ত্যাগ—ইহার নাম নিবৃত্তি-চেষ্টারূপ অনুশীলন। তন্মধ্যে নিবৃত্তিচেষ্টারূপ অনুশীলনটী, প্রবৃত্তিচেষ্টারূপ অনুশীলন হইতে ভিন্ন, কিন্তু উভয়টীই অনুশীলন-শব্দের চেষ্টারূপ অর্থের অবান্তরভেদ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদপ্রোক্তা টীকা।

ভাবরূপশ্চ। তদেবং সতি কৃষ্ণসম্বন্ধি কৃষ্ণার্থং বা অনুশীলনমিতি। তৎসম্বন্ধ-ত্বাত্তস্য তদর্থস্য বা বিবক্ষিতত্বাদ্ গুরুপাদাশ্রয়াদৌ, ভাবরূপস্যাপি ক্রোড়ীকৃতত্বাদ্ রত্যাদিস্থায়িনি ব্যভিচারিষু ভাবেষু চ নাব্যাপ্তিঃ। এতচ্চ কৃষ্ণ-তদ্ভক্তকৃপৈকলভ্যং শ্রীভগবতঃ স্বরূপশক্তিবৃত্তিরূপমপি কায়াদিবৃত্তিতাদাত্ম্যেনাবিভূর্তমিতি জ্ঞেয়ম্।

অনুশীলন-শব্দের একটী অর্থ—চেষ্টারূপ; আর অপর অর্থ—রতিপ্রেমাদি স্থায়িভাব—যাহা পরে বর্ণিত হইবে, সেই ভাবরূপ। এইরূপে, প্রবৃত্ত্যাত্মক ও নিবৃত্ত্যাত্মক চেষ্টারূপ ও ভাবরূপ অর্থে যে অনুশীলন-শব্দ কথিত হইল, সেই অনুশীলন যদি শ্রীকৃষ্ণের যে কোন প্রকার সম্বন্ধ-বিশিষ্ট হয়, অথবা শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত হয়, তবেই তাহাকে ভক্তি বলা যায়। আপত্তি হইতে পারে যে,—"এ স্থলে ভক্তির লক্ষণে একমাত্র কৃষ্ণানুশীলনকেই ভক্তি বলা হইয়াছে, গুরুপাদাশ্রয়াদি এবং স্থায়িভাব ও ব্যভিচারিভাব-সকলের কথা কিছু উল্লেখ নাই; এ জন্য এই লক্ষণটীতে অব্যাপ্তি-দোষের প্রসক্তি দেখা যাইতেছে, অর্থাৎ গুরুপাদাশ্রয়াদি সাধন-ভক্তির অঙ্গসকলে এবং স্থায়িভাব ও ব্যভিচারি-ভাবসমূহরূপ ভাবভক্তিতে লক্ষণের প্রাপ্তি হইতেছে না।" ইহারই উত্তরে বলা যাইতেছে যে, শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধবিশিষ্ট যাবতীয় অনুশীলন, অথবা শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্তক অনুশীলন—এই উভয় প্রকারকেই কৃষ্ণানুশীলন-পদের দ্বারা বলিবার ইচ্ছাহেতু, গুরুপাদাশ্রয়াদিতে এবং ভাবরূপ অর্থকেও কৃষ্ণানুশীলনের অন্তর্ভূত করাতে রত্যাদি স্থায়িভাবে ও ব্যভিচারিভাব-সমূহে লক্ষণের অব্যাপ্তি (১) দোষ ঘটে নাই অর্থাৎ গুরুপাদাশ্রয়াদি—চেষ্টারূপ অনুশীলনের অন্তর্গত এবং স্থায়িভাব ও ব্যভিচারিভাব—ভাবরূপ অনুশীলনের অন্তর্ভূত, এইরূপে লক্ষণের সঙ্গতি হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধবিশিষ্ট বা শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্তক চেষ্টারূপ ও ভাবরূপ অনুশীলন বা ভক্তি, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ ও তদ্ভক্তকৃপায়ই লভ্য হইয়া থাকেন। এই কৃষ্ণানু-শীলন বা ভক্তি, শ্রীভগবানের স্বরূপ শক্তিবিশেষের বৃত্তিবিশেষরূপ। যদি

---

(১) অব্যাপ্তিদোষের লক্ষণ, কিঞ্চিৎ পরে দ্রষ্টব্য।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদপ্রোক্তা টীকা।

অগ্রে তু স্পষ্টীকরিষ্যতে। কৃষ্ণশব্দশ্চাত্র স্বয়ংভগবতঃ কৃষ্ণস্য তদ্রূপাণাং চান্যেষামবতারাণাং গ্রাহকঃ। তারতম্যমগ্রে বিবেচনীয়ং। তত্র ভক্তিস্বরূপতাসিদ্ধ্যর্থং বিশেষণমাহ—আনুকূল্যেনেতি। প্রাতিকূল্যে ভক্তিত্বাপ্রসিদ্ধেঃ।

বলা যায় যে,—শ্রীভগবানের স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিরূপা সেই ভক্তিকে, জীবগণ প্রাকৃত ইন্দ্রিয় দ্বারা কিরূপে অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হইবে? ইহারই উত্তরে বলিতেছেন যে,—শ্রীভগবানের স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিরূপা ভক্তির অনুষ্ঠান করা জীবগণের পক্ষে অসম্ভব হইলেও উহা (ভক্তি) জীবসকলের কায়বাক্যাদির বৃত্তির সহিত একীভূতরূপে স্বয়ংই আবির্ভূত হইয়া থাকেন। যেমন—লোহিতবর্ণতা ও দহনকারিতা অগ্নিরই ধর্ম্ম, লৌহের ধর্ম্ম নহে; কিন্তু লৌহকে যদি অগ্নির মধ্যে ফেলিয়া রাখা যায়, তবে অগ্নি—লৌহকে তাহার নিজের ধর্ম্ম কৃষ্ণতা ও শীতলতাকে পরিত্যাগ করায় এবং লৌহের সঙ্গে একীভূতরূপে প্রকাশ পাইয়া লৌহকে লোহিতবর্ণতা ও দহনকারিতা-ধর্ম্ম প্রদান করে। এ স্থলে লোহিতবর্ণতা ও দহনকারিতা-ধর্ম্ম যেমন অগ্নি হইতেই লৌহে তাদাত্ম্যরূপে সংক্রমিত হইতে দেখা যায়, ভক্তিও সেইরূপ শ্রীভগবানের স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিরূপা হইয়াও জীবসকলের কায়বাক্যাদির বৃত্তির সঙ্গে তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া আবির্ভূত হয়েন, বুঝিতে হইবে।

কৃষ্ণানুশীলন-পদের কৃষ্ণ-শব্দ এ স্থলে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার অন্যান্য স্বরূপ—রাম-নৃসিংহাদি অবতারগণেরও গ্রাহক। যদিও শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় বা শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্তক অনুশীলন এবং রাম-নৃসিংহাদি অবতার-সম্বন্ধীয় বা রাম-নৃসিংহাদি অবতারের নিমিত্তক অনুশীলন—এ উভয়ই ভক্তি বটেন, তথাপি ইহার মধ্যে যে তারতম্য আছে, তাহা পরে বিবেচনা করা হইবে।

কৃষ্ণানুশীলন যে ভক্তির স্বরূপ, ইহাই সিদ্ধির নিমিত্ত উহাতে 'আনুকূল্যেন—আনুকূল্যবিশিষ্ট' এই বিশেষণ-পদটীর প্রয়োগ করিয়াছেন। যেহেতু, প্রতিকূল অনুশীলন ভক্তিরূপে প্রসিদ্ধ নহে। যেমন শিশুপাল প্রভৃতি দৈত্যগণও কৃষ্ণানুশীলন করিয়াছিল বটে, কিন্তু উহা শ্রীকৃষ্ণের অনুকূল না হইয়া প্রতিকূল হওয়ায়, ভক্তিরূপে সিদ্ধ হইল না।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদপ্রোক্তা টীকা।

আনুকূল্যং উদ্দেশ্যায় শ্রীকৃষ্ণায় রোচমানা প্রবৃত্তিরিত্যুক্তে লক্ষণে অতিব্যাপ্তিরব্যাপ্তিশ্চ। তদ্ যথা—অসুরকর্ত্তৃকপ্রহাররূপানুশীলনং যুদ্ধরসঃ উৎসাহরতিঃ

আনুকূল্য-শব্দের অর্থ—যাঁহার উদ্দেশে অনুশীলন করা যাইতেছে, সেই শ্রীকৃষ্ণের রোচমানা প্রবৃত্তি; অর্থাৎ যেরূপ অনুশীলন শ্রীকৃষ্ণের রুচিকর, সেইরূপ অনুশীলনে প্রবৃত্ত হওয়ার নামই আনুকূল্যবিশিষ্ট অনুশীলন বা ভক্তি। এরূপ অর্থ করিলে লক্ষণে অতিব্যাপ্তি ও অব্যাপ্তিরূপ দোষের প্রসক্তি হয়। তাহার দৃষ্টান্ত যথা—যুদ্ধক্ষেত্রে অসুরগণ যে শ্রীকৃষ্ণকে প্রহার করে, সেই প্রহাররূপ অনুশীলন, যুদ্ধরস-বিষয়ে (১) উৎসাহ-রতিরূপে পরিণত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের

(১) বীররস চতুর্বিধ, যথা—যুদ্ধবীর, দানবীর, দয়াবীর ও ধর্ম্মবীর। তন্মধ্যে যুদ্ধবীররসকেই এস্থলে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। গৌণভক্তিরসের অন্তর্গত বীররসের যুদ্ধবীর,—শ্রীকৃষ্ণের পরিতোষের নিমিত্ত উৎসাহবান্ তদীয় সখা বা বন্ধুবিশেষ। প্রতিযোদ্ধা—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং, অথবা শ্রীকৃষ্ণ দর্শকরূপে অবস্থিত থাকিবেন, তাঁহার ইচ্ছানুসারে অন্য সুহৃদ্বর প্রতিযোদ্ধা হইবেন। যথা—

পরিতোষায় কৃষ্ণস্য দধদুৎসাহমাহবে।
সখা বন্ধুবিশেষো বা যুদ্ধবীর ইহোচ্যতে॥
প্রতিযোদ্ধা মুকুন্দো বা তস্মিন্ বা প্রেক্ষকে স্থিতে।
তদীয়েচ্ছাবশেনাত্র ভবেদন্যঃ সুহৃদ্বরঃ॥

—উত্তরবিভাগে তৃতীয়লহরী।

কিন্তু টীকাকৃৎপাদ, দৃষ্টান্তস্থলে শ্রীকৃষ্ণকে যুদ্ধবীররূপে, আর অসুরগণকে প্রতিযোদ্ধারূপে বর্ণন করিয়াছেন। এজন্য এই যুদ্ধবীররসটী গৌণভক্তিরসের অন্তর্গত বীররস হয় নাই। গৌণভক্তিরসের অন্তঃপাতী বীররসকে দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করিলে, লক্ষণের ব্যাবৃত্তিপ্রদর্শনের সহায়তা হয় না; যেহেতু, ঐ বীররসটী যদিও গৌণ, তথাপি ভক্তিরসই বটে। এজন্য গৌণভক্তিরসের অন্তর্ভূত যুদ্ধবীররসকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিলে ইষ্ট-সিদ্ধি হয় না বলিয়া, টীকাকৃৎপাদ এস্থলে প্রাকৃতরসশাস্ত্রকারগণের সম্মত বীররসের অন্তর্গত যুদ্ধবীররসকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। যুদ্ধরসে উৎসাহরতিরূপ রোচমানাপ্রবৃত্তি দেখানই এস্থলে টীকাকৃৎপাদের উদ্দেশ্যমাত্র, অন্য কিছু নহে; এজন্য দৃষ্টান্তটী দূষণীয় হয় নাই।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদপ্রোক্তা টিকা।

শ্রীকৃষ্ণায় রোচতে। যথোক্তং প্রথমস্কন্ধে—মনস্বিনামিব সন্ সংপ্রহার ইতি। তথা শ্রীকৃষ্ণং বিহায় দুগ্ধরক্ষার্থং গতায়াঃ যশোদায়াস্তাদৃশানুশীলনং শ্রীকৃষ্ণায় ন রোচতে। যথোক্তং শ্রীদশমে—স জাতকোপঃ স্ফুরিতারুণাধরমিতি। তথাচ

রুচি উৎপাদন করিতেছে। যদি বলা যায় যে, অসুরগণের প্রহার আবার উৎসাহ-রতির পরিপোষক হইয়া রুচি উৎপাদন করে, এ কথা কিরূপে সম্ভব হয়? এই আশঙ্কা-পরিহারের নিমিত্ত, শ্রীমদ্ভাগবতের একটি শ্লোকাংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা—

* * * * * মনস্বিনামিব সন্ সংপ্রহারঃ॥—১।১৩।২৬

সাধারণের দৃষ্টিতে দুঃখপ্রদ হইলেও বিপক্ষগণের তীব্র যুদ্ধ যেমন উৎসাহবান্ বীরগণের নিকট প্রহর্ষহেতুই (রুচিকরই) হইয়া থাকে। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ-সময়ে অসুরগণের ঐরূপ অনুশীলন অনুকূল অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তরূপে শ্রীকৃষ্ণের রুচিকর বলিয়া, উহাকে যদি ভক্তি বলা হয়, তবে লক্ষণে অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটে অর্থাৎ অসুরগণের প্রহাররূপ অনুশীলন—যাহা ভক্তির অত্যন্ত বিরোধী, তাহাতেও ভক্তির লক্ষণ যাইয়া পড়ে।

আবার মা যশোদা যে শ্রীকৃষ্ণকে স্তন্যপানে পরিতৃপ্ত না করাইয়া ক্রোড় হইতে নামাইয়া রাখিয়া দুগ্ধরক্ষার নিমিত্ত গমন করিয়াছিলেন, মা যশোদার তাদৃশ (স্তন্যপান না করাইয়া দুগ্ধরক্ষার নিমিত্ত গমনরূপ) অনুশীলন শ্রীকৃষ্ণের রুচিকর হইয়াছিল না। যথা—

স জাতকোপঃ স্ফুরিতারুণাধরং সংদশ্য দদ্ভির্দধিমন্থভাজনম্।
ভিত্ত্বা মৃষাশ্রু দৃশদশ্মনা রহো জঘাস হৈয়ঙ্গবমন্তরং গতঃ॥
—শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৯।৩

মা যশোদা স্তন্যপান না করাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে নামাইয়া রাখিয়া যাওয়াতে শ্রীকৃষ্ণ ক্রোধান্বিত হইলেন, কম্পমান অরুণবর্ণ-অধর দন্তদ্বারা দংশন করিতে করিতে একটী শিলাপুত্র (নোড়া)-দ্বারা দধিমন্থন-পাত্রটী ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন এবং স্তন্যপানে অতৃপ্ততাহেতু সত্য সত্যই অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে গৃহা-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সরস্বতী ভবন, ফরীদ... বারাণসী-5

শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদপ্রোক্তা টীকা।

তত্র তত্র অতিব্যাপ্তেরব্যাপ্তেশ্চ বারণায় আনুকূল্যানাং প্রতিকূল্যশূন্যত্বমেব বিবক্ষণীয়ম্। এবং সতি অসুরে দ্বেষরূপ-প্রাতিকূল্যসত্ত্বান্নাতিব্যাপ্তিঃ। এবং

ভাণ্ডারে নির্জ্জনস্থানে প্রবেশ করিয়া ক্রোধভরে সঞ্চয়স্থ-নবনীত সকল ভক্ষণ করিলেন।

এস্থলে মা যশোদার এই অনুশীলনটী শ্রীকৃষ্ণের অরুচিকর বলিয়া, ভক্তিরূপে পরিগণিত হইতে পারে না, এজন্য এস্থলে লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ দৃষ্ট হইতেছে অর্থাৎ যিনি বিশুদ্ধ বাৎসল্যজাতীয় প্রেমভক্তির সাক্ষাৎ অধিষ্ঠাত্রী দেবী—যাঁহার নিখিল-চেষ্টাই বাৎসল্যজাতীয় প্রেমভক্তির পরিণতিবিশেষ, সেই মা ব্রজেশ্বরীর প্রেমভক্তিবিশেষময় ঐ অনুশীলনটীতে ভক্তির লক্ষণ যাইতেছে না'।

এইরূপে পূর্ব্বোক্ত উভয়স্থলে (অসুরগণের ও মা যশোদার অনুশীলনে) অতিব্যাপ্তি ও অব্যাপ্তিরূপ (১) দোষ নিবারণের নিমিত্ত, আনুকূল্য সকলকে প্রতিকূলতাশূন্যরূপেই বলিবার অভিপ্রায়। আপাততঃ অনুকূল বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও যদি বাস্তবিক পক্ষে প্রতিকূলতাশূন্য না হয়, তবে সেরূপ অনুশীলনকে ভক্তি বলা যাইবে না। এরূপ সিদ্ধান্ত হওয়ায়, অসুরগণকর্ত্তৃক প্রহাররূপ অনুশীলনে দ্বেষরূপ প্রতিকূলতা বিদ্যমান থাকায়, উহাতে লক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটিল না অর্থাৎ অসুরগণের প্রহাররূপ অনুশীলনটী প্রতিকূলতাশূন্য না হওয়ায়, উহা ভক্তি বলিয়া পরিগণিত হইল না।

---

(১) "অলক্ষ্যে লক্ষণস্য গমনমতিব্যাপ্তিঃ"—লক্ষণদ্বারা যে বস্তুকে লক্ষ্য করা হইতেছে, তদ্ভিন্ন অপর (অলক্ষ্য) বস্তুতে যদি লক্ষণের ব্যাপ্তি (ব্যাপিয়া থাকা) বুঝায়, তবে তাহাকে লক্ষণের অতিব্যাপ্তিদোষ বলে। আর—"লক্ষ্যে লক্ষণস্যাগমনমব্যাপ্তিঃ"—লক্ষণদ্বারা যে বস্তু লক্ষ্য করা হইতেছে, তাহাতে যদি লক্ষণের সর্ব্বতোভাবে ব্যাপ্তি না থাকে, তবে তাহাকে লক্ষণের অব্যাপ্তি দোষ বলে।—তর্কসংগ্রহদীপিকা।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদপ্রোক্তা টীকা।

যশোদায়াঃ প্রাতিকূল্যাভাবাদব্যাপ্তিরিতি বোধ্যম্। এতেন বিশেষণস্যানুকূল্য-

---

মা যশোদার অনুশীলনটী যদিও আপাততঃ প্রতিকূল বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে, তথাপি মা যশোদাতে শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধীয় প্রতিকূলতার লেশমাত্রও না থাকাতে, উহাতে লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ ঘটে নাই। অর্থাৎ মা যশোদা শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যেই দুগ্ধরক্ষার্থ গমন করিলেন বলিয়া উহা প্রতিকূলতাশূন্য হইযাছে, এজন্য উহা ভক্তিরই পরিপাটী-বিশেষরূপে পরিগণিত। এরূপ বুঝিতে হইবে (১)।

---

(১) ব্রজবাসিগণের দেহ, গেহ, অর্থ, সুহৃৎ, আত্মা, পুত্র, প্রাণ, মন—যত কিছু সমস্তই শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত। ব্রজবাসীমাত্রের সম্বন্ধেই যখন এইরূপ, তখন মা ব্রজেশ্বরীর সর্ব্বস্বই যে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের জন্য, এ বিষয়ে আর বক্তব্য কি আছে? অতএব মা ব্রজেশ্বরী শ্রীকৃষ্ণকে অতৃপ্তভাবে ফেলিয়া যে দুগ্ধরক্ষার নিমিত্ত গমন করিয়াছিলেন, উহাও শ্রীকৃষ্ণের সুখের নিমিত্তই বুঝিতে হইবে। পিতামাতা পুত্রের উপস্থিত দুঃখ সহ্য করিয়াও, যাহাতে পুত্রের ভবিষ্যজ্জীবনে দৈহিকসুস্থতা, ধন ও বিদ্যাদি লাভ হইতে পারে, সেরূপ কার্য্যসকল সর্ব্বদাই করিয়া থাকেন; ইহা কটুতিক্তাদি ঔষধপান, স্নান ও বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত তাড়ন-ভর্ৎসনাদি-কার্য্যে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ ব্যবহার পিতা-মাতা ভিন্ন অন্যত্র দেখা যায় না; এজন্য ইহা বাৎসল্যভাব ভিন্ন অন্যভাবের দুর্ব্বোধ্য। পুত্রের সুখের জন্য পুত্রকে তাড়নভর্ৎসনাদি করা, পিতামাতার স্নেহেরই পরিণতি-বিশেষ। পক্ষান্তরে গোপজাতিদিগের দুগ্ধরূপ সম্পত্তিতে সর্ব্বাপেক্ষা যত্নাগ্রহ। সুতরাং মা ব্রজেশ্বরী মনে করিলেন, এই বালকের নিমিত্ত যত কিছু সম্পত্তি আছে, তন্মধ্যে দুগ্ধই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি। অথচ এ বালক ইহার নিজের কোনই সম্পত্তি রক্ষা করিতে জানে না; আমি তাহার জননী, অতএব ইহার সম্পত্তি রক্ষা করা, একমাত্র আমারই কর্ত্তব্য; এই বুদ্ধিতে শ্রীকৃষ্ণকে ক্রোড় হইতে নামাইয়া রাখিয়া দুগ্ধরক্ষার নিমিত্ত মা যশোদার গমন-টীও শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে স্নেহময়ই হইয়াছিল। যেমন লোকে নিজের সম্পত্তি রক্ষার নিমিত্ত, আত্মাকে কত ক্লেশই না সহ্য করাইয়া থাকে, তথাপি উহাতে আত্মার প্রতি প্রীতিবিশেষই সূচিত হয়; সেইরূপ মা যশোদা যে শ্রীকৃষ্ণের আপাত দুঃখ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদপ্রোক্তা টীকা।

ন্যৈব ভক্তিত্বমস্ত। ভক্তিসামান্যস্যৈব কৃষ্ণায় রোচমানত্বাদ্বিশেষ্যস্ত অনুশীলন-

---

এস্থলে আপত্তি হইতে পারে যে,—আনুকূল্য * এই বিশেষণ-পদকেই ভক্তি বলা হউক। কারণ—যাহা যাহা ভক্তি বলিয়া অভিহিত, তাহা সমস্তই যখন আনুকূল্য বা শ্রীকৃষ্ণের রোচমানা প্রবৃত্তি, তখন আনুকূল্যই ভক্তি—এরূপ বলা যাইতে পারে। সুতরাং 'অনুশীলন' এই বিশেষ্যপদের প্রয়োগ নিরর্থক। এরূপ আশঙ্কাও পূর্ব্বোক্তরূপে নিরস্ত হইতেছে। কারণ, শ্রীকৃষ্ণের রুচিকর প্রবৃত্তিও যদি প্রতিকূলতাশূন্য না হয়, তবে তাহাকে ভক্তি বলা যাইবে না; আবার অরুচিকর প্রবৃত্তিও যদি প্রতিকূলতা-শূন্য হয়, তবে তাহাকে ভক্তি বলা যাইবে। সুতরাং শুধু রুচিকর প্রবৃত্তিই ভক্তি বলিয়া অভিহিত হইবে না,

---

সহ্য করিয়াও, দুগ্ধরূপ-সম্পত্তি রক্ষার নিমিত্ত গমন করিয়াছিলেন, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মায়ের প্রগাঢ় স্নেহবিশেষই প্রকাশ পাইতেছে। এজন্য মা ব্রজেশ্বরীর এই অনুশীলনটী আপাততঃ শ্রীকৃষ্ণের অরুচিকর হইলেও, শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে প্রতিকূলতার লেশমাত্রও না থাকাতে, উহা বাৎসল্যজাতীয় প্রেমভক্তি-রূপে অব্যাহত থাকিল। (এ সম্বন্ধে বৈষ্ণবতোষণীর—"যদ্যপ্যর্থস্তস্যঃপ্রিয়াত্ম-তনয়ঃ..............................যথা সম্পত্ত্যর্থং সহমানেঽপ্যাত্মদুঃখে স্নেহবিশেষ আত্মনি গম্যতে তদ্বদিতি বিবেচনীয়ং" এই অংশ দ্রষ্টব্য।—১০স্ক, ৯অ,)

* 'আনুকূল্যেন' পদের তৃতীয়া বিভক্তিটী বিশেষণেই প্রযুক্ত হইয়াছে, উপলক্ষণে নহে। বিশেষণ—কার্য্যের সহিত অন্বিত থাকে আর উপলক্ষণ কার্য্যের সহিত অনন্বিত থাকে। যেমন—'শস্ত্রধারীদিগকে আনয়ন কর' এই কথা বলিলে শস্ত্রধারী পুরুষদিগকে আনয়ন করার সঙ্গে সঙ্গে শস্ত্র সকলেরও আনয়ন করা বুঝায়, তেমন এস্থলে—'আনুকূল্যবিশিষ্ট কৃষ্ণানুশীলনের নাম ভক্তি' এই কথা বলাতে অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে আনুকূল্যেরও ভক্তিত্ব বিধান করা হইয়াছে। কিন্তু শস্ত্রধারীদিগকে ভোজন করাও—এই বাক্যে শস্ত্রসকলের ভোজনের অপ্রসক্তির ন্যায়, পূর্ব্বোক্তস্থলে আনুকূল্যের ভক্তিত্বের অবিধান করা হয় নাই।

৩

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদপ্রোক্তা টীকা।

পরন্ত বৈয়র্থ্যমিত্যপি শঙ্কা নিরস্তা। তাদৃশ প্রাতিকূল্যাভাবমাত্রস্য ঘটেঽপি সত্বাৎ। উত্তমত্বসিদ্ধ্যর্থং বিশেষণদ্বয়মাহ—অন্যাভিলাষিতা শূন্যমিত্যাদি। কথম্ভূতমনুশীলনম্? অস্মিন্ ভক্ত্যতিরিক্তে ফলত্বেনাভিলাষশূন্যং। ভক্ত্যা

পরন্তু প্রতিকূলতাশূন্য অনুশীলনের নামই ভক্তি। অতএব, অনুকূল হইয়াও যদি অনুশীলন-শব্দের—প্রবৃত্ত্যাত্মক ও নিবৃত্ত্যাত্মক চেষ্টারূপ, অথবা ভাবরূপ অর্থের মধ্যে কোনও প্রকার অর্থ-বিশেষকে না বুঝায়, তবে তাহা ভক্তি বলিয়া অভিহিত হইবে না; কারণ—অনুশীলন শব্দের চেষ্টারূপ বা ভাবরূপ অর্থের কোনও প্রকার অর্থের প্রকাশ না পাইয়া, কেবল আনুকূল্য অর্থাৎ প্রতিকূলতার অভাবই যদি ভক্তি হয়, তবে চেষ্টা বা ভাবরূপ অর্থশূন্য জড়পদার্থ যে ঘট, তাহাও শ্রীকৃষ্ণ-উদ্দেশে প্রতিকূলতাশূন্য বলিয়া, তাহাকে (ঘটকে) ভক্তি বলা যাইতে পারে! কিন্তু তাহা কখনও সম্ভবে না। যেহেতু—ঘট যদিও প্রতিকূলতাশূন্য বটে, তথাপি অচেতন পদার্থ বলিয়া চেষ্টারূপ বা ভাবরূপ যে কোনও প্রকার অনুশীলন বা ক্রিয়া পরিশূন্য বলিয়া উহাকে ভক্তি বলা যায় না। সুতরাং ধাতুগত চেষ্টারূপাদি যাবতীয় অর্থের গ্রহণের নিমিত্ত, 'অনুশীলন' এই বিশেষ্যপদের প্রয়োগ সুসঙ্গত হইয়াছে।

এইরূপে ভক্তির স্বরূপ-লক্ষণ বলিয়া, সেই ভক্তির উত্তমত্ব সিদ্ধির নিমিত্ত তটস্থলক্ষণরূপে (১) অপর দুইটী বিশেষণপদের প্রয়োগ করিয়াছেন; যথা— 'অন্যাভিলাষিতাশূন্যং' একটী এবং 'জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতং' এই একটী। পূর্ব্বোক্ত অনুশীলনটী কি প্রকার? তাহাই বলিতেছেন,—অন্যাভিলাষিতাশূন্য—ভক্তি

---

(১) শাস্ত্রকারগণ স্বরূপ ও তটস্থলক্ষণদ্বারা বস্তুর পরিচয় করিয়া থাকেন; যথা —তদভিন্নত্বে সতি তদ্বোধকত্বং স্বরূপলক্ষণং। তদ্ভিন্নত্বে সতি তদ্বোধকত্বং তটস্থ-লক্ষণং।—যাহা বস্তু হইতে অভিন্ন থাকিয়া বস্তুকে বুঝাইয়া দেয়, তাহার নাম স্বরূপলক্ষণ। আর যাহা বস্তু হইতে ভিন্ন থাকিয়া বস্তুকে বুঝাইয়া দেয়, তাহার নাম তটস্থলক্ষণ। যেমন—আনুকূল্যবিশিষ্ট কৃষ্ণানুশীলনই কৃষ্ণভক্তি— এস্থলে আনুকূল্যবিশিষ্ট কৃষ্ণানুশীলনরূপ অসাধারণ ধর্ম্ম, কৃষ্ণভক্তি হইতে অভিন্ন থাকিয়া কৃষ্ণভক্তিকে বুঝাইয়া দিতেছে, এজন্য ইহার নাম স্বরূপ-লক্ষণ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদপ্রোক্তা টীকা।

সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা। ইত্যেকাদশোক্তের্ভক্ত্যুদ্দেশকভক্তিকরণনুচিতমেবেত্যতো ভক্ত্যতিরিক্ত ইতি। যথাত্রান্যাভিলাষশূন্যং বিহায় অন্যাভিলাষিতাশূন্যমিতি স্বভাবার্থকতাচ্ছীল্যপ্রত্যয়েন কস্যচিদ্‌ভক্তস্য কদাচিচ্ছঙ্কটে প্রার্থে—হে ভগবন্

ভিন্ন অন্য (স্বর্গাদি) কোনও বিষয়ে ফলরূপে অনুসন্ধানশূন্য ; যেহেতু—একাদশ-স্কন্ধে উক্ত আছে—"ভক্তিদ্বারা সঞ্জাত ভক্তি অর্থাৎ শ্রবণাদি সাধনভক্তির ফল প্রেমলক্ষণা ভক্তি"—এস্থলে ভক্তির ফল ভক্তিই দেখাইয়াছেন, কর্ম্মাদির ন্যায় অপূর্ব্ব (অদৃষ্ট) বা তজ্জনিত স্বর্গাদি ফলরূপ পৃথগ্‌বস্তু নহে।

যদি বলা যায়,—এস্থলে অন্যাভিলাষিতাশূন্যং না বলিয়া, অন্যাভিলাষশূন্যং এরূপ প্রয়োগ করিলেইত ইষ্টসিদ্ধি হইত ; তবে আবার অন্যাভিলাষিতাশূন্যং—(ণিন্ প্রত্যয় ও তা প্রত্যয়যুক্ত) এই বর্ণগৌরববিশিষ্ট পদের প্রয়োগ করিবার সার্থকতা কি ? তদুত্তরে বলা যাইতেছে যে, অন্যাভিলাষশব্দের উত্তর স্বভাবার্থ দ্যোতক অর্থাৎ শীলার্থ ণিন্‌প্রত্যয় (ও তাহার পর ভাবে তা প্রত্যয়) করিয়া দেখাইয়াছেন যে,—কোনও ভক্তের অকস্মাৎ কোনরূপ সঙ্কট উপস্থিত হইলে, সেই ভক্ত যদি শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন যে—"হে ভগবন্! আমি

আবার উক্ত ভক্তি-লক্ষণের "অন্যাভিলাষিতাশূন্য ও জ্ঞানকর্ম্মাদি-দ্বারা অনাবৃত" এই অংশের অন্তর্গত অন্যাভিলাষিতা ও জ্ঞানকর্ম্মাদি, উত্তমাভক্তি হইতে ভিন্ন থাকিয়া ঐ ভক্তিকে বোধ করাইতেছে, এজন্য ইহার নাম তটস্থ লক্ষণ।

অথবা, আনুকূল্যবিশিষ্ট কৃষ্ণানুশীলনই কৃষ্ণভক্তির অসাধারণ ধর্ম্ম বা আকৃতি-প্রকৃতি-বিশেষ, এজন্য এইটী কৃষ্ণভক্তির স্বরূপ-লক্ষণ। যথা—

আকৃতি প্রকৃতি এই—স্বরূপ লক্ষণ।

—শ্রীচরিতামৃত—মধ্য—দ্বাবিংশ।

আর অন্যাভিলাষিতাশূন্য থাকা ও জ্ঞানকর্ম্মাদিদ্বারা অনাবৃত থাকা—ঐ ভক্তির অসাধারণ কার্য্য ; এজন্য ইহার নাম তটস্থ লক্ষণ। যথা—

কার্য্যদ্বারায় জ্ঞান এই—তটস্থলক্ষণ।

—ঐ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদপ্রোক্তা টীকা।

ভক্তং মামেতদ্বিপত্তেঃ সকাশাৎ রক্ষেতি কাদাচিৎকাভিলাষসত্ত্বেঽপি ন ক্ষতিঃ। যতস্তস্য বৈবশ্যহেতুক-স্বভাববিপর্য্যয়েণৈব তাদৃশাভিলাষো নতু স্বাভাবিক ইতি বোধ্যং। পুনঃ কীদৃশং জ্ঞানমত্র নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানং নতু ভজনীয়ত্বেনানুসন্ধানমপি তস্য অবশ্যাপেক্ষণীয়ত্বাৎ। কর্ম্ম—স্মার্ত্তং নিত্যনৈমিত্তিকাদি নতু ভজনীয়-পরিচর্য্যাদি তস্য তদনুশীলনরূপত্বাৎ। আদিশব্দেন ফল্গুবৈরাগ্যযোগ-সাংখ্যা-

---

তোমার শ্রীচরণাশ্রিত ভক্ত, তুমি ভিন্ন আমার আর কেহই নাই, অতএব এই বিপদ হইতে আমাকে রক্ষা কর" এইরূপ কাদাচিৎক অভিলাষ প্রকাশ পাওয়া সত্ত্বেও সেই ভক্তের ভক্তির কোন ব্যাঘাত হইতেছেনা। যেহেতু, শঙ্কট উপস্থিত হওয়াতে ঐ ভক্ত বিবশ-ভাবাপন্ন হইয়াই স্বভাববিপর্য্যয়হেতু ঐ প্রকার অভিলাষ করিয়াছেন, বস্তুতঃ ঐরূপ অভিলাষ তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ নহে; ইহাই বুঝিতে হইবে।

জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতং—(জ্ঞানকর্ম্মাদিদ্বারা আবৃত নহে, এরূপ আনুকূল্যবিশিষ্ট কৃষ্ণানুশীলনই উত্তমা ভক্তি) এস্থলে নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানরূপ জ্ঞানকে নিষেধ করিতেছেন, কিন্তু ভজনীয়-আকারে অনুসন্ধানরূপ জ্ঞানকে নিষেধ করেন নাই; যেহেতু ভজনীয়-আকারে অনুসন্ধানরূপ জ্ঞানের অবশ্য অপেক্ষা আছে। এখানে কর্ম্ম বলিতে স্মৃতিশাস্ত্রবিহিত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মকে নিষেধ করিয়াছেন, কিন্তু ভজনীয় বিষয়ের পরিচর্য্যাদিরূপ কর্ম্মকে নিষেধ করেন নাই; যেহেতু ভজনীয় বিষয়ের পরিচর্য্যাদিরূপ কর্ম্ম কৃষ্ণানুশীলনেরই অন্তর্গত।

জ্ঞান-কর্ম্মাদি—এই আদি শব্দে ফল্গুবৈরাগ্য (১), অষ্টাঙ্গযোগ ও সাংখ্য-শাস্ত্রোক্ত অভ্যাসযোগাদিকেও নিষেধ করিয়াছেন। জ্ঞানকর্ম্মাদিদ্বারা অনাবৃত বলিয়াছেন, কিন্তু জ্ঞান-কর্ম্মাদিশূন্য একথা বলেন নাই। কারণ—যে জ্ঞান (নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানরূপ) ও যে সকল কর্ম্মাদি (স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত নিত্যনৈমিত্তিকাদিরূপ) ভক্তিকে আবরণ করে, সেই সকল জ্ঞান-কর্ম্মাদির চর্চ্চা পরিত্যাগ করিতে হইবে; কিন্তু ভজনীয়রূপে অনুসন্ধানাত্মক জ্ঞান ও ভজনীয়-পরিচর্য্যাদি-

---

(১) প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধি-বস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদপ্রোক্তা টীকা।

ত্যাসাদ্যৈস্তৈরনাবৃতং নতু শূন্যমিত্যর্থঃ। তেন চ ভক্ত্যাবরকানামেব জ্ঞানকর্ম্মা-দীনাং নিষেধোঽভিপ্রেতঃ। ভক্ত্যাবরকত্বং নাম বিধিশাসনাম্নত্যকর্ম্মাকরণে

রূপ কর্ম্ম, অনুশীলনেরই অন্তর্ভূক্ত, এজন্য উহা বর্জ্জনীয় নহে। সুতরাং ভক্তির আবরক জ্ঞান-কর্ম্মাদি নিষেধ করাই অভিপ্রায় হেতু, জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃত বলিয়াছেন (কিন্তু 'জ্ঞান-কর্ম্মাদিশূন্য' বলেন নাই)। (২)

(২) উত্তমা-ভক্তির শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি অঙ্গ-সকলকে জ্ঞান বলিয়া মনে করা যাইবে না। কারণ—কর্ম্ম ও জ্ঞানের—সাধন ও সাধ্য পরস্পর ভিন্ন বস্তু এবং উভয়ই জড় পদার্থ। ঘৃত-সমিৎ-কুশাদি বিনাশি-বস্তু দ্বারা নিষ্পন্ন যজ্ঞাদি কর্ম্ম জড়-পদার্থ, তদ্দ্বারা উৎপন্ন হয় যে অপূর্ব্ব, সেই অপূর্ব্ব বা অদৃষ্টের ফল—স্বর্গাদিও ক্ষয়শীল। কারণ, বিনাশি-বস্তু দ্বারা নিষ্পন্ন বস্তুও বিনাশী।

এবং বিনাশিভির্দ্রব্যৈঃ সমিদাজ্যকুশাদিভিঃ।
নিষ্পাদ্যতে ক্রিয়া যা তু সা ভবিত্রী বিনাশিনী॥
—প্রীতিসন্দর্ভঃ, ৫ম অনুচ্ছেদঃ।

বিশেষতঃ যাহা যাহা ক্রিয়াদ্বারা নিষ্পন্ন হয়, তাহা সমস্তই অনিত্য। এজন্য কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন অপূর্ব্ব ও স্বর্গাদি ফল অনিত্য। কিন্তু শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তি-অঙ্গসকল, কোন প্রকার ক্রিয়া দ্বারা নিষ্পাদ্য নহে; ভক্তি-মার্গের সাধনও শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপা ভক্তি এবং সাধ্যও শ্রবণ কীর্ত্তনাদিরূপা ভক্তি। যেহেতু—শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিই ভক্তির স্বরূপ-লক্ষণ; অতএব কি সাধন কি সাধ্য—কোন অবস্থাতেই শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিকে বাদ দেওয়া যাইবে না। তবে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিকে সাধনাবস্থায় কারণরূপা ভক্তি বলা হয়, এই মাত্র প্রভেদ। এই শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপা ভক্তি শ্রীভগবানের স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষ, অতএব নিত্য ও পরমার্থভূত। প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-সমূহ, এই সকল ভক্তি-অঙ্গকে প্রকাশ করিতে সমর্থ নহে; বস্তুতঃ ভক্তি-অঙ্গসকল আপনাপনি ইন্দ্রিয়সমূহে প্রকাশ পাইয়া থাকেন।

জ্ঞানের ফল যদিও জড় নহে, তথাপি প্রাকৃত-মনের দ্বারাই জ্ঞানের আলোচনা করা হইয়া থাকে। কিন্তু শ্রবণাঙ্গভক্তি প্রাকৃত মনের গম্য নহে;

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদপ্রোক্তা টীকা।

প্রত্যবায়াদিভয়াৎ শ্রদ্ধয়া ক্রিয়মাণত্বং তথা ভক্ত্যাদিরূপেষ্ট-সাধনত্বাৎ শ্রদ্ধয়া ক্রিয়মাণত্বঞ্চ। তেন লোকসংগ্রহার্থমশ্রদ্ধয়া পিত্রাদিশ্রাদ্ধাদং কুর্ব্বতাং মহানুভবানাং শুদ্ধভক্তৌ নাব্যাপ্তিঃ। অত্র শ্রীকৃষ্ণানুশীলনং কৃষ্ণভক্তিরিতি

ভক্তির আবরণ দুই প্রকার হইয়া থাকে, যথা—[১] শাস্ত্রীয় বিধির শাসন-হেতু নিত্যকর্ম্মের অকরণে প্রত্যবায়াদি উপস্থিত হইবে ভয়ে, শ্রদ্ধা সহকারে স্মৃতিশাস্ত্রবিহিত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান—এই এক প্রকার। [২] আর স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করিলে ভক্তি প্রভৃতি অভীষ্ট ফললাভ হইবে মনে করিয়া, শ্রদ্ধা সহকারে স্মৃতিবিহিত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান—এই এক প্রকার। সুতরাং মহানুভব ভক্তগণ লোকসংগ্রহের নিমিত্ত অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক যে পিতৃশ্রাদ্ধাদি কর্ম্মাঙ্গের অনুষ্ঠান করেন, তাহা (শ্রদ্ধা সহকারে করা হয় না বলিয়া) ভক্তির আবরক নহে; ঐ সকল মহানুভব ভক্তগণের আনুকূল্যবিশিষ্ট কৃষ্ণানুশীলন যদিও কর্ম্মাঙ্গশূন্য হইল না, তথাপি (কর্ম্মাদিদ্বারা অনাবৃত বলিয়া) তাঁহাদের ঐ অনুশীলনে উত্তমাভক্তির অব্যাপ্তি দোষ ঘটে নাই। ফলকথা, কর্ম্মাদির উপর শ্রদ্ধা না রাখিয়া ব্যবহারিক রীতির মর্য্যাদামাত্র রক্ষার নিমিত্ত, শ্রাদ্ধাদি কর্ম্মাঙ্গের অনুষ্ঠান, ভক্তির আবরক হয় না; এজন্য উহাতে উত্তমা ভক্তির ব্যাঘাত জন্মে না।

ভগবদ্ভক্তি-প্রতিপাদক শাস্ত্রসমূহে কেবলা ভক্তি শব্দের * উত্তমাভক্তিতেই বিশ্রান্তি অর্থাৎ যে ভক্তিতে অন্যকামনার লেশমাত্র নাই, যে ভক্তিকে

যেহেতু স্মরণাঙ্গও শ্রবণাদির ন্যায় ভক্তিরই অন্যতম অঙ্গ বলিয়া স্বরূপশক্তিরই বৃত্তিবিশেষরূপা; উহা প্রাকৃত মনের দ্বারা প্রকাশের অযোগ্য, বস্তুতঃ আপনাআপনি মনোমধ্যে অভিব্যক্ত হইয়া থাকেন মাত্র। জ্ঞানমার্গে জ্ঞানের জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়গত ভেদ থাকে না; স্মরণাঙ্গে সেরূপ নহে, ইহাতে সাধনাবস্থাতেও ভক্ত-ভগবানের ভেদ থাকেই, এমন কি সাধ্যাবস্থাতেও ঐ ভেদ বিনষ্ট হয় না। এজন্য স্মরণাঙ্গ নির্ভেদ-ব্রহ্মজ্ঞান বলিয়া মনে করা কর্ত্তব্য নহে।

*শাস্ত্রে প্রধানতঃ তিনপ্রকার ভক্তির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; যথা—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদপ্রোক্তটীকা

বক্তব্যে ভগবচ্ছাস্ত্রেষু কেবলস্য ভক্তিশব্দস্য তত্রৈব বিশ্রান্তিরিত্যভিপ্রায়াত্তথোক্তম্॥ ১॥

জ্ঞানকর্ম্মাদি আবরণ করিতে পারেনা, এরূপ ভক্তি বা আনুকূল্য-বিশিষ্ট কৃষ্ণানুশীলনেই কেবল-ভক্তিশব্দের পর্য্যবসান; ইহাই শ্রীভগবদ্ভক্তি-প্রতিপাদক শাস্ত্রসকলের অভিপ্রায়। এজন্য "কৃষ্ণানুশীলনই কৃষ্ণভক্তি" এইটী মাত্র এস্থলে বলিবার উদ্দেশ্য হওয়াতেও, অন্যাভিলাষিতাশূন্য-মিত্যাদিরূপই ভক্তির লক্ষণ করিয়াছেন। এই লক্ষণোক্ত উত্তমা ভক্তিরই অপর নাম স্বরূপসিদ্ধাভক্তি।

যে সকলভক্তিতে ভক্তি ভিন্ন অন্যকামনা ও জ্ঞানকর্ম্মাদির মিশ্রণ আছে, সে সকল ভক্তি অতীব দুর্ব্বলা। এই উত্তমাভক্তিতে একমাত্র ভক্তিবাসনাভিন্ন অন্যকামনার গন্ধমাত্রও না থাকায় এবং ইহা জ্ঞানকর্ম্মাদিদ্বারা সম্পূর্ণ অনাবৃত বলিয়া, সর্ব্বাপেক্ষা বলবতী ও সর্ব্বথা বৈশিষ্ট্যশালিনী। এজন্য মূলগ্রন্থে জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যনাবৃতা ভক্তি হইতে এই উত্তমা ভক্তির বৈশিষ্ট্য দেখাইয়াছেন। যথা— এই ভক্তি ক্লেশঘ্নী, শুভদা, মোক্ষলঘুতাকারিণী, সুদুর্ল্লভা, সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা

আরোপসিদ্ধা, সঙ্গসিদ্ধা ও স্বরূপসিদ্ধা। শ্রবণকীর্ত্তনাদি যেমন স্বয়ংই ভক্তি-রূপে সিদ্ধ, নিষ্কাম-কর্ম্মাদি তেমন আপনা হইতে ভক্তিরূপে সিদ্ধ নহে; তথাপি এই নিষ্কাম-কর্ম্মসকল যদি শ্রীভগবানে সমর্পিত হয়, তবে উহারা ভক্তির কার্য্য যে চিত্তশুদ্ধি, তদ্দ্বারা কিঞ্চিৎরূপে ভক্তির আকারে আকারিত বা ভক্তিত্বকে প্রাপ্ত হয় বলিয়া, উহাদিগকে আরোপসিদ্ধা ভক্তি বলা হইয়া থাকে। সঙ্গসিদ্ধা ভক্তির অপর নাম মিশ্রাভক্তি; ইহা দুই প্রকার—কর্ম্মমিশ্রা ও জ্ঞান-মিশ্রা। এই কর্ম্মমিশ্রা ও জ্ঞানমিশ্রাভক্তির অঙ্গীভূত নিষ্কাম কর্ম্ম ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানসকল, শ্রবণকীর্ত্তনাদির ন্যায় আপনা হইতে ভক্তিরূপে সিদ্ধ নহে। উহারা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তির পরিকররূপে স্থাপিত হইয়া অর্থাৎ শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভক্তির সঙ্গে থাকিয়া, আংশিকরূপে ভক্তির আকারে আকারিত হয় বলিয়া, উহাদিগকে সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি বলা হয়। আর্ত্ত, অর্থার্থী ও মুমুক্ষু অধিকারিগণই

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ও শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী। এস্থলে আরও বুঝিতে হইবে যে, আকাশাদি ভূতের শব্দাদি-গুণ যেমন পর পর বায়ু প্রভৃতি ভূতসমূহেও আছে, সেইরূপ সাধনভক্তির গুণ ভাবভক্তিতে আছে; আবার ভাবভক্তির গুণ প্রেম-ভক্তিতে আছে। অতএব সাধনভক্তিতে ক্লেশনাশকত্ব ও শুভপ্রদত্ব—এই দুইটী গুণ আছে। ভাব-ভক্তিতে—নিজের গুণ মোক্ষলঘুতাকারিত্ব ও সুদুর্লভত্ব এবং সাধনভক্তির গুণ ক্লেশনাশকত্ব ও শুভপ্রদত্ব—এই চারিটী গুণ আছে। প্রেমভক্তিতে—নিজের গুণ সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মতা ও শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিতা, সাধনভক্তির গুণ ক্লেশ-নাশকত্ব ও শুভপ্রদত্ব এবং ভাবভক্তির গুণ মোক্ষলঘুতাকারিত্ব ও সুদুর্লভত্ব—এই ছয়টী গুণ আছে।

ঐ ক্লেশ প্রধানতঃ তিন প্রকার;—পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যা। পাপ আবার অপ্রারব্ধ ও প্রারব্ধভেদে দুই প্রকার। যাহা অদৃষ্ট বা কারণরূপেই বিদ্যমান আছে, কূটাদিরূপ কার্য্যাবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই, তাহার নাম অপ্রারব্ধ পাপ—ইহা অনাদিসিদ্ধ ও অনন্ত। আর যাহার ফলভোগ আরম্ভ হইয়াছে, তাহার নাম প্রারব্ধ পাপ। যাহা বাসনাময় অর্থাৎ প্রারব্ধ বা ভোগাবস্থাতে পরিণত হওয়ার উন্মুখ, তাহাই পাপবীজ। বীজরূপে পরিণত হইবার উন্মুখ বা বীজেরও কারণাবস্থার নাম কূট। অনাদিকালের ভগবদ্বহির্ম্মুখতা-জন্য অজ্ঞানতা বা স্বরূপ বিস্মৃতিকারিণী-মায়ার নাম অবিদ্যা; এই অবিদ্যাই কূটাদি সর্ব্ববিধ পাপের মূলীভূত কারণ। উত্তমা-ভক্তি, সাধনাবস্থাতেই এই সকল ক্লেশরাশি বিনাশ করিয়া থাকেন, এজন্য এই ভক্তির নাম ক্লেশঘ্নী।

পূর্ব্বোক্ত শুভ-শব্দের অর্থ,—সাধক-কর্তৃক সর্ব্বজগতের প্রীতিবিধান এবং সর্ব্বজগৎ-কর্তৃক সাধকের প্রতি অনুরক্ততা অর্থাৎ সাধক সকল জগৎকে

এই সকল ভক্তির অধিকারী। এই সকল ভক্তি হইতে যাহা সম্পূর্ণ পৃথক, যাহাতে মুক্তীচ্ছাপর্য্যন্ত সর্ব্বপ্রকার কামনার গন্ধমাত্রও নাই, যাহা জ্ঞানকর্ম্মাদি দ্বারা অনাবৃত আনুকূল্যবিশিষ্ট কৃষ্ণানুশীলনই যাহার স্বরূপ—সেই শ্রবণকীর্ত্তনাদিরূপা ভক্তির নামই স্বরূপসিদ্ধাভক্তি। একমাত্র ভক্তিতেই কামনা বলিয়া, ইহা—নির্গুণা, কেবলা, শুদ্ধা, মুখ্যা, অনন্যা ও স্বরূপসিদ্ধা প্রভৃতি নামে অভিহিতা। মূলে এই ভক্তিরই উত্তমা ভক্তি বলিয়া লক্ষণ করা হইয়াছে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভালবাসেন, আবার সকলে সাধককে ভালবাসে—এই দুইটী প্রধান গুণ এবং এতদ্ভিন্ন অন্যান্য যাবতীয় সদ্‌গুণ ও সুখ—এই সকলকে পণ্ডিতগণ শুভশব্দে বর্ণন করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে সুখ আবার বৈষয়িক, ব্রাহ্ম ও ঐশ্বরিকভেদে তিন প্রকার। প্রাকৃত সুখভোগের নাম বৈষয়িক সুখ। মুক্তি অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানন্দে লীন হওয়ার নাম ব্রাহ্মসুখ। নিত্য পরমানন্দ বা ভগবৎপ্রীতিদ্বারা অখণ্ড আনন্দময় ভগবান্‌কে অনুভব করার নাম ঐশ্বরিক সুখ। উত্তমা ভক্তি, এই সকল শুভ প্রদান করেন; এজন্য উত্তমা ভক্তিকে শুভদা বলা হইয়া থাকে।

সাধকের হৃদয়ে ভগবদ্‌বিষয়িনী রতি বা ভাব-ভক্তির আবির্ভাব হওয়া মাত্র, ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষরূপ চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থ, তৃণের মত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয়। এজন্য ঐ ভক্তিকে মোক্ষলঘুতাকারিণী বলা হইয়াছে।

যে সকল সাধন অনাসঙ্গ বা নিপুণতাশূন্য অর্থাৎ যে সকল সাধনে স্বর্গাদি বিষয়ভোগের প্রতি বাসনা রহিয়াছে, এরূপ বহুবিধ সাধনদ্বারা সুদীর্ঘকালেও ঐ ভক্তিকে লাভ করিতে পারা যায় না এবং আসঙ্গ বা নিপুণতার সহিত (অন্যাভিলাষিতাশূন্যভাবে) সাধনভূত সাক্ষাৎ ভক্তিযোগের (উত্তমাভক্তির) অনুষ্ঠান করিতে থাকিলেও, যে পর্য্যন্ত ফলভূত ভক্তিযোগ বা প্রীতিলক্ষণা-ভক্তিতে প্রগাঢ় আসক্তি না জন্মে, সে পর্য্যন্ত শ্রীভগবান্ ঐ ভক্তিকে প্রদান করেন না। এই দুই কারণে ঐ ভক্তিকে সুদুর্ল্লভা বলা হয়।

পরার্দ্ধকালব্যাপী সমাধির ফলে যে ব্রাহ্মসুখ উদিত হয়, সেই ব্রাহ্মসুখকে পরার্দ্ধ সংখ্যাদ্বারাও যদি গুণ করা যায়, তথাপি উহা ভক্তিরূপ সুখসাগরের পরমাণুতুল্যও হইতে পারে না, এজন্য এই উত্তমাভক্তিকে সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা বলিয়াছেন।

যিনি পুরুষ-যোষিৎ কিম্বা স্থাবর-জঙ্গম হইতে আরম্ভ করিয়া আত্মপর্য্যন্ত সকলের চিত্তকে আকর্ষণ করেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ আবার ভক্তহৃদয়স্থিত প্রেম-ভক্তিতে বিমুগ্ধ হইয়া প্রিয়বর্গের সহিত আকৃষ্ট হবেন; এ জন্য ঐ ভক্তিকে শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী বলা হইয়াছে। ১।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সা ভক্তিঃ সাধনভক্তি র্ভাবভক্তিঃ প্রেমভক্তিরিতি ত্রিবিধা।

শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদপ্রোক্তা টীকা।

সা ভক্তিরিতি '—অত্রাত্র সাধন-সাধ্যরূপো দ্বিবিধো ভেদ এবাস্ত ভাবস্যাপি সাধ্যভক্ত্যাবির্ভাবোঽস্তু কিং ভেদত্রয়করণেনেতি চেন্ন। যতোঽগ্রে বক্ষ্যমাণস্য উৎপন্নরতয়ঃ সম্যঙ্ নৈর্বিঘ্ন্যমনুপাগতাঃ। কৃষ্ণসাক্ষাৎকৃতৌ যোগ্যাঃ সাধকাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥ ইতি সাধকভক্তলক্ষণস্য মধ্যে রত্যপরপর্য্যায়স্য ভাবস্যাবির্ভাবেঽপি সম্যঙ্ নৈর্বিঘ্ন্যমনুপাগতা ইতি বিশেষণেন প্রবলতরস্য কস্যাচিদপরাধস্য কশ্চন ভাগোঽবশিষ্টোঽস্তি ইতি লভ্যতে। এবং সতি ক্লেশজনকস্যাপরাধস্য লেশেঽপি

উত্তমা-ভক্তির ভেদ।

পূর্ব্বোক্ত উত্তমাভক্তি আবার সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিভেদে তিন প্রকার। এ স্থলে আপত্তি হইতেছে যে, উত্তমা-ভক্তির 'সাধন রূপ ও সাধ্যরূপ' এই দুইটী ভেদ স্বীকার করিয়া, ভাবভক্তিকে সাধ্যভক্তিরই অন্তর্ভুক্ত বলা হউক; তিনটি ভেদ স্বীকার করিবার আবশ্যক কি? ইহারই উত্তরে বলা যাইতেছে যে, এরূপ আশঙ্কা করা সঙ্গত নহে। যেহেতু মূল গ্রন্থের দক্ষিণ-বিভাগে প্রথম লহরীতে বর্ণিত আছে,—

উৎপন্নরতয়ঃ সম্যক্ নৈর্বিঘ্ন্যমনুপাগতাঃ।
কৃষ্ণসাক্ষাৎকৃতৌ যোগ্যাঃ সাধকাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥

যাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক-রতি (ভাব) উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু সম্যক্‌রূপে বিঘ্ননিবৃত্তি হয় নাই এবং শ্রীকৃষ্ণসাক্ষাৎকারে যোগ্যতা ঘটিয়াছে, তাঁহারা সাধক-ভক্ত বলিয়া কথিত। সাধক-ভক্তের এই লক্ষণটীতে দেখা যাইতেছে যে, সাধকের রতি বা ভাবভক্তির আবির্ভাব হওয়ার পরও,—"সম্যক্ নৈর্বিঘ্ন্যমনুপাগতাঃ—সম্যক্‌রূপে বিঘ্ননিবৃত্তি হয় নাই" এই বিশেষণটী থাকাতে, তখনও ঐ সাধকভক্তে কোন প্রবলতর মহদপরাধের কিছু না কিছু অংশ অবশিষ্ট আছে। এ জন্য যাহা ক্লেশ বা বিঘ্ন উৎপাদন করিতে সমর্থ, সেই মহদপরাধের লেশমাত্রও যে পর্য্যন্ত ভক্তেতে বিদ্যমান থাকিবে, সে পর্য্যন্ত এ ভক্তেতে সাধ্যভক্তির আবির্ভাব সম্ভবপর নহে। কাজেই ভাবভক্তিকে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদপ্রোক্তা টীকা।

সাধ্যভক্তেরাবির্ভাবো ন সংভবতি। অতএব তদৈবোক্তস্য সাধ্যভক্তিবিশিষ্ট সিদ্ধভক্ত-লক্ষণস্থ মধ্যে অবিজ্ঞাতাখিলক্লেশাঃ সদাকৃষ্ণাশ্রিতাক্রিয়াঃ সিদ্ধাঃ স্যুরিত্যনেন তদৈব প্রতিপাদিতং। তস্মাদ্ভাবস্য সাধ্যভক্তেঽন্তর্ভাবো ন সংভবতি। তদৈব সাধনভক্তেরন্তর্ভাবস্থ স্তুতরামেব নাস্তি। যতোঽত্রৈব প্রকরণে সাধনভক্তিলক্ষণে ভাবসাধনত্বরূপ বিশেষণেন ভাবস্থ সাধনভক্তিত্বং পরাস্তং।

সাধ্যভক্তির অন্তর্ভূত বলা যাইতে পারে না। যেহেতু ভাবভক্তি হওয়ার পরও ভক্তে মহদপরাধ বা তাহার কার্য্য—বিঘ্ন (ক্লেশ) বিদ্যমান থাকে। এ জন্য মূল গ্রন্থে ঐ স্থানে বর্ণিত সাধ্যভক্তিবিশিষ্ট-সিদ্ধভক্তলক্ষণে উক্ত আছে,—

অবিজ্ঞাতাখিলক্লেশাঃ সদা কৃষ্ণাশ্রিতক্রিয়াঃ।
সিদ্ধাঃ স্যুঃ ... ... ॥

যাঁহারা কোন প্রকার ক্লেশকে জানেন না এবং সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধীয় ক্রিয়াতে রত, তাঁহারা সিদ্ধ ভক্ত। সুতরাং সিদ্ধভক্তলক্ষণেও পূর্ব্ববৎ জানা যাইতেছে যে, ভাবভক্তি সাধ্যভক্তির অন্তর্ভূত হইতে পারে না। কারণ, এই সিদ্ধভক্তলক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, যাঁহারা সাধ্য প্রেমভক্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই সিদ্ধভক্তগণ সর্ব্বপ্রকার ক্লেশ বা বিঘ্নপরিশূন্য। আবার যাঁহাদের রতি বা ভাব উৎপন্ন হইয়াছে, সেই সাধকভক্তগণের লক্ষণে দেখা যায় যে, রতি বা ভাব উৎপন্ন হইবার পরও সাধকভক্তগণের ক্লেশ বা বিঘ্ন সম্যক্‌রূপে নিবৃত্তি হয় না। এজন্য ভাবভক্তিকে সাধ্যভক্তির অন্তর্ভূত বলা যাইতে পারে না।

যদি বলা যায় যে, ভাব-ভক্তিকে সাধন-ভক্তিরই অন্তর্ভূত বলা হউক। তদুত্তরে বলা যাইতেছে যে—"ভাব-ভক্তি সাধন-ভক্তির অন্তর্গত"—একথা কিছুতেই সম্ভবপর নহে। কারণ, এই প্রকরণে সাধন-ভক্তিলক্ষণে—'সাধ্যভাবা' (যদ্দ্বারা ভাবভক্তি সাধ্য হয়, তাহার নাম সাধনভক্তি) এই বিশেষণটী দ্বারা, সাধনভক্তি যে ভাবভক্তির সাধন অর্থাৎ সাধনভক্তি দ্বারা যে ভাবভক্তি সাধ্য হইয়া থাকে, ইহাই বর্ণিত হইয়াছে; সুতরাং ভাবভক্তিকে সাধনভক্তির অন্তর্ভূত বলিয়া আশঙ্কা করিবার অবসরও দূরীভূত হইল। যেহেতু ভাবভক্তি কখনও

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সাধনভক্তিঃ পুনর্বৈধীরাগানুগাভেদেন দ্বিবিধা ॥ ২ ॥

শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদপ্রোক্তা টীকা।

ভাবস্য ভাব-সাধনত্বাভাবাৎ। তস্মাৎ সাধূক্তঃ ভক্তেস্ত্রিবিধত্বমিতি বিবেচনীয়ং।

কৃতীতি।—সা সামান্যতো লক্ষিতোত্তমা ভক্তিঃ। ইন্দ্রিয়ব্যাপারেণ সাধ্যা

ভাবভক্তির সাধন হইতে পারে না, পরন্তু সাধনভক্তিই ভাবভক্তির সাধন। অতএব সাধনভক্তিদ্বারা সাধ্য—ভাবভক্তি, সাধনভক্তি হইতে পৃথক; আবার প্রেমভক্তি হইতেও যে ভাবভক্তি পৃথক *, তাহা ত অব্যবহিত পূর্ব্বেই দেখান হইল। সুতরাং সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিভেদে ভক্তি যে তিন প্রকার, একথা বলা অতি সুন্দর হইয়াছে।

সাধন-ভক্তি।

অন্যাভিলাষিতাশূন্যাদি-শ্লোকে সামান্যাকারে যে উত্তমাভক্তির লক্ষণ করা হইয়াছে, ইন্দ্রিয়ব্যাপার দ্বারা সাধনীয় সেই ভক্তির নাম সাধনভক্তি। সাধন-ভক্তি দ্বারা ভাবভক্তি সাধ্য হইয়া থাকে। ভাব নিত্যসিদ্ধবস্তু, কোন সাধন-দ্বারাই ইহা সাধ্য হয় না; কিন্তু সাধনভক্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতে সাধকের হৃদয় নির্ম্মল হইলে, সেই নির্ম্মল হৃদয়ে নিত্যসিদ্ধ পরিকরগণ হইতে এই ভাবের প্রকট হওয়ার নামই সাধ্যতা (১)। এই সাধনভক্তি আবার বৈধী ও রাগানুগাভেদে দুই প্রকার (২)।

* যদিও "ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে" ইত্যাদি বাক্যহেতু, ভাব ও প্রেম—তত্ত্বতঃ পৃথক্ বস্তু নহে, তথাপি উভয়ের অবস্থাগত ভেদ আছে বলিয়াই, টীকাকৃৎপাদ এস্থলে (ভাব ও প্রেমের) পার্থক্য স্বীকার করিয়াছেন।

(১) কৃতিসাধ্যা ভবেৎ সাধ্যভাবা সা সাধনাভিধা।
নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা॥
—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

(২) বৈধী ও রাগানুগা-ভক্তির লক্ষণ পরে বর্ণিত হইবে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদপ্রোক্তা টীকা।

চেৎ সাধনাভিধা ভবতি। অত্র ইন্দ্রিয়ব্যাপারস্য ভক্ত্যন্তর্ভাবঃ; যাগক্রিয়ায়াঃ (পূর্ব্বাঙ্গ ধায়াঃ) যথা যাগান্তর্ভাবস্তথৈব জ্ঞেয়ঃ। তেন ভক্তিভিন্নস্য ন ভক্তি-জনকত্বমিতি সিদ্ধান্তোঽপি সমচ্ছতে। অত্র ভাবভক্তেরনুভাবরূপস্য শ্রবণ-কীর্ত্তনাদেঃ সাধনত্বব্যবহারাভাবাত্তদ্বারণায়াহ সাধ্যেতি। সাধ্যা ভাবো যয়া

শ্রবণাদি ভক্তি-অঙ্গ-সমূহের অনুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত, সাধক প্রথমে মনে মনে সংকল্প করিয়া থাকেন; যেমন—আমি আজ শ্রীভগবদ্গুণানুবাদ শ্রবণ করিব। এইরূপ মানসিক সংকল্পের পর তদনুরূপভাবে বাচিক-চেষ্টাও প্রকাশ পাইয়া থাকে, তৎপর কায়িক-চেষ্টা দ্বারা ভগবদ্গুণানুবাদ-কীর্ত্তন-স্থানে গমন করা হয়। পরে শ্রবণেন্দ্রিয়কে ব্যবহারিক শব্দ হইতে আকর্ষণ পূর্ব্বক, শ্রীভগবৎকথা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত নিযুক্ত করিতে হয়। শ্রবণাদি ভক্তি-অঙ্গ-সকল অনুশীলনের অব্যবহিত পূর্ব্বানুষ্ঠিত এইরূপ চেষ্টার নাম—ইন্দ্রিয়-ব্যাপার বা ইন্দ্রিয়প্রেরণা। যজ্ঞের নিমিত্ত ঘৃত-সমিৎ-কুশাদি আহরণরূপ পূর্ব্বানুষ্ঠিত-ক্রিয়া যেমন যজ্ঞেরই অন্তর্ভূত, শ্রবণাদি-সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠানের নিমিত্ত, তাহার পূর্ব্বানুষ্ঠিত ঐ সকল ইন্দ্রিয়ব্যাপারকেও এ স্থলে সেইরূপ ভক্তিরই অন্তর্ভূত বলিয়া বুঝিতে হইবে। "ভক্তি ভিন্ন কর্ম্মজ্ঞানাদি অপর কোনও সাধনই যে ভক্তিকে আবির্ভাব করাইতে পারে না, পরন্তু ভক্তিই যে ভক্তি-আবির্ভাবের হেতু" এ সিদ্ধান্তও সঙ্গত হইয়েছে।

ভক্তির কারণরূপ অবস্থাতে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি অঙ্গসমূহকে সাধনভক্তি বলা হয়। কিন্তু ভাবভক্তির অনুভাব বা কার্য্যরূপ অবস্থাতে শ্রবণকীর্ত্তনাদি অঙ্গ-সকলকে সাধনভক্তি বলিয়া ব্যবহার করা যায় না, ভাবভক্তি বলিয়াই ব্যবহার করা হয়। এ জন্য ঐ ভাবভক্তির অনুভাব বা কার্য্যরূপ শ্রবণকীর্ত্তনাদি অঙ্গ-সকলকে যদি কেহ পূর্ব্ববৎ সাধনভক্তি বলিয়া আপত্তি করেন, তাহাই নিবারণের নিমিত্ত মূলে 'সাধ্যভাবা' এই বিশেষণটী প্রয়োগ করিয়াছেন। যদ্দ্বারা ভাব সাধ্য হয়, তাহার নাম সাধ্যভাবা। এই সাধনভক্তি দ্বারা প্রেমের প্রথমাবস্থারূপা ভাবভক্তি সাধ্য হয়েন অর্থাৎ সাধনভক্তিই ভাবভক্তির আবির্ভাব করাইয়া থাকেন, এজন্য সাধনভক্তিকে 'সাধ্যভাবা' বলা হইয়াছে। সাধন-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদপ্রোক্তা টীকা।

সা ভাবজনকেত্যর্থ যেন ধর্ম্মার্থাদিপুরুষার্থান্তরসাধকভক্তিশ্চ পরিহৃতা উত্তমায়া উপক্রান্তত্বাৎ। ভাবাদীনাং সাধ্যত্বে কৃত্রিমত্বাৎ পরমপুরুষার্থত্বাভাবঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ নিত্যেতি। ভাবস্যাপ্যুপলক্ষণমতঃ শ্রবণকীর্ত্তনাদয়োঽপি গ্রাহ্যাঃ।

ভক্তি-লক্ষণে সাধ্যভাবা এই বিশেষণটির প্রয়োগ দ্বারা, যে ভক্তিতে ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষরূপ অন্য পুরুষার্থ সাধিত হইয়া থাকে, সে ভক্তিকে এই সাধনভক্তি-সংজ্ঞা হইতে পরিত্যাগ করিয়াছেন। যেহেতু ভক্তি ভিন্ন অন্য কামনার সম্বন্ধমাত্রও যাহাতে নাই, সেই উত্তমাভক্তির প্রসঙ্গই এ স্থলে আরম্ভ করা হইয়াছে। সুতরাং যে ভক্তিতে ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষাদিরূপ অন্যবস্তুর প্রতি ফলরূপে অনুসন্ধান থাকে, অন্যাভিলাষিতাশূন্য নহে বলিয়া তাহাকে এ স্থলে ভক্তি বলিয়াই স্বীকার করা হয় নাই।

এখানে আপত্তি হইতে পারে যে,—সাধনভক্তি দ্বারা সাধ্য হয় বলাতে ভাবভক্তি কৃত্রিম হইয়া পড়িল অর্থাৎ ভাবভক্তি সাধনরূপ ক্রিয়াদ্বারা উৎপন্ন হওয়াতে ভাবভক্তির জন্যত্ব (জন্ম হওয়া) দোষ উপস্থিত হইল। যে সকল বস্তুর উৎপত্তি বা জন্ম আছে, তাহা অনিত্য। সুতরাং সাধনভক্তি দ্বারা যখন ভাবভক্তি উৎপন্ন হয়, তখন ভাবভক্তি ঘটাদির ন্যায় জন্য বা অনিত্য পদার্থ। অতএব, এই অনিত্য ভাবভক্তি আবার পরম-পুরুষার্থ-বস্তু কিরূপে হইবে?

এই আশঙ্কা-পরিহারের নিমিত্ত বলিতেছেন,—সাধনভক্তি দ্বারা ভাবভক্তি সাধ্য হয় বলাতে, সাধনভক্তি ভাবভক্তিকে জন্মাইল—এরূপ বুঝিতে হইবে না। যেহেতু প্রেমের প্রথমাবস্থারূপা ভাবভক্তি নিত্যসিদ্ধবস্তু অর্থাৎ শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তির বৃত্তিরূপে এই ভাব, শ্রীভগবানের নিত্যসিদ্ধ-পরিকরগণে নিত্যই বিরাজমান আছেন; অতএব ইহা কোন সাধন দ্বারাই সাধ্য নহেন। তবে যে "সাধনভক্তি দ্বারা ভাবভক্তি সাধ্য হয়" বলা হইয়াছে, এই সাধ্যতার অর্থ—প্রাকট্য বা আবির্ভাব মাত্র, ঘটাদির ন্যায় উৎপত্তি বা জন্ম নহে; অর্থাৎ শ্রবণকীর্ত্তনাদি সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতে যখন সাধকের হৃদয় নির্ম্মল হয়, তখন সেই নির্ম্মল হৃদয়ে ঐ ভাব নিত্যসিদ্ধ পরিকরগণ হইতে

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri
Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদপ্রোক্তা টীকা।

তেষামপি কর্ণজিহ্বাদৌ প্রাকট্যমাত্রং। যথা শ্রীকৃষ্ণো বসুদেবগৃহে অবততার। ভক্তীনাং ভগবচ্ছক্তিবিশেষত্বেনাগ্রে সাধয়িষ্যমানত্বাদিতি ভাবঃ ॥২॥

আসিয়া স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া থাকেন। নিত্যসিদ্ধ ভাবের এইরূপ আবির্ভাব হওয়ার নামই সাধ্যতা।

এখানে মূলে (নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য) এই ভাব শব্দটিকে উপলক্ষণরূপে* প্রয়োগ করিয়াছেন; এ জন্য ভাবশব্দে ভাবভক্তির অনুভাব বা কার্য্যরূপ শ্রবণকীর্ত্তনাদিও গ্রহণ করিতে হইবে। অর্থাৎ নিত্যসিদ্ধ ভাবভক্তি যেমন ভক্তহৃদয়ে স্বয়ং প্রকাশ পাইয়া থাকেন, ভাবভক্তির অনুভাব বা কার্য্যরূপ নিত্যসিদ্ধ-শ্রবণকীর্ত্তনাদিও সেইরূপ আপনা হইতেই ভক্তে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ যেমন নিত্যলীলাতে প্রপঞ্চের অদৃশ্যভাবে নিত্যই বিরাজমান থাকিয়াও প্রপঞ্চের গোচরীভূত হইবার জন্য নিত্যলীলা হইতে বসুদেবগৃহে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, কিন্তু বসুদেব মহাশয় শ্রীকৃষ্ণকে জন্মাইয়াছিলেন— এমত নহে। সেইরূপ যাঁহারা এই নিত্যসিদ্ধ শ্রবণকীর্ত্তনাদি অঙ্গসকল অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদের কর্ণ ও জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়সমূহে শ্রবণকীর্ত্তনাদি অঙ্গসকল স্বয়ংই প্রকাশ পাইয়া থাকেন, কিন্তু কর্ণ ও জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়গণ নিজ নিজ চেষ্টায় শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভক্তি-অঙ্গ সকলকে প্রকাশ করিতে সমর্থ নহে। যেহেতু—ভক্তিকে শ্রীভগবানের শক্তিবিশেষের বৃত্তিবিশেষরূপে অগ্রে (ভাবভক্তিপ্রসঙ্গে) নিরূপণ করা হইবে। ২।

---

* স্ব-প্রতিপাদকত্বে সতি স্বেতরপ্রতিপাদকত্বমুপলক্ষণং। — যাহা নিজকে প্রতিপাদন করিয়া অপরকেও প্রতিপাদন করে, তাহাকে উপলক্ষণ বলে। 'নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য' এস্থলে ভাব-শব্দটী ভাবভক্তিকে প্রতিপাদন করিয়া, তাহার অনুভাব বা কার্য্যরূপ শ্রবণকীর্ত্তনাদি অঙ্গসকলকেও প্রতিপাদন করিয়াছেন; এজন্য ভাব-শব্দটীকে উপলক্ষণ বলা হইয়াছে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজন-ক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ।
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকনাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ ॥৫॥

শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদপ্রোক্তা টীকা।

অত্র যদ্যপি ক্রমেষু সৎসু প্রায়িকমেকং ক্রমমাহ আদাবিতিদ্বয়েন। আদৌ

প্রেমাবির্ভাবের ক্রম।

প্রেম-আবির্ভাবের বহু ক্রম আছে, তন্মধ্যে যেটী প্রায়িক অর্থাৎ সকল স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়, সেই ক্রমটীই এস্থলে বর্ণিত হইতেছে। যথা— ভগবদ্বহির্ম্মুখতাদোষে দূষিত জীব সংসার-সাগরের অনন্ত প্রবাহে পতিত হইয়া অনন্তকাল যাবৎ ভ্রমণ করিতেছে; শ্রীভগবানের অনুগ্রহে যখন সেই জীবের সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়, তখন শ্রীভগবদ্ভক্ত-সঙ্গ লাভ ঘটে। এইরূপে প্রথম সাধুসঙ্গ লাভ হইলে, সেই সাধুমুখে ভক্ত, ভক্তি ও ভগবান্ এই তিনের মাহাত্ম্য-পূর্ণ শাস্ত্র শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য জন্মে। সেই শাস্ত্রশ্রবণ দ্বারা শ্রদ্ধার আবির্ভাব হয়। শ্রদ্ধা-শব্দের অর্থ—শ্রীভগবদ্গীতাদি শাস্ত্রসমূহের অর্থের প্রতি বিশ্বাস শ্রীভগবদ্গীতাতে অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ প্রথমতঃ কর্ম্ম ও জ্ঞান উপদেশ করিয়াছেন এবং অবশেষে গুহ্য হইতেও অতি গুহ্যতর ভক্তিযোগ উপদেশ করিয়াছেন। যথা—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥

—গীতা ১৮।৬৫

আমার ভক্ত হইয়া আমাতে মন অর্পণ কর, আমার ভজন-পরায়ণ হও, আমার পূজা কর, আমাকে নমস্কার কর; তাহা হইলে আমাকেই প্রাপ্ত হইবে। অর্জ্জুন! তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয় হও, আমার এই বাক্য যাহাতে সত্য হয় সে জন্য তোমাকে শপথ (প্রতিজ্ঞা) করিয়া বলিতেছি, ইহাতে কোনই সন্দেহ করিও না।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদপ্রোক্তা টীকা।

প্রথম-সাধু-সঙ্গে শাস্ত্র-শ্রবণদ্বারা শ্রদ্ধা তদর্থ-বিশ্বাসঃ'। ততঃ শ্রদ্ধানন্তরং দ্বিতীয়ঃ সাধু-সঙ্গো ভজনরীতি-শিক্ষার্থং। নিষ্ঠা ভজনে অবিক্ষেপেণ সাতত্যং কিন্তু বুদ্ধি-পূর্ব্বিকেয়ং। আসক্তিস্তু স্বারসিকী। এতেন নিষ্ঠাসক্ত্যোর্ভেদো জ্ঞেয়ঃ ॥৩॥

কর্ম্ম-জ্ঞান উপদেশরূপ পূর্ব্ব-আজ্ঞা অপেক্ষা, পরবর্ত্তী ভক্তি-উপদেশরূপ (মন্মনা ভব) এই আজ্ঞাই সমধিক বলবতী। ভক্তি-উপদেশরূপ এই শেষ আজ্ঞা পালন করিলে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি করিলে, সমস্ত কর্ম্ম করা হয় ;— শাস্ত্রার্থের প্রতি এইরূপ সুদৃঢ় নিশ্চয়তার নাম বিশ্বাস,এই বিশ্বাসকেই শ্রদ্ধা বলে।

শ্রদ্ধা-শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্ব কর্ম্ম কৃত হয় ॥

শ্রীচৈঃ চঃ মধ্য, ২২শ।

যিনি কর্ম্মাধিকারীর ন্যায় অত্যন্ত বিষয়াসক্ত নহেন এবং জ্ঞানাধিকারীর ন্যায় বিষয়ে অত্যন্ত বিরক্তও নহেন, সেই ব্যক্তির যদি কখনও কোনও ভাগ্যে মহৎসঙ্গ-লাভ ঘটে এবং ঐ মহৎ-সঙ্গজাত সংস্কারবিশেষ দ্বারা শ্রীভগবৎকথা-শ্রবণাদিরূপ ভক্তির অনুষ্ঠানে বিশ্বাস জন্মে, তবে তাঁহাকে শ্রদ্ধাবান্ বলা যায়। এই শ্রদ্ধাবান্-জনই ভক্তিমার্গের অধিকারী। শ্রদ্ধার ভেদ-অনুসারে ভক্তি-অধিকারী তিন প্রকার।

শ্রদ্ধাবান্-জন হয় ভক্তি-অধিকারী।
উত্তম মধ্যম কনিষ্ঠ—শ্রদ্ধা অনুসারী ॥ —ঐ

যিনি শাস্ত্রে ও শাস্ত্রের অনুগত যুক্তিতে সুনিপুণ এবং তত্ত্ববিচার, সাধন-বিচার ও পুরুষার্থবিচারে দৃঢ়-নিশ্চয়, তাঁহার শ্রদ্ধাটী প্রগাঢ় হইয়াছে। এই প্রগাঢ় শ্রদ্ধাবান্-জনই ভক্তিমার্গে উত্তমাধিকারী।

শাস্ত্রযুক্ত্যে সুনিপুণ দৃঢ় শ্রদ্ধা যার।
উত্তমাধিকারী সেই তারয়ে সংসার ॥

—মধ্যলীলা, ২২শ।

যিনি শাস্ত্র ও শাস্ত্রানুগত যুক্তিতে অনিপুণ, অর্থাৎ বাদী ব্যক্তি কোন বলবতী বাধা প্রদান করিলে, তাহার মীমাংসা করিতে অসমর্থ, তথাপি শ্রদ্ধাবান্

৫

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অর্থাৎ সাধ্য-সাধন-বিষয়ে মনে মনে দৃঢ়নিশ্চয় হইয়াছেন, এরূপ ব্যক্তি ভক্তিমার্গে মধ্যমাধিকারী।

শাস্ত্রযুক্তি নাহি জানে দৃঢ় শ্রদ্ধাবান্।
মধ্যমাধিকারী সেই মহাভাগ্যবান্॥ —ঐ

যিনি শাস্ত্রাদিতে অনিপুণ এবং কোমল শ্রদ্ধাবান্ অর্থাৎ অন্য শাস্ত্র বা অন্য প্রকার যুক্তিদ্বারা যাঁহার শ্রদ্ধা খণ্ডন করিতে পারা যায়, তিনি কনিষ্ঠ অধিকারী।

যাহার কোমল শ্রদ্ধা, সে কনিষ্ঠ জন। —ঐ

এই তিন প্রকারের শ্রদ্ধার মধ্যে কোন একপ্রকার শ্রদ্ধাই প্রেম-আবির্ভাবের প্রথম ক্রম। প্রেম-আবির্ভাবের ক্রম-মধ্যে এই তিন প্রকার শ্রদ্ধার যে কোন প্রকার শ্রদ্ধাই প্রথমস্তর [১]।

শ্রদ্ধা-উৎপত্তির পর যখন দ্বিতীয়বার সাধুসঙ্গ লাভ ঘটে, তখন হইতে ভজনের রীতিশিক্ষার আরম্ভ হয় [২]। ইহার পর হইতে শ্রীগুরুচরণাশ্রয়াদি ভজন-ক্রিয়া সকল প্রকাশ পাইতে থাকে [৩]। ভজন করিতে করিতে পরে অনর্থ-নিবৃত্তি * ঘটে [৪]। অনর্থনিবৃত্তির পর নিষ্ঠা অর্থাৎ বিক্ষেপশূন্যভাবে সতত ভজনের প্রতি একাগ্রতা জন্মে [৫]। পরে রুচি অর্থাৎ লালসা উৎপন্ন হয় [৬]। অতঃপর আসক্তি প্রকাশ পায়। পূর্ব্বোক্ত নিষ্ঠা হইতে আসক্তির ভেদ এই যে,—নিষ্ঠাটী বুদ্ধিপূর্ব্বিকা অর্থাৎ বুদ্ধিপূর্ব্বক সতত ভজনে রত থাকার নাম নিষ্ঠা। আর আসক্তিটী স্বাভাবিকী অর্থাৎ সাধক যে স্তরে পৌছিলে, কোন প্রকার যুক্তিবুদ্ধির অপেক্ষা থাকে না, নিরন্তর স্বাভাবিকভাবে ভজনে অভিনিবেশ উপস্থিত হয়, তাহার নাম আসক্তি [৭]। আসক্তির পর ভাব বা রতির আবির্ভাব হইয়া থাকে [৮]। অবশেষে প্রেম উদিত হয়েন। ইহাই সাধকগণের প্রেম-আবির্ভাবের ক্রম।

* অনর্থ চারি প্রকার, যথা—দুষ্কৃতোত্থ, সুকৃতোত্থ, অপরাধোত্থ ও ভক্ত্যুত্থ। তন্মধ্যে—অবিদ্যা, অস্মিতা, (আমি কর্ত্তা—এরূপ অভিমান), রাগ (বিষয়াসক্তি), দ্বেষ ও অভিনিবেশ—এই সকল ক্লেশের নাম দুষ্কৃতোত্থ অনর্থ। নানাবিধ ভোগাভিনিবেশকে সুকৃতোত্থ অনর্থ বলা যায়। ভক্তি দ্বারা উদ্ভূত লাভ-পূজা প্রতিষ্ঠাদির নাম ভক্ত্যুত্থ অনর্থ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অথ ভজনস্য চতুঃষষ্টিরঙ্গানি—শ্রীগুরুপাদাশ্রয়ঃ, শ্রীকৃষ্ণ-দীক্ষা-শিক্ষাদি, শ্রীগুরুসেবা, সাধুমার্গানুসারঃ, ভজনরীতি-প্রশ্নঃ, শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতয়ে ভোগাদিত্যাগঃ, তীর্থবাসঃ, তীর্থ-মাহাত্ম্য-শ্রবণং চ, স্বভক্তিনির্ব্বাহানুরূপভোজনাদি-স্বীকারঃ, একাদশী-ব্রতম্, অশ্বত্থ-তুলসী-ধাত্রী-গো-ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব-সম্মানং—পূর্ব্বদশ-গ্রহণম্ ।

পরদশ-ত্যাগঃ—অসাধু-সঙ্গ-ত্যাগঃ, বহুশিষ্য-করণ-ত্যাগঃ, বহ্বারম্ভ-ত্যাগঃ, বহুশাস্ত্র-ব্যাখ্যা-বিবাদাদি-ত্যাগঃ, ব্যবহারে কার্পণ্য-ত্যাগঃ,

---

শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদপ্রোক্তা টীকা ।

কৃষ্ণ-দীক্ষাদীতি—দীক্ষাপূর্ব্বকশিক্ষণমিত্যর্থঃ । শ্রীকৃষ্ণেতি—শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তে র্যো হেতুঃ কৃষ্ণ-প্রসাদস্তদর্থমিত্যর্থঃ । আদিগ্রহণাল্লোক-বিত্ত-পুত্রাদয়ো গৃহ্যন্তে ॥

ভজনের চৌষট্টি অঙ্গ ।

ভজনের চৌষট্টি অঙ্গ । যথা—শ্রীগুরুচরণের আশ্রয় গ্রহণ (১) । শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণপূর্ব্বক শ্রীগুরুর নিকটে তদ্বিষয়ে শিক্ষাদি (২) বিশ্বাস সহকারে শ্রীগুরুদেবের সেবা (৩) । সাধুগণের আচরিত পথের অনুসরণ (৪) । ভজনের রীতিনীতি বিষয়ক প্রশ্ন (৫) । শ্রীকৃষ্ণপাদ-পদ্ম-প্রাপ্তির হেতুভূত শ্রীকৃষ্ণের যে প্রসন্নতা, তাহার জন্য সুমিষ্ট-দ্রব্যাদি ও স্ত্রী-পুত্র-সম্পত্তি প্রভৃতির ত্যাগই ভক্তির অঙ্গরূপে পরিগণিত, অন্যথা নহে । যেমন শ্রীল ভরত মহারাজ, শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির আশায় সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছিলেন । এস্থলে 'ভোগাদি' পদের আদি-শব্দদ্বারা ধন-জন-পুত্র-কলত্রাদির ত্যাগ বুঝিতে হইবে (৬) । তীর্থবাস ও তীর্থ-মাহাত্ম্য-শ্রবণ (৭) । যে পরিমাণে ভোজনাদি না করিলে ভজন-নির্ব্বাহ না হয়, সেই পরিমাণে ভোজনাদি করা (৮) । একাদশী ও জন্মাষ্টমী প্রভৃতি ব্রতসকলের অনুষ্ঠান (৯) । অশ্বত্থ-তুলসী-আমলকী প্রভৃতি বৃক্ষের ও ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবের যথোচিত সম্মান করা (১০) । এই দশটী অঙ্গ, ভক্তিমার্গে প্রবেশের দ্বার-স্বরূপ ; এজন্য এই দশটী অঙ্গ সর্ব্বাগ্রে গ্রহণীয় ।

পরবর্ত্তী দশটী অঙ্গ বর্জ্জনীয়—ভগবদ্বহির্মুখ অসাধু-জন-সকলের সংসর্গ দূর হইতে পরিত্যাগ (১) । বহুশিষ্য ও অনধিকারি-শিষ্য না করা (২) । বহু

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শোক-ক্রোধাদি-ত্যাগঃ, দেবতান্তর-নিন্দা-ত্যাগঃ, প্রাণি-মাত্রে উদ্বেগ-ত্যাগঃ, সেবাপরাধ-নামাপরাধ-ত্যাগঃ, গুরু-কৃষ্ণভক্ত-নিন্দা-সহন-ত্যাগঃ।

বৈষ্ণবচিহ্ন-ধারণং, হরিনামাক্ষর-ধারণং, নির্ম্মাল্য-ধারণং, নৃত্যং, দণ্ডবৎ-প্রণামঃ, অভ্যুত্থানম্, অনুব্রজ্যা, শ্রীমূর্ত্তি-স্থানে গমনং, পরি-

শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদপ্রোক্তা টীকা।

সেবানামাপরাধেতি—সেবানামাপরাধানামুদ্ভবঃ সাধকস্য প্রায়োভবত্যেব; কিন্তু পশ্চাৎ যত্নেন তেষামভাবকারিতা।

আরম্ভ ত্যাগ অর্থাৎ যাহাতে ভজনের বিঘ্ন জন্মায়, এরূপ বিরাট্ ব্যাপারাদির অনুষ্ঠান বর্জ্জন (৩)। বহু শাস্ত্রের অভ্যাস, ব্যাখ্যা ও বিবাদাদি পরিত্যাগ (৪)। ব্যবহারে কৃপণতা ত্যাগ (৫)। শোক ও ক্রোধাদিতে অভিভূত না হওয়া (৬)। অন্য দেবতার প্রতি নিন্দা ও অবজ্ঞা ত্যাগ (৭)। কায়-মনোবাক্যে প্রাণি-মাত্রে উদ্বেগ না দেওয়া (৮)। সেবাপরাধ ও নামাপরাধ সকল ত্যাগ (সাধকের প্রায়শঃ সেবাপরাধ ও নামাপরাধ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা আছেই, কিন্তু যে সকল কারণে ঐ উভয়বিধ অপরাধ জন্মে, সর্ব্ব-প্রযত্নে সে সকলের পরিত্যাগ) (৯)। গুরু, কৃষ্ণ ও ভক্ত সম্বন্ধে নিন্দাদি সহ্য না করা, অর্থাৎ কোন স্থানে গুরুনিন্দা, কৃষ্ণনিন্দা বা ভক্তনিন্দা উত্থাপিত হইলে, সামর্থ্য থাকিলে তাহার প্রতিকার করা, অসমর্থ পক্ষে হস্তদ্বারা কর্ণ আচ্ছাদন পূর্ব্বক সে স্থান পরিত্যাগ (১০)। এই বিশটী অঙ্গই যদিও ভক্তিমার্গে প্রবেশের দ্বারস্বরূপ, তথাপি তন্মধ্যে আবার পূর্ব্বোক্ত গুরুপাদাশ্রয়াদি তিনটী অঙ্গকে প্রধান বলিয়া বুঝিতে হইবে।

হরিমন্দির-তিলকাদি বৈষ্ণব-চিহ্ন-সমূহ ধারণ (১), অঙ্গে হরি-নামাক্ষর লিখন (২), নির্ম্মাল্য (শ্রীভগবানে অর্পিত তুলস্যাদি) ধারণ (৩), শ্রীভগবানের সম্মুখে নৃত্য (৪), দণ্ডবৎ-প্রণাম (৫), শ্রীবিগ্রহ দর্শনমাত্র গাত্রোত্থান (৬), শ্রীবিগ্রহের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন (৭), শ্রীবিগ্রহস্থানে গমন (৮), পরিক্রমা (৯),

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ক্রমা, পূজা, পরিচর্য্যা, গীতং, সঙ্কীর্ত্তনং, জপঃ, স্তবপাঠঃ, মহাপ্রসাদ-সেবা, বিজ্ঞপ্তিঃ, চরণামৃত-পানং, ধূপ-মাল্যাদি-সৌরভ-গ্রহণং, শ্রীমূর্ত্তি-দর্শনং, শ্রীমূর্ত্তি-স্পর্শনম, আরাত্রিক-দর্শনং, শ্রবণং, তৎকৃপাপেক্ষণং, স্মরণং, ধ্যানং, দাস্যং, সখ্যম্, আত্মনিবেদনং, নিজপ্রিয়-বস্তু-সমর্পণং, কৃষ্ণার্থে সমস্ত-কর্ম্ম-করণম্।

পূজা, (১০), পরিচর্য্যা * (১১), গীত (১২), সংকীর্ত্তন † (১৩), জপ (১৪), বিজ্ঞপ্তি (১৫), স্তবপাঠ (১৬), মহাপ্রসাদ ভোজন (১৭), চরণামৃত পান (১৮), শ্রীভগবানে নিবেদিত ধূপ ও মাল্যাদির সৌরভ গ্রহণ (১৯), শ্রীমূর্ত্তি দর্শন (২০), শ্রীমূর্ত্তি স্পর্শন (২১), শ্রীবিগ্রহের আরাত্রিকাদি দর্শন (২২), শ্রীভগবানের নাম-গুণাদি-শ্রবণ (২৩), শ্রীকৃষ্ণের কৃপার অপেক্ষা করা (২৪), লীলাদি স্মরণ (২৫), ধ্যান (রূপগুণাদির সবিশেষ চিন্তন) (২৬), দাস্য অর্থাৎ "আমি শ্রীকৃষ্ণের দাস" এই প্রকার অভিমান (২৭), সখ্য অর্থাৎ বন্ধুভাবে তদীয় হিত-চিন্তা করণ (২৮), আত্মনিবেদন অর্থাৎ দেহাদি আত্মপর্য্যন্ত সর্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ (২৯), নিজের প্রিয় (অথচ শ্রীকৃষ্ণেরও প্রিয়) বস্তুসকল শ্রীকৃষ্ণ-উদ্দেশে সমর্পণ ‡ (৩০), শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির নিমিত্ত সমস্ত-কর্ম্ম-করণ (৩১)।

---

* পরিচর্য্যা—পরিচর্য্যাতু সেবোপকরণাদি-পরিষ্ক্রিয়া।
তথা প্রকীর্ণক-চ্ছত্র-বাদিত্রাদ্যৈরুপাসনা॥
—পূর্ব্ব বিভাগ, ২য় লহরী।

† সংকীর্ত্তন—নাম-গুণ-লীলাদীনামুচ্চৈর্ভাষা তু কীর্ত্তনং॥
—ঐ

‡ নিজপ্রিয়বস্তু সমর্পণ—যদ্যদিষ্টতমং লোকে যচ্চাতিপ্রিয়মাত্মনঃ।
তত্তন্নিবেদয়েন্মহ্যং তদানন্ত্যায় কল্পতে॥
—ঐ (একাদশোক্ত)।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সর্ব্বথা শরণাপত্তিঃ; তুলসীসেবা; বৈষ্ণবশাস্ত্র-সেবা; মথুরা-মণ্ডলে বাসঃ; বৈষ্ণব-সেবা; যথাশক্তি দোলাদি-মহোৎসব-করণং; কার্ত্তিক-ব্রতং; সর্ব্বদা হরিনাম-গ্রহণং; জন্মাষ্টমীযাত্রাদিকঞ্চ; এবম্

সর্ব্বপ্রকারে শরণাপত্তি * (৩২), তুলসী-সেবা ‡ (৩৩), শ্রীমদ্ভাগবতাদি

যে সকল বস্তু লোকের প্রিয় যদি শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় হয়, তবে সে সকল বস্তু শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করিবে। উহার মধ্যে আবার যে যে বস্তু লোকের প্রিয়, শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় এবং নিজেরও (ভক্তেরও) প্রিয়, সে সকল বস্তুই বিশেষ ভাবে অর্পণ-যোগ্য। এরূপ বস্তু সমর্পণে শ্রীকৃষ্ণের সমধিক সন্তোষ-আপাদন হয়, সন্দেহ নাই (যেহেতু ইহা শ্রীকৃষ্ণেরই শ্রীমুখের বাক্য)। যাহা লোকের প্রিয় কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের অপ্রিয়, অথবা যাহা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় কিন্তু লোকের অপ্রিয়, এমন বস্তু অর্পণ করিবে না।

* শরণাপত্তি-লক্ষণং—

আনুকূল্যস্য সংকল্পঃ প্রতিকূল্যস্য বর্জ্জনং।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা।
আত্মনিক্ষেপ-কার্পণ্যে ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ॥

—ভক্তিসন্দর্ভধৃত-বৈষ্ণবতন্ত্র-বচনং।

যে সকল বিষয় ভগবদ্ভজনের অনুকূল, সেই সকল বিষয়ের সঙ্কল্প অর্থাৎ কর্ত্তব্য-বোধে নিয়মবদ্ধভাবে গ্রহণ। ভগবদ্ভজনের প্রতিকূল বিষয়-সকল বর্জ্জন। আমাকে অবশ্য রক্ষা করিবেন, আমার মঙ্গলবিধান করিবেন—এমত বিশ্বাস। গোপ্তৃত্বে অর্থাৎ পতিরূপে বরণ। আত্মসমর্পণ। কার্পণ্য অর্থাৎ হে ভগবন্ রক্ষা কর রক্ষা কর ইত্যাদি প্রকারে আর্ত্তিপ্রকাশ। এই ছয় প্রকার শরণাপত্তি।

শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে "তবাস্মীতি বদন্ বাচা" ইত্যাদি শ্লোকটী শরণাপত্তি-লক্ষণে উক্ত হইয়াছে; ভক্তি-সন্দর্ভে ও দিগ্‌দর্শনীতে ইহা শরণাপত্তি-মাহাত্ম্য বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে।

‡ শ্রীতুলসী-সেবা :— (পরপৃষ্ঠা)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ঊনষষ্টি ভক্ত্যঙ্গানি ; অথ তত্র পঞ্চ অঙ্গানি। সর্ব্বতঃ শ্রেষ্ঠানি যথা—শ্রীমূর্ত্তি-সেবা-কৌশলং ; রসিকৈঃ সহ শ্রীভাগবতার্থাস্বাদঃ ; সজাতীয়-স্নিগ্ধ-মহত্তর-সাধুসঙ্গঃ ; নাম-সঙ্কীর্ত্তনং ; শ্রীবৃন্দাবন-বাসঃ। এবং মিলিত্বা চতুঃষষ্ট্যঙ্গানি ॥৪॥

বৈষ্ণবশাস্ত্র-সকলের অনুশীলন (৩৪), মথুরামণ্ডলে বাস (৩৫), বৈষ্ণব-সেবা (৩৬), যথাশক্তি শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রাদি মহোৎসব করণ (৩৭), কার্ত্তিক-ব্রত (কার্ত্তিক মাসে বিহিত নিয়মাদি গ্রহণ) (৩৮), সর্ব্বদা শ্রীহরিনাম গ্রহণ ও কৃষ্ণজন্মাষ্টমী প্রভৃতিতে যাত্রামহোৎসবাদি করণ (৩৯)। এইরূপে ভক্তির ঊনষাট অঙ্গ বলা হইল।

অনন্তর সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পাঁচ অঙ্গ বর্ণন করা যাইতেছে। এই পাঁচ অঙ্গ যদিও পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, তথাপি অন্য সকল অঙ্গ হইতে এই পাঁচ অঙ্গের শ্রেষ্ঠতা জানাইবার নিমিত্ত পুনরায় বলা হইতেছে (সকল-সাধন-শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চঅঙ্গ। কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় পাঁচের অল্প সঙ্গ ।—চৈঃ চঃ)। যথা—শ্রীমূর্ত্তি-সেবাতে নিপুণতা বা শ্রদ্ধাপ্রীতি সহকারে শ্রীমূর্ত্তির পরিচর্য্যাদি-করণ (১)। রসিক ভক্তগণ-সঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতীয় অর্থের আস্বাদন (২)। সজাতীয় অর্থাৎ সখ্য-বাৎসল্য ও মধুরজাতীয় ভাবের মধ্যে যে জাতীয় ভাবে নিজের রুচি জন্মিয়াছে, সেই জাতীয় ভাবে যিনি রুচিবান্, স্নিগ্ধস্বভাবাপন্ন এরূপ মহত্তর (আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ) সাধুর সঙ্গ (৩)। শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন (৪)। শ্রীবৃন্দাবন-ধামে বাস (৫)। এইরূপে সর্ব্বসমেত চৌষট্টি-অঙ্গ ভজন বর্ণনা করা হইল ॥৪॥

দৃষ্টা স্পৃষ্টা তথা ধ্যাতা কীর্ত্তিতা নমিতা শ্রুতা।
রোপিতা সেবিতা নিত্যং পূজিতা তুলসী শুভা ॥
—রসামৃতসিন্ধুঃ পূর্ব্ব বি।

তুলসীকে দর্শন, স্পর্শন, ধ্যান, কীর্ত্তন, প্রণাম, তুলসী-মাহাত্ম্য-শ্রবণ, তুলসী-রোপণ, সেবন (জলসিঞ্চনাদি), পূজা—এই নয় প্রকারে তুলসী-সেবা করিতে হয়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অথ দ্বাত্রিংশৎ সেবাপরাধা বর্জ্জনীয়াঃ।

যথা আগমে—

যানৈর্বা পাদুকৈর্বাপি গমনং ভগবদ্‌গৃহে।
দেবোৎসবাদ্যসেবা চ অপ্রণামস্তদগ্রতঃ॥
উচ্ছিষ্টে বাপ্যশৌচে বা ভগবদ্‌বন্দনাদিকম্।
একহস্তপ্রণামশ্চ তৎপুরস্তাৎ প্রদক্ষিণং॥
পাদপ্রসারণঞ্চাগ্রে তথা পর্য্যঙ্ক-বন্ধনং।
শয়নং ভক্ষণঞ্চাপি মিথ্যাভাষণমেব চ॥

সেবাপরাধ।

পূর্ব্বোক্তচৌষট্টি প্রকার ভজনাঙ্গের মধ্যে যে সেবাপরাধ পরিত্যাগের কথা বলা হইয়াছে, সেই সেবাপরাধ বত্রিশ প্রকার। অনন্তর তাহা বলা যাইতেছে। আগম-শাস্ত্রে বর্ণিত আছে—

শিবিকা প্রভৃতিতে আরোহণ করিয়া শ্রীভগবদ্‌গৃহে গমন (১)। পাদুকা পায়ে দিয়া শ্রীভগবদ্‌গৃহে গমন (২)। অভীষ্টদেবের (জন্মযাত্রা প্রভৃতি) উৎসবাদির অনাদর—অনুষ্ঠান না করা (৩)। অভীষ্টদেবের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া প্রণাম না করা (৪)। উচ্ছিষ্ট অবস্থায় শ্রীভগবদ্‌বন্দনাদি (৫)। অশৌচ-অবস্থায় শ্রীভগবদ্‌বন্দনাদি (৬)। একহস্তে প্রণাম (৭)। অভীষ্টদেবের সম্মুখে প্রদক্ষিণ অর্থাৎ শ্রীভগবানের দক্ষিণ, পশ্চাৎ ও বামদিকে যে ভাবে প্রদক্ষিণ করা হইয়াছে, সম্মুখে আসিয়াও তাহার পরিবর্ত্তন না করিয়া সেই ভাবেই প্রদক্ষিণ করা * (৮)। অভীষ্টদেবের সম্মুখে পদ প্রসারণ (৯)। তৎসম্মুখে পর্য্যঙ্কবন্ধন অর্থাৎ শ্রীভগবানের সম্মুখে হস্তদ্বারা কটিদেশে অথবা দুইজানু আবদ্ধ করিয়া উপবেশন (১০)। শ্রীভগবানের সম্মুখে শয়ন (১১)। তৎসম্মুখে ভোজন (১২)। তৎসম্মুখে মিথ্যা কথা বলা (১৩)। শ্রীভগবানের সম্মুখে উচ্চৈঃস্বরে কথা কহা (১৪)।

* এরূপভাবে প্রদক্ষিণ করিলে শ্রীভগবানকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা হয়, এজন্য উহা সেবাপরাধ মধ্যে পরিগণিত।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

উচ্চৈর্ভাষা মিথোজল্প-রোদনাদি তদগ্রতঃ। (১)
নিগ্রহানুগ্রহৌ চৈব নিষ্ঠুরক্রূরভাষণং॥
কম্বলাবরণঞ্চৈব পরনিন্দা পরস্তুতিঃ।
অশ্লীলভাষণঞ্চৈব অধোবায়ুবিমোক্ষণং॥
শক্তৌ গৌণোপচারশ্চ অনিবেদিত-ভক্ষণং।
তত্তৎকালোদ্ভবানাঞ্চ ফলাদীনামনর্পণং॥
বিনিযুক্তাবশিষ্টস্য ব্যঞ্জনাদেঃ সমর্পণং।
পৃষ্ঠীকৃত্যাসনঞ্চৈব পরেষামভিবন্দনং॥
গুরৌ মৌনং নিজস্তোত্রং দেবতানিন্দনং তথা।
অপরাধাস্তথা বিষ্ণোর্দ্বাত্রিংশৎ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥

---

(১৪)। তৎসম্মুখে পরস্পর আলাপ (১৫)। তদগ্রে রোদনাদি (১৬)। তদগ্রে কাহাকেও নিগ্রহ বা অনুগ্রহ করা (১৭)। তদগ্রে কাহারও প্রতি নিষ্ঠুর বা ক্রূর-ভাষা প্রয়োগ (১৮)। তদগ্রে কম্বলদ্বারা গাত্র আবৃত করিয়া থাকা (১৯)। তদগ্রে পরনিন্দা (২০)। তৎসম্মুখে পরের স্তুতি (২১)। তদগ্রে অশ্লীল কথা বলা (২২)। তদগ্রে অধোবায়ু পরিত্যাগ (২৩)। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও গৌণ উপচার প্রদান অর্থাৎ অর্চ্চনাদি সময়ে পুষ্প, তুলসী, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্যাদি প্রধান প্রধান উপচার অর্পণের শক্তি থাকা সত্ত্বেও জলাদি গৌণ উপচার অর্পণ করা (২৪)। অনিবেদিত বস্তু ভোজন (২৫)। যে সকল ঋতুতে যে সকল ফলাদি জন্মে, সেই সকল ঋতুতে সেই ফলাদি শ্রীভগবানকে অর্পণ না করা (২৬)। ব্যঞ্জনাদি বস্তুর অগ্রভাগ ভোজন করিয়া বা অপরকে দিয়া, তাহার অবশিষ্টাংশ শ্রীভগবানকে সমর্পণ করা (২৭)। অভীষ্টদেবকে পেছন করিয়া উপবেশন (২৮)। অভীষ্টদেবের সম্মুখে অপরকে অভিবাদন (২৯)। গুরুদেবের অগ্রে মৌনভাবে থাকা অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবের সম্মুখে স্তবাদি না করিয়া বা তাঁহার প্রশ্নে কোন উত্তর না দিয়া নীরব হইয়া থাকা (৩০)। নিজের প্রশংসা করা (৩১)। দেবতার নিন্দা করা (৩২)। এইরূপে বত্রিশ প্রকার সেবাপরাধ বর্ণিত হইল।

---

(১) পাঠান্তরে রোদনাদি চ বিগ্রহঃ।

৬

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বারাহে চ অপরাধাশ্চ তেঽপি সংক্ষিপ্য লিখ্যন্তে যথা—"রাজান্ন-ভক্ষণং ; ধ্বান্তাগারে হরেঃ স্পর্শঃ ; বিধিং বিনা হর্য্যুপসর্পণং ; বাদ্যং বিনা তদ্দ্বারোদ্ঘাটনং ; কুক্কুরাদি-দুষ্ট ভক্ষ্য-সংগ্রহঃ ; অর্চ্চনে মৌন-ভঙ্গঃ ; পূজাকালে বিড়ুৎসর্গায় গমনং ; গন্ধমাল্যাদিকমদত্ত্বা ধূপনম্ ; অনর্হপুষ্পেণ পূজনম্।

অকৃত্বা দন্তকাষ্ঠঞ্চ কৃত্বা নিধুবনং তথা।
স্পৃষ্ট্বা রজস্বলাং দীপং তথা মৃতকমেব চ।
রক্তং নীলমধৌতঞ্চ পারক্যং মলিনং পটং।
পরিধায়, মৃতং দৃষ্ট্বা বিমুচ্যাপানমারুতং।
ক্রোধং কৃত্বা শ্মশানঞ্চ গত্বা ভুক্ত্বাপ্যজীর্ণভুক্।
ভুক্ত্বা কুসুম্ভং পিণ্যাকং তৈলাভ্যঙ্গং বিধায় চ।
হরেঃ স্পর্শো হরেঃ কর্ম্মকরণং পাতকাবহং॥"

এতদ্ভিন্ন বরাহপুরাণে যে সকল সেবাপরাধ বর্ণিত আছে, অতঃপর সে সকলও এস্থলে লিখিত হইতেছে। যথা—রাজান্ন ভক্ষণ। অন্ধকার-গৃহে শ্রীমূর্ত্তি স্পর্শ করা। অনিয়মে (শৌচাদি-বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া) শ্রীবিগ্রহসমীপে গমন। ঘণ্টাদি বাদ্য না করিয়া শ্রীমন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন। যে ভক্ষ্য-দ্রব্যের কিয়দংশ কুক্কুরাদিতে ভোজন করিয়াছে বা তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছে, এরূপ ভক্ষ্য-দ্রব্য (শ্রীসেবার নিমিত্ত) সংগ্রহ করা। অর্চ্চন-সময়ে মৌন-ভঙ্গ। পূজাকালে মলমূত্র পরিত্যাগের নিমিত্ত গমন। গন্ধমাল্যাদি অর্পণ না করিয়া ধূপদান। নিষিদ্ধ পুষ্পাদিদ্বারা পূজা করা। দন্তধাবন না করিয়া ; স্ত্রী-সম্ভোগ করিয়া (১) ; রজস্বলা স্ত্রী, দীপ ও মৃতদেহ স্পর্শ করিয়া ; রক্ত, নীল ও অধৌত বস্ত্র, অপরের বস্ত্র কিংবা মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়া ; মৃতদেহ স্পর্শ করিয়া ; অধোবায়ু ত্যাগ করিয়া ; ক্রোধ করিয়া ; শ্মশানে গমন করিয়া ; ভুক্তদ্রব্য পরিপাক না হইলে ; কুসুমফুল বা শাক ও তিল-কল্ক (খৈল) ভোজন করিয়া—তৈল মর্দ্দন করিয়া শ্রীহরির স্পর্শ বা তদীয় সেবাকার্য্য করা অপরাধাবহ।

---

(১) বারাহো গ্রাম্য-ধর্ম্মঃ স্ত্রী-সঙ্গঃ নিধুবনঞ্চ ন ইত্যমরঃ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তথা তত্রৈবান্যত্র।—"ভগবচ্ছাস্ত্রানাদর-পূর্ব্বকমন্যশাস্ত্র-প্রবর্ত্তনং ; শ্রীমূর্ত্তিসম্মুখে তাম্বূলচর্ব্বণম্ ; এরণ্ডাদি-পত্রস্থ-পুষ্পৈরর্চ্চনম্ ; আসুর-কালে পূজা ; পীঠে ভূমৌ বা উপবিশ্য পূজনং ; স্নপনকালে বামহস্তেন তৎস্পর্শঃ ; পর্য্যুষিতৈ র্যাচিতৈর্ব্বা পুষ্পৈরর্চ্চনং ; পূজায়াং নিষ্ঠীবনং ; তস্যাং স্বগর্ব্বপ্রতিপাদনং ; তির্য্যক্‌পুণ্ড্র-ধৃতিঃ ; অপ্রক্ষালিত-পাদস্যেহপি তন্মন্দিরপ্রবেশঃ ; অবৈষ্ণবপক্ক-নিবেদনম্ ; অবৈষ্ণবদৃষ্টেন পূজনং ; বিঘ্নেশমপূজয়িত্বা কপালিনং দৃষ্ট্বা বা পূজনং ; নখাম্ভঃস্নপনং ; ঘর্ম্মাম্বুলিপ্তস্যেহপি পূজনং ; নির্ম্মাল্যলঙ্ঘনং ; ভগবচ্ছপথাদয়োঽন্যে চ জ্ঞেয়াঃ" ॥৫॥

সর্ব্বাপরাধকৃদপি মুচ্যতে হরিসংশ্রয়াৎ।
হরেরপ্যপরাধান্ যঃ কুর্য্যাদ্দ্বিপদপাংশনঃ ॥

অন্যত্রও কতকগুলি সেবাপরাধের উল্লেখ আছে ; যথা—ভগবৎ-শাস্ত্রের অনাদর করিয়া অন্য শাস্ত্রের প্রবর্ত্তন ; শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে তাম্বূল চর্ব্বণ ; এরণ্ডাদি নিষিদ্ধ পত্রস্থিত পুষ্পদ্বারা অর্চ্চন ; আসুরিক-কালে পূজা ; কাষ্ঠাসনে বা ভূমিতে বসিয়া পূজা করা ; স্নান করাইবার সময় বাম হস্তে দেবতার স্পর্শ ; পর্য্যুষিত (বাসি) বা যাচিত পুষ্প দ্বারা অর্চ্চন ; পূজাকালে নিষ্ঠীবন (থুথুফেলা) ; পূজা-বিষয়ে বা পূজাকালে "আমি শ্রেষ্ঠ পূজক" ইত্যাদিরূপ নিজের প্রশংসা ; তির্য্যক্‌ভাবে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ ; পাদ প্রক্ষালন না করিয়া শ্রীমন্দিরে গমন ; অবৈষ্ণবের পাক করা অন্নাদি শ্রীভগবান্‌কে নিবেদন ; অবৈষ্ণবের সাক্ষাতে পূজা করা ; গণেশ পূজা না করিয়া এবং কাপালিক দর্শন করিয়া পূজন ; নখস্পৃষ্ট জল দ্বারা শ্রীভগবান্‌কে স্নান করান ; ঘর্ম্মাক্তকলেবর হইয়া পূজা করা ; নির্ম্মাল্য-লঙ্ঘন ; ভগবানের নাম লইয়া বা চরণ স্পর্শাদি করিয়া শপথাদি (দিব্যি) করণ। এতদ্‌ভিন্ন আরও বহুবিধ অপরাধ, শাস্ত্রে জ্ঞাতব্য ।৫

নামাপরাধের গুরুত্ব।

পূর্ব্বোক্ত অপরাধসমূহ যাহাতে না ঘটে, সে জন্য সাধক সতত বিশেষ সাবধানে থাকিবেন। অনবধানতাবশতঃ দৈবাৎ উহার কোন একটী অপরাধ উপস্থিত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নামাশ্রয়ঃ কদাচিৎ স্যাৎ তরত্যেব স নামতঃ ।
নাম্নোঽপি সর্ব্বসুহৃদো হ্যপরাধাৎ পতত্যধঃ ॥৬॥
অথ নামাপরাধা দশ। যথা—বৈষ্ণবনিন্দাদি-বৈষ্ণবাপরাধঃ ;

হইলে,তাহা হইতে অব্যাহতি লাভের নিমিত্ত শ্রীহরি-চরণে শরণাপন্ন হইতে হইবে। যেহেতু সর্ব্ববিধ অপরাধে অপরাধী ব্যক্তিও শ্রীহরির চরণাশ্রয়ে, উহা হইতে মুক্ত হইতে পারে *। যে নরাধম সর্ব্বাপরাধ-হারী শ্রীহরি-চরণেও অশেষ অপরাধ করিয়াছে, এবং পুনঃ পুনঃ শ্রীহরির শরণাপন্ন হইয়াও ঐ অপরাধ হইতে নিষ্কৃতি পাইতেছে না, উত্তরোত্তর অপরাধে প্রবৃত্ত হইতেছে ; সে যদি কদাচিৎ শ্রীহরি-নাম আশ্রয় করে, তবে একমাত্র ঐ নামই তাহাকে কৃপা করিয়া সর্ব্বাপরাধ হইতে উদ্ধার করেন, সন্দেহ নাই। সুতরাং শ্রীহরি-নামই সকলের পরম সুহৃৎ ; যে ব্যক্তি এই নামের নিকটও অপরাধ করে, তাহার অধঃপতন অনিবার্য্য (ইহা দ্বারা প্রদর্শিত হইল যে, নামাপরাধের ফল সর্ব্বাপেক্ষা অতীব ভীষণ)।৬

নামাপরাধ ।

অনন্তর নামাপরাধ বর্ণিত হইতেছে। এই নামাপরাধ দশ প্রকার ; যথা—বৈষ্ণব-নিন্দাদি বৈষ্ণবাপরাধ। এস্থলে 'আদি' শব্দদ্বারা ,—

হন্তি নিন্দন্তি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্নাভিনন্দতি।
ক্রুধ্যতে যাতি নো হর্ষং দর্শনে পতনানি ষট্ ॥
—ভক্তিসন্দর্ভধৃত-স্কান্দবচনং ।

বৈষ্ণবকে প্রহার, নিন্দা ও দ্বেষ করা, অভিনন্দন না করা, বৈষ্ণবের প্রতি ক্রোধ, বৈষ্ণব-দর্শনে আনন্দিত না হওয়া—এ ছয়টীই বৈষ্ণবাপরাধ মধ্যে পরিগণিত ; ইহাই অধঃপতনের কারণ জানিতে হইবে § (১) ।

* এস্থলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, "শ্রীহরি-চরণাশ্রিত হইলে (শরণাপত্তি দ্বারা) সর্ব্বাপরাধ হইতে মুক্ত হওয়া যায়" এইটীকে বল করিয়া অপরাধে প্রবৃত্ত হইলে, নামবলে পাপে প্রবৃত্তির ন্যায় শ্রীহরি-চরণে সমধিক অপরাধ ঘটিবে।

§ বৈষ্ণব-নিন্দাদি নিজে করা ত অপরাধ বটেই, এমন কি অন্যকৃত বৈষ্ণব-নিন্দাদি-শ্রবণও অপরাধ। বৈবাৎ-শ্রবণে সমর্থ-ব্যক্তি নিন্দাকারীর জিহ্বা ছেদন

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিষ্ণুশিবয়োঃ পৃথগীশ্বরবুদ্ধিঃ ; শ্রীগুরুদেবে মনুষ্যবুদ্ধিঃ ; বেদপুরাণাদি

বিষ্ণু ও শিব এই উভয়ের মধ্যে বিষ্ণুর নিকট হইতে শিবকে স্বতন্ত্র ঈশ্বর মনে করা নামাপরাধ। বিষ্ণুই কার্য্যবিশেষের নিমিত্ত শিবরূপে অবতীর্ণ হয়েন ✝।

ব্রহ্ম-বিষ্ণ্বীশরূপাণি ত্রীণি বিষ্ণোর্মহাত্মনঃ।
ব্রহ্মণি ব্রহ্মরূপঃ সঃ শিবরূপঃ শিবে স্থিতঃ।
পৃথগেব স্থিতো দেবো বিষ্ণুরূপী জনার্দ্দনঃ॥

—পরমাত্ম-সন্দর্ভধৃত-বামনপুরাণবচনং।

মহাপুরুষ শ্রীবিষ্ণুই ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব এই তিনরূপে বিরাজমান আছেন। ব্রহ্মাতে ব্রহ্মরূপে, শিবে শিবরূপে বিদ্যমান থাকিয়াও আদিদেব শ্রীবিষ্ণুরূপী জনার্দ্দন পৃথক্‌রূপে অবস্থিত আছেন। যদিও শ্রীবিষ্ণুই তিনরূপে বিরাজমান আছেন—স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই, তথাপি ব্রহ্মা ও শিব বিষ্ণুর অধীন ; একমাত্র বিষ্ণুই পরমপুরুষ বা প্রকৃতির অধীশ্বর।

সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ।
বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্॥

—শ্রীভা, ২।৬।৩০

করিবে ; তাহাতে অসমর্থ হইলে তজ্জন্য অনুশোচনা করিয়া নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ কর্ত্তব্য ; তাহাতেও অসমর্থ হইলে কর্ণ আচ্ছাদন পূর্ব্বক সে স্থান পরিত্যাগ করিবে।

কর্ণৌ পিধায় নিরিয়াদ যদকল্য ঈশে
ধর্ম্মাবিতর্য্যসৃণিভির্নৃভিরস্যমানে।
ছিন্দ্যাৎ প্রসহ্য রুশতীমসতীং প্রভুশ্চেৎ
ছিন্দ্যাদসূনপি ততো বিসৃজেৎ স ধর্ম্মঃ॥

—ভক্তিসন্দর্ভঃ।

✝ সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতে গুর্ণাস্তৈ
র্যুক্তঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাস্য ধত্তে।
স্থিত্যাদয়ে হরি বিরিঞ্চি হরেতি সংজ্ঞাঃ
শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্ত্বতনোর্নৃণাং স্যুঃ॥

—পরমাত্মসন্দর্ভঃ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা বলেন, আমি বিষ্ণুকর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া সৃজন করিয়া থাকি, শিব—বিষ্ণুর অধীনে থাকিয়া জগতের সংহারকার্য্য করেন; ত্রিশক্তিধারী বিষ্ণু স্বয়ং পুরুষাবতাররূপে বিশ্বের পালনকার্য্য করেন *।

শিব ও ব্রহ্মা, বিষ্ণু হইতে ভিন্ন স্বভাবাদি-বিশিষ্টরূপে পরিদৃশ্যমান হইলেও, "প্রলয়কার্য্যে শিব—বিষ্ণু হইতে স্বতন্ত্র ঈশ্বর; সৃষ্টিকার্য্যে ব্রহ্মা—"বিষ্ণু হইতে স্বতন্ত্র ঈশ্বর" এরূপ মনে করা অপরাধ। যেহেতু শিব ও ব্রহ্মা উভয়ের আত্মা বা স্বরূপ হইলেন এক বিষ্ণু। বিষ্ণু হইতে তাঁহারা (শিব-ব্রহ্মা) স্বতন্ত্র নহেন।

রুদ্রং দ্রাবয়তে যস্মাৎরুদ্রস্তস্মাজ্জনার্দ্দনঃ।
ঈশনাদেব চেশানো মহাদেবো মহত্ত্বতঃ ॥
* * *
বৃংহণাদ্ ব্রহ্মনামাসৌ ঐশ্বর্য্যাদিন্দ্র উচ্যতে ॥
এবং নানাবিধৈঃ শব্দৈরেক এব জনার্দ্দনঃ।
বেদেষু চ পুরাণেষু গীয়তে পুরুষোত্তমঃ ॥
—ভক্তিসন্দর্ভধৃত-ব্রহ্মাণ্ডপুরাণবচনম্।

জনার্দ্দন বিষ্ণুই দ্রাবণ (সংহার) কার্য্য করেন বলিয়া রুদ্র-নামে অভিহিত। ঈশন (শাসন) কার্য্য করেন বলিয়া ঈশান এবং সর্ব্বাপেক্ষা মহান্ বলিয়া মহাদেব নামে কথিত। বৃংহণ (সৃজন) কার্য্য করেন বলিয়া ব্রহ্মা এবং ঈশ্বরত্ব করেন বলিয়া ইন্দ্র নামে বিখ্যাত। এই প্রকারে নানাবিধ শব্দ দ্বারা একমাত্র পুরুষোত্তম ত্রিবিক্রমই (বিষ্ণুই) সমস্ত বেদ-পুরাণাদিতে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন।

এজন্য মূলগ্রন্থে "শিবস্য শ্রীবিষ্ণো র্য ইহ গুণনামাদিসকলং ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ" †। এ স্থলে এরূপ বুঝিতে হইবে যে, একমাত্র

---

* স ব্রহ্মা সৃজতি স রুদ্রেণ বিলাপয়তি। সোঽনুৎপত্তিরলয় এব হরিঃ পরঃ পরমানন্দঃ। —মহোপনিষৎ।

† মূলে "শ্রীবিষ্ণোঃ" এ স্থলে ৫মী বিভক্তি, ৬ষ্ঠী নহে। শ্রীবিষ্ণু ও শিবের অভেদে তাৎপর্য্য হইলে ৬ষ্ঠী বিভক্তি সঙ্গত হইত এবং তাহা হইলে চকার যোজনা করিয়া "শ্রীবিষ্ণোশ্চ" এরূপ পাঠ দেওয়া থাকিত। কিন্তু তাহা না হইয়া শিব অপেক্ষা বিষ্ণুর প্রাধান্য বোধ করাইবার জন্য "শ্রীবিষ্ণোঃ" এ স্থলে ৫মী বিভক্তি এবং শ্রী-শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শাস্ত্র-নিন্দা ; নাম্নি অর্থবাদঃ ; নাম্নি কুব্যাখ্যা বা কষ্টকল্পনা ; নাম-বলেন পাপে প্রবৃত্তিঃ ; অন্য শুভকর্ম্মভির্নামসাম্যমননম্ ; অশ্রদ্ধজনে নামোপদেশঃ ; নাম-মাহাত্ম্যে শ্রুতেঽপি অপ্রীতিঃ ;—ইতি দশধা ॥৭॥

বিষ্ণুই সর্ব্বাত্মা বলিয়া প্রসিদ্ধ, এ জন্য শ্রীবিষ্ণুর নিকট হইতে শিবকে স্বতন্ত্র ঈশ্বর মনে করা ও নামাপরাধ বটেই ; "এমন কি শিবের নাম-গুণাদিও বিষ্ণুর নিকট হইতে পৃথক্ অর্থাৎ বিষ্ণুশক্তি ব্যতীত অন্য শক্তিদ্বারা নিষ্পন্ন" এরূপ মনে করাও নামাপরাধ [২]।

শ্রীগুরুদেবে মনুষ্যবুদ্ধি প্রভৃতি অবজ্ঞা * [৩]। বেদ, পুরাণ ও তদনুগত শাস্ত্রসমূহের নিন্দা [৪]। শ্রীহরিনামে অর্থবাদ অর্থাৎ "শ্রীহরিনামের যে সকল মাহাত্ম্য শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, ঐ সকল মাহাত্ম্য বাস্তবিক উহাতে নাই ; ও সকল প্রশংসাসূচক বাক্য মাত্র" এরূপ মনে করা [৫]। শ্রীনামের কুব্যাখ্যা বা কষ্টকল্পনা অর্থাৎ শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ অর্থ পরিত্যাগ করিয়া, দুর্ব্বুদ্ধিসহকারে বৃথা অপ্রসিদ্ধ অর্থের কল্পনা [৬]। শ্রীনাম-গ্রহণেই পাপক্ষয় হইয়া থাকে, নামের এরূপ প্রভাব জানিয়া সেই বলে পাপকর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া বা পাপকর্ম্মে বুদ্ধিপ্রেরণা [৭]। ধর্ম্মাদি সর্ব্ববিধ শুভকর্ম্মের সহিত শ্রীনামকে সমান মনে করা [৮]। শ্রদ্ধাহীনজনকে শ্রীনাম উপদেশ করা [৯]। শ্রীনাম-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও তাঁহাতে

---

* পূর্ব্বোক্ত বৈষ্ণবনিন্দাদি কয়েকটী অপরাধকে নামাপরাধ-মধ্যে গণনা করিবার হেতু এই—বৈষ্ণবের নিন্দাতে বৈষ্ণব কুপিত না হইতে পারেন, শিব-নিন্দাতে শিব অসন্তুষ্ট না হইতে পারেন, গুরুর অমর্য্যাদাতে শ্রীগুরুদেব রুষ্ট না হইতে পারেন ; কিন্তু এ সকলের অমর্য্যাদা শ্রীনাম কখনও সহ্য করিয়া থাকিতে পারেন না। যে ব্যক্তি এ সকলের নিন্দাদিতে রত, সে ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ নাম-গ্রহণ করা সত্ত্বেও, শ্রীনাম তাহার চিত্তে দ্রবীভাব—নেত্রে অশ্রু—গাত্রে পুলকাদি সাত্ত্বিক-বিকারসকল প্রকাশ করেন না। এ জন্য ঐ সকল অপরাধের ফলে শ্রীনাম কুপিত হইয়া সেই অপরাধীজনে নিজের ফল প্রদান করেন না বলিয়া, শাস্ত্রকারগণ ঐসকলকে (বৈষ্ণব-নিন্দাদিকে) নামাপরাধমধ্যে গণনা করিয়াছেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নাম) প্রীতি না করা [১০]। এই দশ প্রকার নামাপরাধ সর্ব্বপ্রযত্নে অবশ্য পরিত্যাজ্য।

দৈবাৎ অনবধানতাবশতঃ এই সকল অপরাধের কোন একটী ঘটিলে, তৎক্ষণাৎ তাহা হইতে অব্যাহতি লাভের উপায় অবলম্বন করিতে হইবে (১)। বৈষ্ণবের নিকট অপরাধ ঘটিলে, নিজকে অপরাধী মনে করিয়া অত্যন্ত অনুতাপ-সহকারে—যাঁহার নিকট অপরাধ করা হইয়াছে, তাঁহার চরণে শরণাপন্ন হইবে। দণ্ডবৎপ্রণতি, স্তুতি ও যথোচিত সম্মানাদিদ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া, ঐ অপরাধের উপশম করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এ স্থলে যদি মনে করা যায় যে, বৈষ্ণব-নিন্দাদিদ্বারা যে বৈষ্ণবাপরাধ ঘটিয়াছে, উহা ত নামাপরাধেরই অন্তর্গত;

---

(১) অপরাধ ঘটিলে তাহা বুঝিবার উপায় অতি সহজ ; অপরাধ থাকা সত্ত্বে অজস্র নামকীর্ত্তনাদি করিলেও নামের ফল প্রেম বা প্রেমের চিহ্ন অশ্রুপুলকাদি প্রকাশ পাইবে না, চিত্ত গলিবে না।

* * * * *

হেন কৃষ্ণনাম যদি লয় বহুবার।
তবু যদি প্রেম নহে, নহে অশ্রুধার॥
তবে জানি অপরাধ তাহাতে প্রচুর।
কৃষ্ণনাম-বীজ তাহা না হয় অঙ্কুর॥

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

এই সকল অপরাধের মধ্যে বৈষ্ণব-অপরাধ অতীব ভীষণ ; এ জন্য শাস্ত্রে নামাপরাধ-প্রসঙ্গে এইটীর সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ রহিয়াছে। এ সম্বন্ধে শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামীর অভিপ্রায় শুনিলে প্রাণ শুকাইয়া উঠে, বড় ভয় লাগে। তিনি বলেন—

যদি বৈষ্ণব-অপরাধ উঠে হাতি মাতা।
উপাড়ে বা ছিণ্ডে তার শুকি' যায় পাতা॥

শ্রীপাদ ঠাকুরমহাশয়ও এই বৈষ্ণব-অপরাধ হইতে অত্যন্ত ভীত হইয়া বলিয়াছেন,—

হরিস্থানে অপরাধে তারে' হরিনাম।
তোমাস্থানে অপরাধে নাহিক এড়ান॥—প্রার্থনা।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi.

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অতএব নামাপরাধী ব্যক্তির অপরাধ—একমাত্র শ্রীনামের আশ্রয়েই উপশমিত হইবে! নিরর্থক কেন আর ঐ বৈষ্ণবকে স্তব-স্তুতি করিতে যাইব? এরূপ মনে করিলে, নামবলে পাপে-প্রবৃত্তির ন্যায় পুনর্ব্বারও ঐ নামাপরাধই দৃঢ়তররূপে ঘটিবে। সুতরাং যে কোন প্রকারে ঐ বৈষ্ণবের সন্তোষবিধানই উহা হইতে নিষ্কৃতিলাভের প্রকৃষ্ট উপায় (২)। যাঁহার নিকট অপরাধ ঘটিয়াছে, তাঁহাকে চিনিতে না পারিলে, অথবা তাঁহার পুনঃ-সাক্ষাৎকার অসম্ভব হইলে, শ্রীনামের একান্ত শরণাপন্ন হইয়া সেই বৈষ্ণবের সন্তোষ-উদ্দেশে নিরন্তর নাম-কীর্ত্তনাদিই সমুচিত ব্যবস্থা।

বিষ্ণু ও শিবের তত্ত্ব বুঝিতে না পারায় দ্বিতীয় নামাপরাধটী উপস্থিত হইলে, অপরাধী ব্যক্তি শ্রীনামের শরণাপন্ন হইয়া যখন উভয়তত্ত্ববিৎ-সাধু অথবা শাস্ত্রের উপদেশে শ্রীভগবৎ-স্বরূপ হইতে শিবের অভিন্নতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন, তখন অনুতাপ-সহকারে শ্রীনাম-কীর্ত্তন করিতে করিতে এই অপরাধ হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন।

শ্রীগুরুদেবের নিকট অপরাধ উপস্থিত হইলে, পূর্ব্বোক্ত বৈষ্ণবাপরাধের ন্যায় উপায় অবলম্বন করিয়া, শ্রীগুরুদেবকে প্রসন্ন করিতে হইবে। এ অপরাধটীও অতি ভীষণ,—শ্রীহরি রুষ্ট হইলে গুরুদেব রক্ষা করিতে পারেন, গুরুদেব রুষ্ট হইলে তাহার আর নিস্তার নাই। এজন্য সর্ব্বপ্রযত্নে গুরুদেবকে প্রসন্ন করা কর্ত্তব্য (৩)।

শ্রুতি-পুরাণাদি শাস্ত্রের নিন্দারূপ চতুর্থ অপরাধ ঘটিলে, ঐ সকল শাস্ত্রের পুনঃ পুনঃ প্রশংসা ও ঐ সকল শাস্ত্রের অনুষ্ঠানকারীদের অভিনন্দন সহকারে উচ্চৈঃস্বরে শ্রীনাম-কীর্ত্তন করিলে, উহা হইতে অব্যাহতি লাভ করা যায়।

অপর ছয়টী নামাপরাধের যে কোনটী ঘটিলে, শ্রীনামেরই শরণাপন্ন হইয়া সর্ব্বদা শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন করিতে হইবে। এবং যে কারণে অপরাধ উপস্থিত

(২) মহদপরাধস্য ভোগ এব নিবর্ত্তকঃ তদনুগ্রহো বা।—নামকৌমুদী।

(৩) হরৌ রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন গুরুমেব প্রসাদয়েৎ ॥
—ভক্তিসন্দর্ভঃ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অথ বৈধী লক্ষণং। শ্রবণকীর্ত্তনাদীনি শাস্ত্রশাসনভয়েন যদি ক্রিয়ন্তে তদা বৈধীভক্তিঃ।৮।

শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদপ্রোক্তা টীকা।

অথাত্র সাধনাদৌ প্রবৃত্তি সাধকে কুত্রচিৎ লোভস্য কারণস্য কুত্রচিৎ শাস্ত্র-

হইয়াছিল, সাবধানে সেই কারণ হইতে নিবৃত্ত থাকিবে। নামাপরাধ মধ্যে ৫ম অপরাধের মূল কারণ অর্থবাদ, ৬ষ্ঠ অপরাধের মূল কারণ শ্রীনামের কুব্যাখ্যাদি, ৭ম অপরাধের মূল কারণ নাম-বলে পাপে প্রবৃত্তি, ৮ম অপরাধের মূল কারণ— অন্য শুভকর্মাদির সহিত নামকে সমান মনে করা, ৯ম অপরাধের মূল কারণ— শ্রদ্ধাহীনজনে নামোপদেশ, ১০ম অপরাধের মূল কারণ—নাম-মাহাত্ম্য শ্রবণের পরও নামে প্রীতি না করা—এই সকল কারণ হইতে নিবৃত্ত থাকিলেই, নামে অর্থবাদাদি ঐ ছয়টী অপরাধ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারা যায়।

পূর্ব্বোক্ত (যানৈর্বা পাদুকৈর্বাপি গমনং ভগবদ্গৃহে ইত্যাদি) সেবাপরাধ-সকল হইতে নিষ্কৃতি লাভের নিমিত্তও শ্রীনাম-নামীর শরণাপন্ন হইয়া,সেবাপরাধের মূল কারণগুলি বর্জ্জন করিতে হইবে। নামকীর্ত্তনাদিদ্বারা, অপরাধনিবর্ত্তক স্তোত্রাদি-পাঠদ্বারা ও সতত সেবাদ্বারা শ্রীভগবৎ-সন্তোষ-বিধানে সেবাপরাধ ক্ষয় হইয়া থাকে। কিন্তু তাই বলিয়া অসাবধান থাকিলে চলিবে না। ফলকথা সর্ব্ববিধ অপরাধের মূল কারণ একমাত্র অনাদরবুদ্ধি; এজন্য ঐ সকল অপরাধ হইতে বিমুক্ত থাকিতে হইলে, সাধু-গুরু-নাম-নামীর প্রতি যে কোন প্রকার অনাদরবুদ্ধি সর্ব্বপ্রযত্নে বর্জ্জনীয় *। ৭।

বৈধীভক্তি।

অনন্তর বৈধীভক্তির লক্ষণ বলা যাইতেছে।—শাস্ত্রশাসন-ভয়ে যদি শ্রবণ-

* তস্মাদপরাধনিবৃত্ত্যর্থম্ অনাদর এব পরিত্যাজ্য ইত্যর্থঃ।—ভক্তিসন্দর্ভঃ।

পরমাত্ম-সন্দর্ভ, ভক্তিসন্দর্ভ, ক্রমসন্দর্ভ, শ্রীহরিভক্তিবিলাস ও মাধুর্য্য-কাদম্বিনী প্রভৃতি গ্রন্থ অবলম্বনে এই সকল অপরাধের বিচার অতি সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইল। গ্রন্থবিস্তারভয়ে মূল-প্রমাণগুলি সমস্ত উদ্ধৃত হইল না।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদপ্রোক্তা টীকা।

নাস্তিমত্ত্বং। তত্র চ যস্যাঃ ভক্তৌ লোভস্য কারণত্বং নাস্তি কিন্তু শাস্ত্রশাসনত্বমেব সা বৈধীত্যাহ যত্রেতি। রাগোঽত্র শ্রীমূর্ত্তিদর্শনাদ্‌ভাগবতলীলা-ভক্তলীলা শ্রবণাদ্যনন্তে

কীর্ত্তনাদি ভক্তি-অঙ্গ সকলের অনুষ্ঠান করা হয়, তবে তাহা বৈধীভক্তি বলা যায়।

বৈধী ও রাগানুগা—এই দ্বিবিধ ভক্তিমার্গেই সাধনাদিতে প্রবৃত্তি, প্রায় সমান বলিয়া মনে হয়। বৈধীভক্তির প্রবৃত্তিতেও যেমন শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান দেখা যায়, রাগানুগাভক্তির প্রবৃত্তিতেও সেই প্রকার শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি অঙ্গেরই অনুষ্ঠান লক্ষিত হয়। অতএব দ্বিবিধ সাধনভক্তির প্রবৃত্তিই আপাততঃ একরূপ বলিয়া প্রতীয়মান হয় বটে। কিন্তু ভক্তি-প্রবৃত্তির কারণানুসন্ধান করিলেই; বৈধী ও রাগানুগা—এই দ্বিবিধ সাধন-ভক্তির ভেদ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে; কোথাও দেখা যায় "লোভই ভক্তি-প্রবৃত্তির কারণ" আবার কোথাও বা "শাস্ত্র-শাসনই ভক্তি-প্রবৃত্তির কারণ"।

তন্মধ্যে যে সাধন-ভক্তিতে প্রবৃত্তির কারণ লোভ নহে, কিন্তু শাস্ত্র-শাসনই প্রবৃত্তির কারণ, তাহাই বৈধীভক্তি বলিয়া কথিত। ইহাই মূলগ্রন্থে যত্র ইত্যাদি * কারিকাতে বর্ণিত হইয়াছে।

যে স্থলে দেখা যাইতেছে যে, শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠান আরম্ভ হইয়াছে, অথচ ইহার কারণ অনুসন্ধানে জানা যাইতেছে যে, এই ভক্তি-অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে রাগোৎপত্তি হয় নাই; সে স্থলে ভক্তি-প্রবৃত্তির কারণ রাগ নহে। এস্থলে (মূলের যত্র রাগানবাপ্তত্বাৎ বাক্যে) রাগ শব্দের অর্থ,—শ্রীমূর্ত্তিদর্শনহেতু এবং শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের বাল্যাদি লীলামাধুর্য্য শ্রবণহেতু §.

---

* যত্র রাগানবাপ্তত্বাৎ প্রবৃত্তিরুপজায়তে।
শাসনেনৈব শাস্ত্রস্য সা বৈধী ভক্তিরুচ্যতে॥
—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

§ গভীর অভিনিবেশ সহকারে প্রত্যহ শ্রীবিগ্রহ দর্শন এবং শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের বাল্যাদি লীলা-কথা শ্রবণ, ভক্তনেত্র-জনগণের একান্ত হিতকর; ইহাই লোভোৎপত্তির মূল কারণ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদপ্রোক্তা টীকা।

লোভস্তদনবাপ্তত্বাত্তদনধীনত্বাদ্ধেতোঃ শাস্ত্রস্য শাসনেনৈব যা প্রবৃত্তিরুপজায়তে সা ভক্তির্বৈধী উচ্যতে ॥৮॥

ভজনের নিমিত্ত "লোভ"। সর্ব্বাগ্রে এই লোভের অপ্রাপ্তিবশতঃ ভক্তিতে প্রবৃত্তিলাভের হেতু লোভ না হওয়াতে, যেখানে ভক্তি-প্রবৃত্তি লোভের অধীন নহে অর্থাৎ লোভ-প্রবর্ত্তিত বা লোভদ্বারা পরিচালিত নহে, এইজন্য শাস্ত্র শাসন-হেতু যে ভক্তিতে প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে, সেই ভক্তির নাম বৈধীভক্তি।

"সর্ব্বদা বিষ্ণুকে স্মরণ করিবে" এইটী নিখিল বিধির অধীশ্বর; আর "কখনও বিষ্ণুকে বিস্মৃত হইবে না" এইটী নিখিল নিষেধের অধীশ্বর। "অহরহঃ সন্ধ্যা উপাসনা করিবে, কদাচ ব্রহ্ম-হত্যা করিবে না" ইত্যাদিরূপ অন্যান্য যাবতীয় শাস্ত্র-বিধিনিষেধ সকল পূর্ব্বোক্ত বিধিনিষেধ দুইটীর কিঙ্কর *। সাক্ষাৎ অধীশ্বরের শরণাগত জনের প্রতি যেমন অধীশ্বরের আজ্ঞাধীন কিঙ্করগণ কোনই প্রভুত্ব করিতে পারে না, বরং তাহার অনুকূলই থাকে, সেইরূপ যে ব্যক্তি অধীশ্বর স্থানীয় বিষ্ণুস্মরণাদিরূপ বিধি-নিষেধের অনুবর্ত্তী হইয়া চলেন অর্থাৎ সর্ব্বদা বিষ্ণুকে স্মরণ করেন—কদাচ বিষ্ণুকে বিস্মৃত হন না, তিনি অপরাপর শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ হইতে বিমুক্ত থাকেন— তাঁহার আর কোথা হইতেও কোন ভয়ের সম্ভাবনা থাকে না।" এই সকল শাস্ত্র-বিধিনিষেধের অনুরোধে যাঁহারা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদের অনুষ্ঠিত ভক্তিকে বৈধীভক্তি বলা যায়। বহুকাল এই বৈধী-ভক্তির অনুশীলন করিতে করিতে ভাব বা রতিভক্তির আবির্ভাব হইয়া থাকে। যতদিন রতির আবির্ভাব না হইবে,ততদিন পর্য্যন্ত সাধক বৈধী-ভক্তির অধিকারী থাকিবেন এবং ততদিন পর্য্যন্ত সাধককে অনুকূল শাস্ত্র ও অনুকূল তর্কের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতে হইবে। শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধের প্রবল মর্য্যাদা বিদ্যমান থাকায়, এই বৈধী-ভক্তিকে কেহ কেহ মর্য্যাদামার্গ বলিয়া কীর্ত্তন করেন ॥৮॥

* স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতু চিৎ।
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥
—পদ্মপুরাণম্।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অথ রাগানুগা-লক্ষণং।— নিজাভিমতব্রজরাজনন্দনস্য সেবা-প্রাপ্তিলোভেন যদি তানি ক্রিয়ন্তে তদা রাগানুগা ভক্তিঃ। যদুক্তং—

রাগানুগা ভক্তি।

অতঃপর রাগানুগা-ভক্তির লক্ষণ বর্ণিত হইতেছে।—রাগানুগা-ভক্তি বুঝিতে হইলে, প্রথমতঃ 'রাগ কাহাকে বলে' জানা আবশ্যক; এজন্য রাগের লক্ষণ বলা যাইতেছে। যথা—নিজাভিলষিত আনুকূল্যবিষয়ে অর্থাৎ যে শ্রীভগবৎস্বরূপে অনুকূল অনুশীলন * করিবার নিমিত্ত নিজের অভিলাষ হয়, সেই শ্রীভগবৎ-স্বরূপে স্বাভাবিকী পরমাবিষ্টতা বা প্রেমময়ী-তৃষ্ণার নাম রাগ (১)। এস্থলে মূল শ্লোকের § "ইষ্টে স্বারসিকী" এইটী রাগের স্বরূপ-লক্ষণ, আর "পরমা-বিষ্টতা" এইটী তটস্থ লক্ষণ (২)।

ইষ্টে গাঢ় তৃষ্ণা রাগ-স্বরূপ-লক্ষণ।
ইষ্টে আবিষ্টতা তটস্থ লক্ষণ কথন॥

—শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত।

---

* অনুকূল অনুশীলনের অর্থ ১৩—১৮ পৃষ্ঠায় দেখুন।

(১) বিষয়িণঃ স্বাভাবিকো বিষয়সংসর্গেচ্ছাতিশয়ময়ঃ প্রেমা রাগঃ। যথা চক্ষুরাদীনাং সৌন্দর্য্যাদৌ। তাদৃশ এবাত্র ভক্তস্য শ্রীভগবত্যপি রাগ ইত্যুচ্যতে। —শ্রীভক্তি-সন্দর্ভঃ। শ্রীজীব গোস্বামিপাদ দৃষ্টান্ত দ্বারা রাগের স্বরূপ বুঝাইতে-ছেন। যথা—বিষয়িজনের বিষয়-সংসর্গ লাভের নিমিত্ত স্বাভাবিক ইচ্ছাতিশয়-স্বরূপ প্রীতির নাম রাগ। যেমন চক্ষু-কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ, রূপশব্দাদি স্ব স্ব গ্রাহ্যবিষয়ের সহিত মিলিত হইবার জন্য স্বভাবতই অনুরক্ত, ইহাতে কাহারও প্রেরণার অপেক্ষা নাই; সেই প্রকার শ্রীভগবদ্বিষয়ে ভক্তের যে স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষাতিশয়াত্মক প্রেম, তাহাকেই রাগ বলা যায়।

§ ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ।
তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোদিতা॥

—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

(২) স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ ১৮।১৯ পৃষ্ঠায় পাদটীকায় দেখুন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

গাঢ় তৃষ্ণা বলাতে তরল-তৃষ্ণাও একটী আছে বুঝিতে হইবে; যেমন বরফ আর জল। তরল অবস্থায় জলের উপর তৃণ-ধূলি-ইষ্টক প্রভৃতি নিক্ষেপ করা মাত্র ভিতরে প্রবেশ করে। আবার ঐ জল জমাট বাঁধিয়া যখন বরফ হয়, তখন তাহার উপর যতই তৃণাদি নিক্ষেপ করা যাক না কেন, কিছুতেই উহা ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না। সেই প্রকার ইষ্টবিষয়ে তৃষ্ণা যেখানে তরল রহিয়াছে, সেখানে ঐ তৃষ্ণার ভিতরে ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহারূপ তৃণরাশি অনায়াসে প্রবেশ করিতে পারে। কিন্তু ইষ্টবিষয়িণী তৃষ্ণা যেখানে গাঢ় অবস্থায় প্রেমময়ী রূপে বিরাজিত, সেখানে তৃষ্ণার ভিতরে ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা বা যে কোন-প্রকার স্ব-সুখলালসার লেশমাত্র প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় না। এই গাঢ় তৃষ্ণাই রাগের স্বরূপলক্ষণ।

গাঢ় তৃষ্ণাতুর ব্যক্তির যেমন একমাত্র জলেই আবেশ, জল ভিন্ন অন্য বস্তুর অনুসন্ধান লইতে মন অসমর্থ, সেই প্রকার নিজাভীষ্ট শ্রীভগবৎস্বরূপে যাঁহার পরম আবিষ্টতা বিদ্যমান, তাঁহার মনে কখনও অভীষ্ট ভিন্ন অন্য বস্তুর অনুসন্ধান নাই। ইষ্টবিষয়ে এরূপ পরম আবিষ্টতাই রাগের তটস্থ লক্ষণ।

পূর্ব্বোক্ত উভয়বিধ লক্ষণ দ্বারা রাগের স্বরূপ নিরূপণ করা হয়। এই রাগময়ী বা একমাত্র রাগপ্রেরিতা ভক্তির নাম রাগাত্মিকা-ভক্তি। রাগাত্মিকা-ভক্তি কেবল ব্রজবাসিজনাদিতেই বিরাজমানা। এই রাগাত্মিকা-ভক্তি-নিষ্ঠ ব্রজবাসিজনের ও তাঁহাদের সেই রাগাত্মিকা-ভক্তি-পরিপাটীর অনুসরণ পূর্ব্বক যাঁহারা নিজাভিলষিত শ্রীব্রজরাজনন্দনের সেবাপ্রাপ্তি-লোভে, পূর্ব্বোক্ত শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তি-অঙ্গসকলের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদের অনুষ্ঠিত সেই ভক্তি-পরিপাটীই রাগানুগা-ভক্তি * বলিয়া কীর্ত্তিত।

* কামরূপা-সম্বন্ধরূপা ভেদে রাগাত্মিকা-ভক্তি দ্বিবিধ বলিয়া, তদনুগতা রাগানুগা-ভক্তিও কামানুগা-সম্বন্ধানুগা ভেদে দুই প্রকার। কাম অর্থাৎ রাগবিশেষ দ্বারা করা হয় যে ভক্তি, তাহার নাম কামরূপা-ভক্তি (কামেন রাগবিশেষেণ রূপ্যতে ক্রিয়তে ইতি কামরূপা—শ্রীচক্রবর্ত্তী)। এবং সম্বন্ধ অর্থাৎ পিতৃত্বাদি সম্বন্ধহেতুক রাগবিশেষ দ্বারা যে ভক্তি করা হয়, তাহার নাম সম্বন্ধরূপা ভক্তি (সম্বন্ধেন তদ্ধেতুক-রাগবিশেষেণ রূপ্যতে ক্রিয়তে ইতি সম্বন্ধরূপা—ঐ)। এই সম্বন্ধরূপা ভক্তি শ্রীনন্দ-যশোদাদিতে দৃষ্ট হয়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সেবা সাধক-রূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি ।
তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্যা ব্রজলোকানুসারতঃ ॥

শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদপ্রোক্তা টীকা ।

সাধকরূপেণ যথাবস্থিতদেহেন সিদ্ধরূপেণ অন্তশ্চিন্তিতাভীষ্ট-তৎ-সেবোপযোগি-দেহেন । তস্য ব্রজস্থস্য শ্রীকৃষ্ণপ্রেষ্ঠস্য যো ভাবো রতিবিশেষ স্তল্লিপ্সুনা । ব্রজলোকা-স্তত্তৎকৃষ্ণপ্রেষ্ঠজনাঃ শ্রীরাধা-ললিতা-বিশাখা-রূপমঞ্জর্য্যাদ্যা (১) স্তদনুগতাঃ শ্রীরূপ-গোস্বামি-প্রভৃতয়শ্চ তেষামনুসারতঃ । তথাচ সিদ্ধরূপেণ মানসী সেবা শ্রীরাধা-ললিতা-বিশাখা-শ্রীরূপ মঞ্জর্য্যাদীনামনুসারেণ কর্ত্তব্যা । সাধকরূপেণ কায়িক্যাদি

এই রাগানুগা ভক্তির অনুষ্ঠান দুই প্রকারে করিতে হয় । এ সম্বন্ধে মূলগ্রন্থে বর্ণিত আছে ;—সাধকরূপে অর্থাৎ যথাবস্থিত দেহ (বাহ্যদেহ) দ্বারা এবং সিদ্ধরূপে অর্থাৎ নিজাভিলষিত প্রেম-সেবার উপযোগী অন্তশ্চিন্তিত দেহ দ্বারা, ব্রজস্থিত নিজাভীষ্ট শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়জনের ভাব বা (শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক) রতিবিশেষ লাভের নিমিত্ত লুব্ধ হইয়া, ঐ ব্রজলোকের (ব্রজস্থিত শ্রীকৃষ্ণ-প্রিয়জনের) অনুসরণ পূর্ব্বক সেবা করিতে হইবে । এস্থলে "ব্রজলোক" বলিতে শ্রীকৃষ্ণের

সম্বন্ধরূপা ভক্তির উপাদান যে রাগবিশেষ, তাহার হেতু (কারণ) হইল সম্বন্ধ । কিন্তু কামরূপা ভক্তির উপাদান যে রাগবিশেষ, তাহার আর কোনই হেতু নাই ; কারণ এ রাগটী সম্বন্ধের অনুরোধে প্রকটিত নহে । সুতরাং এই কামরূপা অংশই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । যেহেতু এই কামরূপা ভক্তিতে একমাত্র কৃষ্ণসুখের নিমিত্তই যত কিছু চেষ্টা পরিলক্ষিত হয় । কামরূপা ভক্তি শ্রীব্রজদেবীগণ-মধ্যেই বিরাজিত । ব্রজদেবীগণের প্রেমবিশেষই কোন এক অনির্ব্বচনীয় মাধুরী প্রাপ্ত হইয়া রসময়লীলা-সমূহের কারণ হয় বলিয়া, পণ্ডিতগণ এই প্রেমবিশেষকে কাম শব্দে অভিহিত করিয়াছেন । শ্রীভগবৎপ্রিয় উদ্ধবমহাশয় প্রভৃতিও এতাদৃশ প্রেমাতিশয়ের প্রার্থনা করিয়াছেন, কিন্তু প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই । যেহেতু ব্রজদেবীগণ ও তাঁহাদের ভাবের আনুগত্য ব্যতিরেকে ঐরূপ প্রেমাতিশয় লাভ করা যায় না । কামরূপা ভক্তির অনুগতা যে কামানুগা ভক্তি, তাহাই এ স্থলে বর্ণিত হইতেছে ।

(১) শ্রীরাধাচন্দ্রাবল্যাদ্যাঃ ইতি পাঠান্তরম্ ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অতীব প্রিয়জন—শ্রীরাধিকা-ললিতা-বিশাখা-শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতি এবং তদনুগত শ্রীরূপগোস্বামী সনাতনগোস্বামী প্রভৃতি। সিদ্ধরূপে মানসী-সেবা শ্রীরূপ-মঞ্জরী প্রভৃতি ব্রজজনের অনুসারে * করিতে হইবে। এবং সাধকরূপে কায়িকী সেবা শ্রীরূপ-সনাতনাদি ব্রজবাসী জনের অনুসারে করিতে হইবে।

---

* 'ব্রজলোকানুসারতঃ' পদের ব্যাখ্যায় কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন যে, "ব্রজলোক বলিতে যখন শ্রীরাধা-ললিতা-বিশাখাদিকে গ্রহণ করা হইয়াছে, তখন শ্রীরাধা-ললিতা প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের যে সকল সেবাকার্য্য করেন, তাঁহাদের অনুসারে আমরাও সিদ্ধদেহে সেই সকল সেবা করিব!" এরূপ আপত্তি যুক্তিসঙ্গত নহে; কারণ এরূপ মতের অনুসরণ করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত রাগানুগা ভক্তি বা আনুগত্য-ভজন সিদ্ধ হয় না, পরন্তু অহংগ্রহ-উপাসনার ভাবই কতকটা প্রকাশ পায়।

এজন্য 'অনুসারে' বলাতে তাঁহারা যাহা করেন, ঠিক তাহাই করিতে হইবে—এমত বুঝিতে হইবে না। সৃ ধাতুর অর্থ গমন। অতএব অনুসারে—অনুগত ভাবে, আজ্ঞাধীন রূপে। শ্রীরাধা-ললিতাদির অনুসারে অর্থাৎ অনুগতভাবে তাঁহাদের আজ্ঞা-অপেক্ষা করিয়া সিদ্ধদেহে সেবা করিতে হইবে। এ সম্বন্ধে শ্রীপাদ নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন,—

"প্রাণেশ্বরি! কবে মোরে হবে কৃপাদিঠি।
আজ্ঞায় আনিয়া কবে, বিবিধ ফুলবর,
শুনিব বচন দুহুঁ মিঠি॥"
"ললিতা বিশাখা আদি যত সখীবৃন্দ।
আজ্ঞায় করিব সেবা চরণারবিন্দ॥"
"ললিতা কবে মোরে, বীজন দেওব,
বীজব মারুত মন্দে।"

শ্রীমন্মহাপ্রভুপ্রবর্ত্তিত এই মঞ্জরীভাবের উপাসনাতে সর্ব্বাগ্রে শ্রীরূপমঞ্জরীর অনুগত ভাবে তাঁহার নিয়োগানুসারে সিদ্ধদেহে সেবা করিতে হইবে। তদ্ভিন্ন শ্রীরাধা-ললিতাদির আজ্ঞালাভ সুদূরপরাহত। তাই শ্রীপাদ ঠাকুরমহাশয় আরও বলিয়াছেন,—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পাদ-টীকানুবৃত্তি।

শুনিয়াছি সাধুমুখে বলে সর্ব্বজন।
শ্রীরূপ-কৃপায় মিলে যুগল-চরণ॥
*　　　*　　　*
প্রভু লোকনাথ কবে সঙ্গে লঞা যাবে।
শ্রীরূপের পাদপদ্মে মোরে সমর্পিবে॥
এই নবদাসী বলি শ্রীরূপ চাহিবে।
*　　　*　　　*
শীঘ্র আজ্ঞা করিবেন দাসী হেথা আয়।
সেবার সুসজ্জা কার্য্য করহ ত্বরায়॥
*　　　*　　　*
শ্রীরূপ-পশ্চাতে আমি রহিব ভীত হঞা।
দোঁহে পুন কহিবেন আমা পানে চাঞা॥
*　　　*　　　*
কোথায় পাইলে রূপ এই নবদাসী॥

ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের লীলারসই রাগানুগীয় সাধকের আস্বাদ্য; এই শ্রীকৃষ্ণ-লীলারস আস্বাদন আবার শ্রীগৌরলীলাতে প্রবেশ ব্যতীত সম্ভবপর নহে। এ সম্বন্ধে শ্রীকবিরাজ-গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন,—

কৃষ্ণলীলামৃতসার,　　তার শত শত ধার,
দশদিকে বহে যাহা হইতে।
সে চৈতন্যলীলা হয়,　　সরোবর অক্ষয়,
মনোহংস চরাই তাহাতে॥
*　　　*　　　*
নানাভাবে ভক্তজন,　　হংসচক্রবাকগণ,
যাতে সবে করেন বিহার।
কৃষ্ণ-কেলিমৃণাল,　　যাহা পাই সর্ব্বকাল,
ভক্তহংস করয়ে আহার॥

—শ্রীচরিতামৃত, মধ্য ২৫শ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতম্।
তত্তৎকথারতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা ॥৭॥

শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদপ্রোক্তা টীকা।

সেবাতু শ্রীরূপ-সনাতনাদি ব্রজবাসিনামনুসারেণ কর্ত্তব্যেত্যর্থঃ। এতেন ব্রজলোক-

আধুনিক বিরুদ্ধমতাবলম্বিগণের সিদ্ধান্ত এই,—"ব্রজলোকপদে যখন শ্রীরাধা-ললিতাদিকেই গ্রহণ করা হইল, তখন শুধু তাঁহাদের অনুসারেই সাধকদেহে কায়িকী সেবাও করিতে হইবে। যদি তাহাই হয়, তবে শ্রীরাধা-ললিতাদি কখনও গুরুপাদাশ্রয় একাদশীব্রত শালগ্রাম-সেবা তুলসী-সেবা প্রভৃতি করেন নাই; সুতরাং তদনুসরণকারী আমাদেরও উহা কর্ত্তব্য নহে।" এই বলিয়া

শ্রীকবিরাজগোস্বামিপাদ রাগানুগীয়-সাধককে লক্ষ্য করিয়াই এসকল বাক্যের অবতারণা করিয়াছেন। অতএব রাগানুগীয় সাধককে গৌরলীলার ভিতর দিয়াই কৃষ্ণ-লীলা আস্বাদন করিতে হইবে। এজন্য সাধককে শ্রীগৌরলীলা স্মরণ ও গৌরপার্ষদগণের অনুসরণ অবশ্য করিতে হইবে। গৌরপার্ষদগণের অনুসরণ যখন কর্ত্তব্য, তখন গৌরপার্ষদ শ্রীরূপগোস্বামী প্রভৃতির আচরিত গুরুপাদাশ্রয়-গ্রহণাদিও যে অবশ্যকর্ত্তব্য, এ বিষয়ে আর সন্দেহ কি? শ্রীগৌরসুন্দরের নিত্যসিদ্ধ-পরিকর শ্রীরূপগোস্বামিচরণ অন্ত-প্রকাশে শ্রীরূপমঞ্জরীরূপে শ্রীকৃষ্ণ-সেবায় সতত নিযুক্ত থাকিয়াও আবার বাহ্যদেহে সাধকাভিমানে শ্রীকৃষ্ণসেবা লাভের নিমিত্ত কতই না সকাকু প্রার্থনা করিতেন এবং ঐরূপ প্রার্থনা করিতে করিতে কখনও বা অন্তর্মনা হইয়া শ্রীরূপমঞ্জরী-আবেশে শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ-সেবাসুখও আস্বাদন করিতেন। এজন্য শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎসেবালাভের নিমিত্ত যাঁহারা লোলুপ, ব্রজবাসিজনের আনুগত্য যাঁহাদের প্রার্থনীয়, তাঁহাদের পক্ষে সাধকদেহে শ্রীরূপগোস্বামী প্রভৃতির অনুসরণ অবশ্য কর্ত্তব্য। যাঁহারা সাধকদেহে ইঁহাদের অনুসরণ না করিয়া গুরুপাদাশ্রয়াদি সাধকদেহোচিত-সেবা পরিত্যাগ করেন, তাঁহাদের দ্বারাই সহজিয়া প্রভৃতি উপধর্ম্মের প্রবর্ত্তন হইয়া থাকে এবং কোনও কালেও ব্রজবাসিজনের আনুগত্য তাঁহাদের সিদ্ধ হয় না।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদপ্রোক্তা টীকা।

পদেন ব্রজস্থ শ্রীরাধা-ললিতাদ্যা এব গ্রাহ্যাস্তাসামনুসারেণৈব সাধকদেহেন কায়িক্যাদি-সেবাপি কর্ত্তব্যা। এবং সতি তাভিগুরুপাদাশ্রয়ৈকাদশীব্রত-শালগ্রাম তুলসী সেবাদয়ো ন কৃতাস্তদনুগতৈরস্মাভিরপি ন কর্ত্তব্যা ইত্যাধুনিকানাং বিমতমপি নিরস্তম্। অতএব শ্রীজীবগোস্বামিচরণৈরপি অস্য গ্রন্থস্য টীকায়াং তথৈবোক্তং। যথা—ব্রজলোকাস্তত্তৎকৃষ্ণপ্রেষ্ঠজনাস্তদনুগতাশ্চ ইতি॥

অথ রাগানুগায়াঃ পরিপাটীমাহ কৃষ্ণমিত্যাদিনা। প্রেষ্ঠং স্বপ্রিয়তমং কিশোরং

উঁহারা গুরুপাদাশ্রয়াদি সাধনভক্তির অঙ্গসকলের অনুষ্ঠান অনাবশ্যক বোধ করেন। কিন্তু ব্রজলোকপদে শ্রীরাধা-ললিতা-বিশাখা-শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতি এবং শ্রীরূপগোস্বামী প্রভৃতি—এই উভয়বিধ পরিকর গৃহীত হওয়ায়, শ্রীরাধা-ললিতা-বিশাখা শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতির অনুসরণ যেমন কর্ত্তব্য, আবার শ্রীরূপ-গোস্বামী প্রভৃতির অনুসরণও তেমন কর্ত্তব্য। সুতরাং শ্রীরাধা-ললিতা-বিশাখা-শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতি যদিও গুরুপাদাশ্রয়াদি গ্রহণ করেন নাই সত্য, কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দরের নিত্যসিদ্ধ পরিকর হইয়াও শ্রীরূপগোস্বামী প্রভৃতি সাধকাভিমানে গুরুপাদাশ্রয়াদি গ্রহণ করিয়াছেন; এজন্য রাগানুগীয় সাধককে সাধকদেহে শ্রীরূপগোস্বামী প্রভৃতির অনুসরণ পূর্ব্বক গুরুপাদাশ্রয়াদি কায়িকী-সেবা অবশ্য করিতে হইবে। এ কথা ঐ ব্রজলোকপদের প্রয়োগ দ্বারাই পাওয়া যাইতেছে; সুতরাং আধুনিক বিরুদ্ধ মতাবলম্বিগণের পূর্ব্বোক্ত অপসিদ্ধান্তটী এই ব্রজলোকপদের দ্বারাই খণ্ডিত হইয়াছে। শ্রীজীবগোস্বামিচরণও ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে এই শ্লোকের টীকাতে এরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। যথা—ব্রজলোক—শ্রীকৃষ্ণের প্রেষ্ঠবর্গ (শ্রীরাধাললিতাবিশাখা-শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতি) এবং তদনুগত (শ্রীরূপগোস্বামী প্রভৃতি)। অতএব সিদ্ধদেহে শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতি ব্রজবাসি-জনের অনুসরণ-পূর্ব্বক মানসিকী সেবা করিতে হইবে এবং সাধকদেহে শ্রীরূপ-গোস্বামী প্রভৃতির অনুসরণ-পূর্ব্বক কায়িকীসেবা করিতে হইবে।

অনন্তর রাগানুগাভক্তির পরিপাটী বর্ণন করিতেছেন। যথা—এই রাগানুগা-মার্গে স্মরণই প্রধান। সাধক, নিজাভিলষিত-লীলাবিলাসী শ্রীকৃষ্ণকে ও শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমজনকে স্মরণ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ-কথা ও শ্রীকৃষ্ণ-প্রিয়জনের কথায়

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তত্র রাগানুগায়াং স্মরণস্য মুখ্যত্বং। তচ্চ স্মরণং নিজভাবোচিত-লীলা-বেশ-স্বভাবস্য কৃষ্ণস্য তৎপ্রিয়জনস্য চ। তথৈব কীর্ত্তনাদিকমপি।

শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদপ্রোক্তা টীকা।

নন্দনন্দনং স্মরন্ এবমস্য কৃষ্ণস্য তাদৃশ-ভক্তজনম্। অথচ স্বস্য সমীহিতং স্বসমানবাসনমিতি যাবৎ। তথাচ তাদৃশং জনং স্মরন্ ব্রজে বাসং সদা কুর্য্যাৎ। সামর্থ্যে সতি শ্রীমন্নন্দব্রজাবাসস্থান-বৃন্দাবনাদৌ শরীরেণ বাসং কুর্য্যাৎ। তদভাবে মনসাপীত্যর্থঃ ॥১॥

অনুরক্ত হইয়া সর্ব্বদা ব্রজে বাস করিবেন। এ স্থলে সাধকের স্মরণীয় শ্রীকৃষ্ণ ও তদীয় প্রিয়জন আবার নিজসমীহিত হওয়া আবশ্যক। সমীহিত-পদটী শ্লিষ্টার্থযুক্ত। যথা—সমীহিত—সম্যক্ ঈহিত। ঈহিত-শব্দের একটী অর্থ—অভিলষিত, অপর অর্থ—চেষ্টা, ক্রীড়া বা লীলা। মধুরজাতীয় ব্রজপ্রেমানুরাগী-সাধক, নিজসমীহিত—নিজাভিলষিত—লীলাবিলাসী নবকিশোর—শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিবেন এবং নিজসমীহিত—নিজাভিলষিত ভাবাপন্ন বা নিজবাসনানুরূপ শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়জনকে স্মরণ করিবেন। এইরূপে স্মরণপরায়ণ হইয়া সাধককে যে সর্ব্বদা ব্রজে বাস করিতে হইবে, তাহা আবার দুই প্রকারে সিদ্ধ হইতে পারে। যথা—যাঁহার সামর্থ্য আছে, তিনি সশরীরে বৃন্দাবনাদি শ্রীমন্নন্দব্রজাবাস-স্থানে বাস করিবেন। আর যিনি তাহাতে অসমর্থ, তিনি মানসে ব্রজে বাস করিবেন।

বৈধীভক্তিতে শ্রবণকীর্ত্তনাদি যে সকল ভক্তি-অঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে, এই রাগানুগামার্গেও সেই সকলকেই সাধনভক্তির অঙ্গ বলিয়া জানিতে হইবে। তবে রাগানুগামার্গে ভাবের অবিরোধে যথাযোগ্যরূপে ঐ সকল অঙ্গ অনুষ্ঠেয়। সাক্ষাৎ প্রেমসেবার পুষ্টিসাধনকারী বলিয়া, এই রাগানুগামার্গকে কোন কোন বিজ্ঞজন পুষ্টিমার্গ বলিয়া অভিহিত করেন। ৯

পূর্ব্বোক্ত রাগানুগা-ভক্তিতে স্মরণাঙ্গই প্রধান। সেই স্মরণ আবার নিজ-ভাবোচিত লীলা-বেশ-স্বভাব-বিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ ও তদীয় প্রিয়জনসম্বন্ধীয় হওয়া আবশ্যক। অর্থাৎ যে সাধক ব্রজজাতীয়-মধুরভাবে লোভহেতু ভজনে প্রবৃত্ত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হইয়াছেন, তাঁহাকে মধুরলীলাকারী গোপবেশধারী ধীরললিতস্বভাববিশিষ্ট * শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধীয় ও তদুচিত লীলা-বেশ-স্বভাব-শালিনী শ্রীরাধাললিতা প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সীগণ-সম্বন্ধীয় লীলাবিলাসাদি নিরন্তর স্মরণ করিতে হইবে। এইরূপে যাঁহারা বাৎসল্যভাবে লুব্ধ, তাঁহারা বাৎসল্যভাবোচিত লীলা-বেশ-স্বভাব-বিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীনন্দযশোদাদি বৎসলগণের সহিত তদীয় বাল্যলীলা স্মরণ করিবেন; আর যাঁহারা সখ্যভাবে লুব্ধ, তাঁহারা সখ্যভাবোচিত-লীলাবেশ-স্বভাবশালী শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীসুবলাদি-সখাগণের সহিত তদীয় সখ্যভাবময়ী লীলা স্মরণ করিবেন।

কীর্ত্তনাদি অন্যান্য অঙ্গসকলও ঐরূপ নিজভাবোচিত লীলা-বেশ-স্বভাব-বিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ ও তদীয় প্রিয়জন-সম্পর্কিত হওয়া প্রয়োজন। অর্চ্চনাদিতেও মুদ্রান্যাসাদি দ্বারকাধ্যানাদি মহিষীবৃন্দের পূজা প্রভৃতি যদিও আগমাদি-শাস্ত্রে বিহিত আছে, তথাপি উহা নিজভাবের প্রতিকূল বলিয়া কর্ত্তব্য নহে †।

---

* কৃষ্ণের স্বভাব হয় ধীরললিত।
নিরন্তর কামক্রীড়া যাহার চরিত॥
শ্রীচৈঃ চঃ, মধ্য ৮ম।

† অঙ্গং পূজাবিধির্মন্ত্রসিদ্ধ্যর্থস্ত জপস্ত হি।
অঙ্গং ভক্তেস্ত শুদ্ধায়া ন্যাসদীনন্তরেষ্যতে॥
শ্রীহরিভক্তিবিলাস, ৮ম বিঃ।

যে হরিভক্তিবিলাসে মুদ্রান্যাসাদি-বিশিষ্ট আগমাদি শাস্ত্রবিহিত অর্চ্চন-পদ্ধতি লিখিত আছে, সেই শ্রীহরিভক্তিবিলাসেই শ্রীপাদ গোস্বামিচরণ বলিয়াছেন: পঞ্চনাদি-বিলাসচতুষ্টয়ে শ্রীবিগ্রহের অঙ্গে মাতৃকাদি ন্যাস ও আবাহনাদি-মুদ্রাযুক্ত যে পূজাবিধি লিখিত হইয়াছে, ইহা সকাম-ব্যক্তিগণ মন্ত্রসিদ্ধির নিমিত্ত যে জপ করিয়া থাকেন, সেই জপেরই অঙ্গভূত; বিশুদ্ধভক্তির অঙ্গ নহে। আর কামনান্তরপরিশূন্য একান্ত ভক্তিনিষ্ঠ সাধকগণ শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষ বিধানের নিমিত্ত যে নববিধা ভক্তির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, সেই বিশুদ্ধ-ভক্তির অঙ্গীয় পূজাবিধি কিন্তু মাতৃকাদি ন্যাস ও আবাহনাদি কতিপয় মুদ্রাব্যতিরেকেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

পরপৃষ্ঠা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অর্চ্চনাদাবপি মুদ্রান্যাসাদি-দ্বারকাধ্যানাদি-রুক্মিণ্যাদি-পূজাদিকমপি নিজ-ভাবপ্রাতিকূল্যাদাগমাদিশাস্ত্রবিহিতমপি ন কুর্য্যাদিতি, ভক্তিমার্গে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অঙ্গবৈকল্যেঽপি দোষাভাব স্মরণাৎ;

নিজ ভাবের প্রতিকূল এই সকল অঙ্গবর্জ্জনের জন্য কোন প্রত্যবায় হইবে না। যেহেতু এই ভক্তিমার্গে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অঙ্গবৈকল্য ঘটিলেও তজ্জন্য কোন দোষ হয় না। এসম্বন্ধে শ্রীভগবান্ উদ্ধব মহাশয়কে বলিয়াছেন,—"হে উদ্ধব, কর্ম্ম-জ্ঞানাদি অন্যধর্ম্ম যেমন আরম্ভ হইতে পরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত অপতিত ভাবে সমস্ত অঙ্গাদির সহিত অনুষ্ঠিত না হইলে ফলপ্রদ হয় না, আমার এই নিষ্কামভক্তিধর্ম্মের তেমন নিয়ম নাই। মদ্বিষয়ক শ্রবণকীর্ত্তনাদি-লক্ষণ ভক্তিধর্ম্মের অনুষ্ঠান আরম্ভ করিলে, অঙ্গবৈগুণ্যাদি ঘটিলেও ইহার বিন্দুমাত্রও হানি হয় না। এই ভক্তিধর্ম্ম গুণাতীত, এজন্য কোন প্রকারেও ইহার ধ্বংসের সম্ভাবনা নাই। যেহেতু নিষ্কামভক্তের সম্বন্ধে এ ধর্ম্মটী আমি এরূপ ভাবেই স্থির করিয়াছি" (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২৯।২০)। স্বয়ং শ্রীভগবানের শ্রীমুখবিনিঃসৃত এই সকল বাক্য হইতে জানা যাইতেছে যে, যে কোন প্রকারে যে কোন অঙ্গের হানি ঘটিলেও যখন ভক্তি-ধর্ম্মের ধ্বংস সম্ভাবনা নাই, তখন পূর্ব্বোক্ত ন্যাস-প্রাণায়ামাদি প্রতিকূল অঙ্গসকল

আবরণ-পূজাপ্রসঙ্গেও লিখিত আছে,—

ঈদৃক্ চৈকান্তিভির্জ্ঞেয়ঃ তত্তৎকামবতাং মতম্।
অন্যথা গোকুলে কৃষ্ণদেবে তত্তদসম্ভবাৎ॥—৭ম বিলাস।

শ্রীবৃন্দাবনে গোপ-গোপী-পরিবেষ্টিত গোপলীলাকারী শ্রীকৃষ্ণের পূজাতে যে শ্রীরুক্মিণী-আদি মহিষীগণকে আবরণরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে, ইহা শত্রুবিজয়াদি-কামনা-পরায়ণ ব্যক্তিগণের সকাম-পূজাবিধিরই আবরণ বলিয়া ঐকান্তিক ভক্তগণ জানিবেন; অন্যথা গোকুলে শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরুক্মিণী প্রভৃতির মিলনই অসম্ভব। এজন্য ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানৈকাভিলাষী ঐকান্তিক ভক্তের পক্ষে শ্রীরাধিকাদি ব্রজপরিকরগণকেই আবরণরূপে পূজা করা বিধেয়, ইহাই শ্রীল গোস্বামিচরণের অভিপ্রেত, শ্রীরুক্মিণী-আদি মহিষীবর্গের পূজা অভিপ্রেত নহে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"ন হ্যঙ্গোপক্রমে ধ্বংসো মদ্ধর্ম্মস্যোদ্ধবাণ্বপি।
ময়া ব্যবসিতঃ সম্যঙ্ নির্গুণত্বাদনাশিষঃ॥" ইত্যাদেঃ।
অঙ্গিবৈকল্যে তু অস্ত্যেব দোষঃ। যদুক্তং—
"শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদি-পঞ্চরাত্রবিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে॥" ইতি।

বর্জ্জনে যে এই ভক্তিধর্ম্মের অঙ্গবৈকুল্যরূপ দোষ বিন্দুমাত্রও ঘটিবে না, তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

এই ভক্তিমার্গে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অঙ্গহানিতে দোষ হয় না সত্য, কিন্তু গুরুপাদাশ্রয়াদি বা শ্রবণকীর্ত্তনাদি অঙ্গী অর্থাৎ মূল ভক্তি-অঙ্গের হানিতে দোষ অবশ্যই হইবে। যেমন পূর্ব্বে বলা হইল, অর্চ্চনাঙ্গ-ভক্তিতে ন্যাস, প্রাণায়াম, দ্বারকাধ্যান, রুক্মিণী প্রভৃতি মহিষীবৃন্দের পূজা না করিলে কোন দোষ হইবে না। এ স্থলে 'অর্চ্চন' একটী অঙ্গী বা মূল ভক্তি-অঙ্গ; তাহাতে আবার গুরুদেবের আজ্ঞাগ্রহণ দ্বারদেবতাপূজা আসন-গ্রহণাদি ও ন্যাসপ্রাণায়াম দ্বারকাধ্যান মহিষীবর্গের পূজা প্রভৃতি অনেকগুলি অঙ্গ (বা অবান্তরভেদ) আছে; তন্মধ্যে ন্যাসপ্রাণায়ামাদি দুই চারিটী অঙ্গের অনুষ্ঠান না করিলে কোন দোষ হয় না, যেহেতু ন্যাসপ্রাণায়ামাদি হইল অঙ্গ। কিন্তু অর্চ্চনটী যদি না করা হয়, তবে অপরিহার্য্য দোষ ঘটিবে; কারণ 'অর্চ্চন' একটী অঙ্গী অর্থাৎ মূল ভক্তিঅঙ্গ। অতএব মূল ভক্তি-অঙ্গের যাহাতে হানি না হয়, সে বিষয়ে সাবধান থাকা একান্ত আবশ্যক। তাহাই শাস্ত্রেও উক্ত আছে—"শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণাদি ও নারদপঞ্চরাত্র প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত বিধি অতিক্রম করিয়া ঐকান্তিকী হরিভক্তির অনুষ্ঠান করিলে, তাহা দ্বারা মহা অনর্থের সৃষ্টি হইয়া থাকে" (১)।

---

(১) শ্রীপাদ জীবগোস্বামিচরণের মতে অজাতরুচি সাধককে লক্ষ্য করিয়াই পূর্ব্বোক্ত "শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদি" ইত্যাদি বাক্যটী উক্ত হইয়াছে। তিনি বলেন,—ভক্তিনিষ্ঠার নামই ঐকান্তিতা। রুচি বা লোভ দ্বারা অথবা শাস্ত্রবিধির আদর-দ্বারাই এই ঐকান্তিতা জন্মিয়া থাকে। যে সাধকের রুচি অল্প, অথচ শাস্ত্রবিধির প্রতিও আদর নাই, এরূপ সাধকের যদি ঐকান্তিতা দেখা যায় অর্থাৎ সম্যক্ রুচি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যদি চান্তরে রাগো বর্ত্ততে, অথচ সর্ব্বমেব বিধিদৃষ্ট্যৈব করোতি, তদা দ্বারকায়াং রুক্মিণ্যাদিত্বং প্রাপ্নোতি ॥ ১০ ॥

কিন্তু যদি অন্তরে রাগ থাকে অর্থাৎ ব্রজপরিকরবিশেষের ভাবপ্রাপ্তির নিমিত্ত যদি লোভের উৎপত্তি হইয়া থাকে, অথচ সে অবস্থায়ও ভাবের প্রতিকূল অপ্রতিকূল বিচার না করিয়া সমস্ত ভক্তি-অঙ্গই যদি বিধিদৃষ্টে অনুষ্ঠান করা হয়, তবে দ্বারকাপুরীতে রুক্মিণী-আদির অনুগত ভাবে মহিষীগতিই লাভ হইয়া থাকে। যেহেতু বিধিমার্গটী পুরভাবমিশ্রিত বলিয়া, বিধিমার্গে উপাসনা করিলে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করা যায় না।

বিধিমার্গে নাহি পাইয়ে ব্রজে কৃষ্ণচন্দ্র।

—শ্রীচৈঃ চঃ, মধ্য ২২।

সুতরাং রাগানুগামার্গীয় সাধকের পক্ষে পূর্ব্বোক্ত প্রতিকূল অংশসকল বর্জ্জন-পূর্ব্বক উপাসনা করা কর্ত্তব্য। ১০

না ভজিতেই যে সাধক, ঐকান্তিকাভিমানে শাস্ত্রবিধির প্রতি অনাদর করেন, সে সাধকের ঐরূপ ঐকান্তিকতাকে দম্ভমাত্রই বলিয়া বুঝিতে হইবে। এজন্য ঐ দম্ভমাত্ররূপ ঐকান্তিকাভিমানিতাকে লক্ষ্য করিয়াই "শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদি" ইত্যাদি বচনে নিন্দা প্রকাশ করা হইয়াছে। কিন্তু যিনি রুচিমান্, তিনি যদি রাগাত্মিকাভক্তিনিষ্ঠ ব্রজপরিকরের ভক্তিপরিপাটীতে নিরন্তর অভিনিবেশহেতু শ্রুতিপুরাণাদি শাস্ত্রোক্ত বিধিভক্তির কোন অঙ্গের অনুষ্ঠানে অসমর্থ হন, তবে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া পূর্ব্বোক্ত নিন্দাটী করা শাস্ত্রের অভিপ্রায় নহে। যেহেতু দুরভিসন্ধিতেও রাগাত্মিকাভক্তিনিষ্ঠ ব্রজপরিকরবিশেষের (ধাত্রী উচিত বেশের) অনুকরণ মাত্র করিয়া, পূতনা রাক্ষসী যখন ধাত্রী উচিত গতিটী লাভ করিয়াছিল, তখন রুচিমান্ সাধক যে নিরন্তর একমাত্র রাগাত্মিকাভক্তিনিষ্ঠ ব্রজপরিকর-বিশেষের ভক্তিপরিপাটীর অনুষ্ঠান করিয়াই সাক্ষাৎ প্রেমসেবা লাভ করিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? (একান্তিনঃ খলু ভক্তিনিষ্ঠা......................নতু রুচিভাবেনাপি তন্নিন্দা যুক্তা, পূতনেত্যাদেঃ। —ভক্তিসন্দর্ভঃ।)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অত্রায়ং বিবেকঃ ব্রজলীলাপরিকরস্থ-শৃঙ্গারাদি-ভাবমাধুর্য্যে শ্রুতে "ইদং মমাপি ভূয়াৎ" ইতি লোভোৎপত্তিকালে শাস্ত্রযুক্ত্যপেক্ষা ন স্যাৎ। তস্যাঞ্চ সত্যাং লোভত্বস্যৈবাসিদ্ধেঃ। ন হি কেনচিৎ কুত্রচিৎ শাস্ত্রদৃষ্ট্যা লোভঃ ক্রিয়তে। কিন্তু লোভ্যে বস্তুনি শ্রুতে দৃষ্টে বা স্বত এব লোভ উৎপদ্যতে। ততশ্চ তদ্ভাবপ্রাপ্ত্যুপায়-জিজ্ঞাসায়াং শাস্ত্রাপেক্ষা ভবেৎ, শাস্ত্র এব প্রাপ্ত্যুপায়-লিখনাৎ নান্যত্র। তচ্চ শাস্ত্রং ভজনপ্রতিপাদকং শ্রীভাগবতমেব। তেষু ভজনেষপি মধ্যে কানিচিৎ তদ্ভাবময়ানি কানিচিৎ তদ্ভাবসম্বন্ধীনি কানিচিৎ তদ্ভাবানুকূলানি কানিচিৎ তদ্ভাবাবিরুদ্ধানি কানিচিৎ তদ্ভাবপ্রতিকূলানীতি পঞ্চবিধানি সাধনানি। তত্র দাস্যসখ্যাদীনি ভাবময়ান্যেব। গুরু-

---

রাগানুগা-ভক্তি।

এস্থলে বুঝিবার বিষয় এই যে,—ব্রজলীলাপরিকরগণের শৃঙ্গারাদি-ভাব-মাধুর্য্য শ্রবণ করিয়া, "ঈদৃশ ভাব আমারও হউক" এই প্রকার লোভোৎপত্তি-সময়ে শাস্ত্রযুক্তির কোন অপেক্ষা থাকে না। শাস্ত্রযুক্তির অপেক্ষা থাকিলে, লোভত্বেরই সিদ্ধি হয় না। যেহেতু শাস্ত্রযুক্তি দর্শন করিয়া কাহাকে কখনও লোভ করিতে দেখা যায় না। কিন্তু লোভনীয় বস্তুর কথা শ্রবণ করিলে অথবা লোভনীয় বস্তু দর্শন করিলে, আপনা হইতেই লোভ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এইরূপে লোভোৎপত্তির পর সেই লোভনীয় ব্রজভাব-বিশেষ কিরূপে লাভ করা যাইতে পারে, তাহার উপায় জানিতে ইচ্ছা হইলে, তখন শাস্ত্রের অপেক্ষা হয়। কারণ, একমাত্র শাস্ত্রেই ঐ ভাববিশেষ প্রাপ্তির উপায় লিখিত আছে, অন্যত্র নহে। যে শাস্ত্রে ঐ উপায় লিখিত আছে, সে শাস্ত্রও হইলেন আবার ঐরূপ ভজন-প্রতিপাদক শ্রীমদ্ভাগবতই। এই শ্রীমদ্ভাগবতের অনুগত শাস্ত্রসকলকেও ভজনের উপকারকরূপেই গ্রহণ করিতে হইবে।

সেই ভজনাঙ্গসকলের মধ্যেও আবার কতকগুলি তদ্ভাবময়, কতকগুলি তদ্ভাবসম্বন্ধী, কতকগুলি তদ্ভাবানুকূল, কতকগুলি তদ্ভাবাবিরুদ্ধ, কতকগুলি তদ্ভাবপ্রতিকূল—এই পাঁচ প্রকার সাধন দেখিতে পাওয়া যায়।

৯

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পাদাশ্রয়তো মন্ত্রজপাদীনি তথা প্রেষ্ঠস্য কৃষ্ণস্য নিজসমীহিতস্য তৎপ্রিয়-জনস্য চ সময়োচিতানাং লীলাগুণরূপনাম্নাং শ্রবণকীর্ত্তন-স্মরণানি বিবিধপরিচরণানি চ ভাবসম্বন্ধীনি। তৎপ্রাপ্ত্যুৎকণ্ঠায়ামেকাদশী-জন্মাষ্টমী-কার্ত্তিকব্রত-ভোগত্যাগাদীনি তপোরূপাণি তথাশ্বত্থতুলস্যাদি-সম্মাননাদীনি তদ্ভাবানুকূলান্যেব। নামাক্ষরমাল্যনির্ম্মাল্যাদিধারণ-প্রণামাদীনি তদ্ভাবাবিরুদ্ধানি। উক্তান্যেতানি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি

ভাবময়-সাধন। তন্মধ্যে দাস্যসখ্যাদিকে ভাবময় সাধন বলা যায়। অঙ্গীর পোষণ করে বলিয়া অঙ্গ-সকল যেমন অঙ্গীরই সাধন হইয়া থাকে, সেইরূপ দাস্যসখ্যাদি ভাবময় শ্রবণকীর্ত্তনাদি, সাধকের ভাবী মধুর-জাতীয় প্রেমতরুর পোষণ করে বলিয়া, দাস্যসখ্যাদিকে ভাবময় সাধন বলা হয়।

ভাবসম্বন্ধি-সাধন। গুরুপাদাশ্রয় হইতে আরম্ভ করিয়া মন্ত্রজপ প্রভৃতি, প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ ও নিজাভিলষিত তদীয় প্রিয়জনের সময়োচিত লীলা গুণ রূপ ও নামের শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ এবং বিবিধ পরিচর্য্যাসকল—ভাবসম্বন্ধি-সাধন। গুরুপাদাশ্রয়াদি অঙ্গসমূহদ্বারা ভাব গঠিত হইয়া থাকে বলিয়া ইহারা ভাবেরই উপাদান-কারণ, এজন্য এসকল অঙ্গকে ভাবসম্বন্ধি-সাধন বলা হইয়া থাকে।

ভাবানুকূল-সাধন। নিজাভিলষিত ভাব-প্রাপ্তির উৎকণ্ঠায় একাদশী, জন্মাষ্টমী, কার্ত্তিক-ব্রত ও ভোগাদি-ত্যাগ প্রভৃতি তপস্যারূপ অঙ্গসকল এবং অশ্বত্থ-তুলসী প্রভৃতির সম্মাননাদি অঙ্গসকল ভাবের অনুকূল অর্থাৎ ভাবপ্রাপ্তির সহায়; এ জন্য এ সকলকে ভাবানুকূল-সাধন বলা যায়।

ভাবাবিরুদ্ধ-সাধন। শ্রীহরি-নামাক্ষর, মাল্য ও নির্ম্মাল্যাদি ধারণ এবং প্রণাম প্রভৃতি অঙ্গসকল, ভাবের বিরুদ্ধ নহে, অথচ এসকল অঙ্গ ভাবের উপকার-সাধনই করিয়া থাকে, এজন্য এসকলকে ভাবাবিরুদ্ধ-সাধন বলা হয়। পূর্ব্বোক্ত এই সমস্ত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কর্ত্তব্যানি। ন্যাসমুদ্রা-দ্বারকাদিধ্যানাদীনি তদ্ভাব-প্রতিকূলানি রাগানুগায়াং বর্জ্জনীয়ানি। এবং স্বাধিকারোচিতানি শাস্ত্রেষু বিহিতানি কর্ত্তব্যানি, নিষিদ্ধানি তু সর্ব্বাণি বর্জ্জনীয়ানি ॥ ১১ ॥

ভাবপ্রতিকূল-সাধন। ন্যাস, মুদ্রা ও দ্বারকাধ্যানাদি, নিজাভিলষিত ভাবের প্রতিকূল বলিয়া রাগানুগা-ভক্তিতে বর্জ্জনীয়। এইরূপে আপন আপন অধিকারোচিত শাস্ত্রবিহিত অঙ্গসকলের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য; আর নিষিদ্ধ অঙ্গসকল বর্জ্জনীয় ॥ ১১ ॥

ভাবভক্তি।

অতঃপর ভাবভক্তি বলা যাইতেছে। ভাবভক্তির লক্ষণ * যথা—শুদ্ধসত্ত্ব-

* শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা প্রেমসূর্য্যাংশুসাম্যভাক্।
রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্যকৃদসৌ ভাব উচ্যতে ॥
—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

[শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদপ্রোক্তা টীকা]

অসৌ পদেনানুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনরূপা সামান্যেন লক্ষিতা ভক্তিরাকৃষ্যতে। সা তু যদ্যপি অনুশীলনপদেন ধাত্বর্থসামান্যরূপা পূর্ব্বং ব্যাখ্যাতা তথাপ্যত্র চেষ্টা-রূপা ন গৃহ্যতে কিন্তু ভাবরূপৈব। অসৌ ভাব উচ্যতে ইত্যত্র বিধেয়স্য ভাবস্য সাক্ষাৎ নির্দ্দিষ্টত্বাৎ। স চ ভাবঃ কিং স্বরূপস্তত্রাহ—কৃষ্ণস্য স্বরূপশক্তিরূপ-শুদ্ধসত্ত্ববিশেষঃ স এব আত্মা তন্নিত্যপ্রিয়জনাধিষ্ঠানকতয়া নিত্যসিদ্ধং স্বরূপং যস্য সঃ। কিঞ্চ রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্যকৃচ্চিত্তার্দ্রতাকৃদিত্যর্থঃ। এষ চ বক্ষ্যমাণপ্রেমো-ঽঙ্কুররূপ এবেত্যাহ প্রেমেতি। সূর্য্যস্যত্র অচিরাদুদয়িষ্যমাণাবস্থো গৃহ্যতে। ততশ্চ তদংশুসাম্যভাগিতি প্রেম্নঃ প্রথমচ্ছবিরূপ ইত্যর্থঃ। দৃষ্টান্তোঽয়ং ন সর্ব্বাংশেন তথাচোত্তরকালে কিরণস্য ন সূর্য্যরূপত্বং ভাবস্যোত্তরকালে প্রেমরূপত্বেঽপি ন ক্ষতিঃ। অতএব "ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে" ইতি বক্ষ্যতে।

অত্র মুখ্যানি লিঙ্গান্যাহ ক্ষান্তিরিতি।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিশেষ-স্বরূপ, প্রেমরূপ সূর্য্যের কিরণ-সদৃশ ও রুচিদ্বারা চিত্তের আর্দ্রতা-কারিণী যে ভক্তি, তাহার নাম ভাব। এই ভাবভক্তির অপর নাম রতি।

এস্থলে বিচার্য্য বিষয় এই যে, ইতিপূর্ব্বে "আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিঃ" অনুকূলভাবে কৃষ্ণানুশীলনের নাম ভক্তি—এই সামান্য ভক্তিলক্ষণে চেষ্টারূপা ও ভাবরূপাভেদে দ্বিবিধ ভক্তি প্রদর্শিত হইয়াছেন। তন্মধ্যে চেষ্টারূপা ভক্তি আবার দুই প্রকার,—ভাবভক্তির সাধনরূপা ও ভাবভক্তির কার্য্যরূপা †। এই কার্য্যরূপা ভক্তিকে রসাবস্থায় অনুভাব বলা হয়। এই উভয়বিধ চেষ্টারূপা-ভক্তির সাধনরূপ অংশ পূর্ব্বে (সাধনভক্তিতে) দেখান হইয়াছে এবং কার্য্যরূপ বা অনুভাব নামক অংশ পরে রসপ্রসঙ্গে বর্ণিত হইবে।

পূর্ব্বোক্ত সামান্য-ভক্তিলক্ষণে যে ভাবরূপা ভক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাও আবার দুই প্রকার,— রসাবস্থায় স্থায়িভাবনাম্নী ও সঞ্চারিভাবনাম্নী। তন্মধ্যে স্থায়িভাবনাম্নী ভক্তি দ্বিবিধ,—প্রেমনাম্নী এবং প্রেমাঙ্কুররূপা রতি বা ভাবনাম্নী। প্রণয়াদি * প্রেমরূপা ভক্তিরই অন্তর্গত। শেষোক্ত সঞ্চারিরূপা ভক্তি পরবর্ত্তী রসপ্রসঙ্গে প্রদর্শিত হইবে।

যাহার অপর নাম রতি, সেই প্রেমাঙ্কুররূপা ভাবভক্তির লক্ষণই মূলে "শুদ্ধসত্ত্ব-বিশেষাত্মা ইত্যাদি" কারিকাতে বর্ণিত হইয়াছে। এই ভাব—প্রেম ও তাহার পরিণাম প্রণয়াদি সর্ব্ববিধ স্থায়িভাবেরই অঙ্কুর-স্বরূপ; এই ভাব হইতে পরে ইহার সর্ব্বোৎকৃষ্টতম মহাভাব পর্য্যন্ত অবস্থা প্রকাশিত হইবে, এরূপ অভিপ্রায়েই 'শুদ্ধসত্ত্ব-বিশেষাত্মা' এই পদটী দ্বারা ভাবের স্বরূপ-লক্ষণ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রেমসূর্য্যাংশু-সাম্যভাক্ ও রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্যকৃৎ—এই দুইটী পদে ভাবের তটস্থ-লক্ষণ বলা হইয়াছে।

'শুদ্ধসত্ত্ব' বলিতে শ্রীভগবানের সর্ব্বপ্রকাশিকা স্বরূপশক্তির সম্বিৎ-নাম্নী

---

† সাধনাবস্থায় ইন্দ্রিয়প্রেরণাদ্বারা অনুষ্ঠিত শ্রবণকীর্ত্তনাদিকে ভাবভক্তির সাধন বলা হয়; আর রতি আবির্ভাবের পর আপনাপনি মানসিক ভাব হইতে উত্থিত শ্রবণকীর্ত্তনাদিকে ভাবভক্তির কার্য্য বলা যায়।

* প্রণয়াদি বলিতে আদি-শব্দ দ্বারা স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ ও মহাভাব পর্য্যন্ত অবস্থা বুঝিতে হইবে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বৃত্তিকে বুঝিতে হইবে, কিন্তু মায়াশক্তির বৃত্তি নহে। 'শুদ্ধসত্ত্ববিশেষ' বলিতে এ স্থলে শ্রীভগবানের হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ এই ত্রিবিধ স্বরূপ-শক্তি-মধ্যে হ্লাদিনী-নাম্নী যে মহাশক্তি, তাহারই সারবৃত্তি-সমবেত সম্বিৎসারাংশকে জানিতে হইবে। বৃত্তি শব্দের অর্থ—অবস্থিতি। সমবেত হ্লাদিনী ও সম্বিৎ-শক্তির সারবৃত্তি বলিতে, "শ্রীকৃষ্ণের নিত্য প্রিয়জন-সকলকে আশ্রয় করিয়া বিরাজিত আছেন যে শ্রীকৃষ্ণের আনুকূল্যোচ্ছাময়-পরমবৃত্তি" ইহাই বুঝিতে হইবে। যেমন শ্রীরাধা-ললিতা-বিশাখা-শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়জন; শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত মাল্যরচনাদি যত প্রকার আনুকূল্য অর্থাৎ প্রীতিকর কার্য্য করিতে হয়, তাহার অভিলাষ একমাত্রে উঁহাদিগের মধ্যেই আশ্রয় করিয়া অবস্থিত আছেন। শুদ্ধসত্ত্ববিশেষ অর্থাৎ সমবেত হ্লাদিনী ও সম্বিৎ-শক্তির সার বা সর্ব্বোত্তমা বৃত্তিই তাঁহাদের এই অভিলাষের স্বরূপ; ইহার নাম ভাবভক্তি।

ভাবভক্তির লক্ষণে মূলে 'অসৌ' পদের প্রয়োগ দ্বারা, পূর্ব্বোক্তা (অন্যাভিলাষিতাশূন্যমিত্যাদি-কারিকা-বর্ণিতা) "অনুকূল ভাবে শ্রীকৃষ্ণানুশীলনরূপা" সামান্য ভক্তিকে গ্রহণ করিতেছেন। যদিও অনুশীলন-পদের প্রয়োগ-হেতু সেই ভক্তিকে ধাত্বর্থ-সামান্যরূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে অর্থাৎ যদিও ধাতুগত অর্থের ন্যায় অনুশীলন-পদের "চেষ্টারূপা ও ভাবরূপা" এই দুই প্রকার ব্যাখ্যা করিয়া সামান্য ভক্তির দুইটি বিভাগই দেখান হইয়াছে, তথাপি এখানে চেষ্টারূপা-ভক্তিকে গ্রহণ করা হয় নাই, কিন্তু ভাবরূপা-ভক্তিই গৃহীত হইয়াছে, যেহেতু মূলে 'অসৌ ভাব উচ্যতে' এ স্থলে বিধেয়-ভাবরূপা অর্থকেই সাক্ষাৎ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

নিষ্কর্ষার্থ হইতেছে এই, পূর্ব্বে সামান্যাকারে যে ভক্তির লক্ষণ করা হইয়াছে, সেই সামান্য-ভক্তিই নিজ (ভাবরূপ) অংশবিশেষে ভাব-নামে কথিত হইয়া থাকেন। সেই ভাবের স্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন;—শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তিরূপ যে শুদ্ধসত্ত্ববিশেষ, তাহাই এই ভাবের আত্মা বা স্বরূপ। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি-রূপ শুদ্ধসত্ত্ববিশেষকে ভাবের স্বরূপ বলাতে জানা যাইতেছে যে, শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসিদ্ধ প্রিয়জন-সকলকে আশ্রয় করিয়া নিত্য বিরাজিত থাকায় এই ভাবের স্বরূপও নিত্যসিদ্ধ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এই ভাব উদিত হইয়া রুচি-পরম্পরা দ্বারা চিত্তের অদ্র্তা সম্পাদন করিয়া থাকেন। এস্থলে "রুচিভিঃ" এই বহুবচন দ্বারা সূচিত হইতেছে যে, ভাবভক্তি আবির্ভূত হইলে শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির অভিলাষ জন্মে, তৎসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের আনুকূল্য (রুচিকর কার্য্য) করিতে অভিলাষ হয় এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত সৌহার্দ্দের অভিলাষও উদিত হইয়া থাকে; এই অভিলাষসমূহ দ্বারা ঐ ভাব চিত্তের আদ্র্তা বিধান করেন।

এই ভাবই যে বক্ষ্যমাণ প্রেম-কল্পতরুর অঙ্কুর, তাহাই বলিতেছেন,—প্রেমসূর্য্যাংশুসাম্যভাক্। অল্পকাল পরেই উদিত হইবেন যে—প্রেম-রূপ সূর্য্য, তাঁহারই প্রথমচ্ছবিরূপ হইলেন এই ভাব বা রতি-ভক্তি। এ দৃষ্টান্তটি সর্ব্বাংশে প্রযুক্ত হয় নাই, যেহেতু সূর্য্যকিরণ কখনও সূর্য্যরূপে পরিণত হয় না; কিন্তু "ভাবই পরিণতিদশায় প্রেমরূপ ধারণ করেন" এ কথা বলাতে কোন ক্ষতি নাই। তাহাই প্রেমলক্ষণ বলা হইবে—সেই ভাবই গাঢ়তা প্রাপ্ত হইলে পণ্ডিতগণ তাহাকে প্রেম বলিয়া থাকেন। অতএব দৃষ্টান্তটী এই অংশে বুঝিতে হইবে যে, প্রাকৃত সূর্য্যের প্রথমচ্ছবিরূপ অরুণ উদিত হইয়া যেমন জগতের অন্ধকার নাশ, বস্তুবিকাশ ও আনন্দ প্রদান করিয়া থাকে, প্রেমরূপ-সূর্য্যের প্রথমচ্ছবিরূপ এই ভাব আবির্ভূত হইয়া সেই প্রকার সাধকের হৃদয়-গুহার অজ্ঞানান্ধকার বা মোক্ষবাঞ্ছা পর্য্যন্ত সর্ব্ববিধ কৈতবরাশি তিরস্কৃত করিয়া, অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ববস্তু শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ে প্রকাশিত করেন; তখন ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য-আস্বাদন ও সেবানন্দ অনুভবে সতত নিমগ্ন থাকেন। মোক্ষ-সুখেরও তিরস্কারকর বলিয়া এই ভাব অপ্রাকৃত এবং শ্রীকৃষ্ণেরও প্রকাশক ও আনন্দপ্রদ বলিয়া বুঝিতে হইবে যে, এই ভাব বিশুদ্ধসত্ত্ববিশেষ হ্লাদিনীর সার সমবেত সম্বিৎ সাররূপ।

এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপ্রিয় জনগণের ভাবের লক্ষণ বলা হইল। শ্রীকৃষ্ণ ও তদীয় ভক্তগণের কৃপায় (ঐ ভাব আবির্ভূত হইলে) প্রপঞ্চগত ভক্তগণের চিত্তবৃত্তিও সেই নিত্যসিদ্ধপরিকরগণের চিত্তবৃত্তি-সদৃশ (আনুকূল্যোচ্ছাময়) হয় বলিয়া, প্রপঞ্চগত ভক্তগণের ভাবেরও পূর্ব্বোক্তরূপ লক্ষণই বুঝিতে হইবে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অথ সাধনপরিপাকেন কৃষ্ণকৃপয়া তদ্ভক্তকৃপয়া বা ভাবভক্তির্ভবতি। তস্য চিহ্নানি, নব প্রীত্যঙ্কুরাঃ—

ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা।
আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদা রুচিঃ।
আসক্তিস্তদ্‌গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে।
ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জাতভাবাঙ্কুরে জনে॥

কোন প্রকার সাধনবিশেষদ্বারা এই ভাব সাধ্য নহে। তবে সাধনভক্তি পরিপাক হেতু অর্থাৎ শ্রবণকীর্ত্তনাদি সাধনভক্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতে চিত্ত নির্ম্মল হইলে, তখন শ্রীকৃষ্ণ-কৃপায় বা তদ্ভক্ত-কৃপায় তদীয় নিত্যসিদ্ধ পরিকরগণ হইতে, প্রেমরূপ সূর্য্যের কিরণস্বরূপ এই ভাবভক্তি, প্রপঞ্চগত ভক্তের সেই নির্ম্মল চিত্তে আবির্ভূত হইয়া থাকেন।

নিম্নলিখিত নয়টী প্রীত্যঙ্কুরই ঐ ভাবের চিহ্ন। যথা—ক্ষান্তি, অব্যর্থকালতা, বিরক্তি, মানশূন্যতা, আশাবন্ধ, সমুৎকণ্ঠা, নাম-গানে সদা রুচি, তদীয় গুণাখ্যানে আসক্তি ও তদীয় বসতিস্থলে প্রীতি।

ক্ষোভের কারণ সত্ত্বেও চিত্তের অক্ষুব্ধতার নাম 'ক্ষান্তি'। অন্য বৈষয়িক ব্যাপারে নিযুক্ত না হইয়া কেবল শ্রীভগবদ্ভজনে কাল যাপন করার নাম 'অব্যর্থ কালত্ব'। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শব্দ-স্পর্শাদি বিষয়ের প্রতি স্বাভাবিক আরোচকতার নাম 'বিরক্তি'। নিজের উৎকর্ষ সত্ত্বেও যে অমানিতা, তাহাকে 'মানশূন্যতা' বলে। দৃঢ়তর ভগবৎপ্রাপ্তি-সম্ভাবনার নাম 'আশাবন্ধ'। নিজ অভীষ্টলাভের নিমিত্ত যে গুরুতর লোভ, তাহার নাম 'সমুৎকণ্ঠা'। সর্ব্বদা নামগানের নিমিত্ত যে প্রেমময়ী পিপাসা, তাহাকে 'নামগানে সদা রুচি' বলে। শ্রীভগবানের পরমমাধুর্য্যময় গুণসকল বর্ণনে স্বাভাবিক আসক্তিকেই 'তদ্‌গুণাখ্যানে আসক্তি' বলা যায়। শ্রীকৃষ্ণের নিজ ধাম যে শ্রীবৃন্দাবন, তাহাতে বাসের লালসার নাম 'তদ্বসতি স্থলে প্রীতি'। যে সকল ভক্তে ভাবের অঙ্কুরোদ্গম হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে যে সমস্ত চিহ্ন প্রকাশ পায়, তন্মধ্যে এই নয়টীই মুখ্যরূপে বুঝিতে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তদা কৃষ্ণসাক্ষাৎকার-যোগ্যতা ভবতি। মুমুক্ষুপ্রভৃতিষু যদি ভাবচিহ্নং দৃশ্যতে তদা ভাববিম্ব এব নতু ভাবঃ। অজ্ঞজনেষু ভাবচ্ছায়া ॥ ১২ ॥

ভাবভক্তিপরিপাক এব প্রেমা। তস্য চিহ্নং—বিঘ্নাদিসম্ভবেঽপি কিঞ্চিন্মাত্রস্যাপি ন হ্রাসঃ। মমত্বাতিশয়াৎ প্রেম্ন এব উপরিতনোঽ-

---

হইবে। যখন এই সকল প্রীত্যঙ্কুর দৃষ্ট হয়, তখন জানিতে হইবে যে, সেই ভক্তের শ্রীকৃষ্ণ-সাক্ষাৎকার-যোগ্যতা লাভ হইয়াছে।

ভুক্তি-মুক্তি-কামী, কর্ম্মী, জ্ঞানী প্রভৃতিতে এই সকল ভাব-চিহ্ন দৃষ্ট হইলে, তাহাদের শ্রীভগবানে রতি জন্মিয়াছে—এরূপ বলা যাইবে না। যেহেতু তাঁহাদের স্পৃহা আছে ভুক্তি-মুক্তিতে অতএব কি করিয়া শ্রীভগবানে রতি হইবে? তাই তাঁহাদের ঐরূপ চিহ্ন রতি নহে, উহা রত্যাভাস। এই রত্যাভাস দ্বিবিধ—প্রতিবিম্ব ও ছায়া। অশ্রু প্রভৃতি দুই একটি রতি-চিহ্ন দৃষ্ট হইলেও যেখানে ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা বর্ত্তমান রহিয়াছে, সেই খানেই প্রতিবিম্বরূপ রত্যাভাস স্বীকার করা হয়। আর যেখানে ভক্তসঙ্গাদি-হেতু অজ্ঞব্যক্তিতে ঐ সকল চিহ্ন দৃষ্ট হয়, সেই খানে ছায়ারূপ রত্যাভাস বলা যায় ॥ ১২ ॥

প্রেমভক্তি ঃ

ভাবভক্তির পরিপাকাবস্থার নামই প্রেম। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তভাব যখন গাঢ়তা প্রাপ্ত হইয়া চিত্তকে সম্যক্রূপে নির্ম্মল করে ও অভীষ্ট শ্রীভগবানে অতিশয় মমতাসম্পন্ন করিয়া দেয়, তখনই পণ্ডিতগণ তাহাকে প্রেম বলিয়া কীর্ত্তন করেন। বিঘ্নাদিদ্বারা হ্রাস না হওয়াই প্রেমের চিহ্ন। মহিম-জ্ঞানযুক্ত ও কেবল ভেদে প্রেম দ্বিবিধ। বিধিমার্গানুসারী ভক্তের প্রেম মহিমজ্ঞানযুক্ত এবং রাগমার্গানুসারী ভক্তের প্রেম কেবল অর্থাৎ শুদ্ধমাধুর্য্য-জ্ঞানযুক্ত হইয়া থাকে। উত্তরোত্তর মমতার আতিশয্যহেতু উত্তরোত্তর কয়েকটী অবস্থা হইয়া থাকে। প্রেমের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বস্থাবিশেষঃ স্নেহঃ। তস্য চিহ্নং চিত্তদ্রবীভাবঃ। ততো রাগঃ। তস্য লক্ষণং নিবিড়-স্নেহঃ। ততঃ প্রণয়ঃ। তস্য লক্ষণং গাঢ়বিশ্বাসঃ ॥১৩॥

বিভাবানুভাব-সাত্ত্বিকভাব-ব্যভিচারিভাব-মিলনেন রসো ভবতি। যত্র বিষয়ে ভাবো ভবতি স বিষয়ালম্বনবিভাবঃ কৃষ্ণঃ। যো ভাবযুক্তো ভবতি

শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদপ্রোক্তা টীকা

অথ ভাবমপ্যুক্ত্বা প্রেমাণমাহ—সম্যগিতি *। সম্যগ্‌মসৃণিতঃ ভাবস্য প্রথমদশাপেক্ষয়া অতিশয়িতং স্বান্তং চিত্তং যস্মিন্ তথাভূতো যঃ সান্দ্রাত্মা নিবিড়-স্বরূপঃ প্রথমদশাপেক্ষয়া পরমানন্দোৎকর্ষং প্রাপ্ত ইতি যাবৎ। অতএব কৃষ্ণে অতিশয়মমত্বাঙ্কিতো ভাবঃ স এব প্রেমা নিগদ্যতে। অত্রায়মাশঙ্কা, নমু ভাব এব চেষ্টাবানঃ সন্ সাংখ্যমতানুসারেণ প্রেমাণমুৎপাদ্য স্বয়ং প্রেমাধিকো ভবতি তদা তন্মতে উপাদান-কারণমেব পূর্ব্বাবস্থাং পরিত্যজ্য কার্য্যরূপেণ পরিণমতি নতু কারণাতিরিক্তঃ স্বতন্ত্রঃ কার্য্যপদার্থোঽস্তি। যথা গুড় এব কমপি বিকারং প্রাপ্য পূর্ব্বরূপং পরিত্যজ্য চ খণ্ডো ভবতি জাতে চ খণ্ডে তস্মাৎ গুড়স্য পৃথক্‌স্থিতি-

উপরিতন অবস্থার নাম স্নেহ। স্নেহের চিহ্ন চিত্তের দ্রবীভাব। তদুপরিতন অবস্থার নাম রাগ। রাগের চিহ্ন নিবিড় স্নেহ। তদুপরিতন অবস্থার নাম প্রণয়। প্রণয়ের চিহ্ন গাঢ় বিশ্বাস ॥১৩॥

ভক্তিরস।

স্থায়িভাবরূপ কৃষ্ণরতি—বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারিভাব দ্বারা, শ্রবণাদি-কর্তৃক ভক্তের আস্বাদনীয়তা প্রাপিত হইলে, তাহাকে ভক্তিরস বলা যায়। অর্থাৎ কৃষ্ণরতিরূপ স্থায়িভাব, বিভাবাদির সহিত মিলিত হইয়া, ভক্তহৃদয়ে আস্বাদনোপযোগী হইলেই, তাহা ভক্তিরস নামে খ্যাত হয়।

উক্ত কৃষ্ণরতি পঞ্চবিধ; যথা—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর।

* সম্যঙ্‌মসৃণিতস্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে ॥
—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

স আশ্রয়ালম্বন বিভাবো ভক্তঃ। যে কৃষ্ণং স্মারয়ন্তি বস্ত্রালঙ্কারাদয়স্তে উদ্দীপনবিভাবাঃ। যে ভাবং জ্ঞাপয়ন্তি তে অনুভাবা নৃত্যগীতস্মিতাদয়ঃ।

শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদপ্রোক্তা টীকা।

নাস্তি। তদ্বদত্রাপি ভাবঃ পূর্ব্বাবস্থাং পরিত্যজ্য প্রেমরূপো ভবতু এবং প্রেম্ণঃ সকাশাৎ ভাবস্য পৃথক্‌স্থিতি র্নাস্তি। তথা অগ্রে বক্ষ্যমাণং প্রেম এব স্নেহরূপত্ব-মেবং স্নেহাদীনাং রাগাদিরূপত্বঞ্চ তত্রাপি স্নেহাদিভ্যঃ সকাশাৎ প্রেমাদিস্থায়ি-ভাবানাং পৃথক্‌স্থিতির্নাস্তি। এবং সতি শ্রীরাধিকাপ্রভৃতিষু চরমস্থায়িরূপ মহাভাব এব তিষ্ঠতু নতু রতিপ্রেমস্নেহমানরাগানুরাগাদয়ঃ। নৈবং শ্রীকৃষ্ণস্য হ্লাদিনী-শক্তেঃ সারবৃত্তিরূপাণাং রতিপ্রেমস্নেহাদীনাং শ্রীকৃষ্ণস্যেবাচিন্ত্যশক্তিত্বাৎ পূর্ব্বাবস্থাম্ অপরিত্যজ্য এব ভাবঃ প্রেমরূপো ভবতি। পূর্ব্বাবস্থায়াঃ অত্যাগাদেব প্রেম্ণঃ সকাশাৎ ভাবস্ত পৃথক্‌স্থিতিরপি জ্ঞেয়া। এবং রীত্যা স্নেহাদিভ্যঃ সকাশাৎ প্রেমাদীনাং পৃথক্‌স্থিতিরপ্যূহ্যা। তত্র দৃষ্টান্তো যথা শ্রীকৃষ্ণস্য বাল্যদেহ এব কমপি মাধুর্য্যমহনুৎকর্ষং প্রাপ্য বাল্যাবস্থা পরিত্যাগং বিনৈব পৌগণ্ডদেহো ভবতি। এবং পৌগণ্ডদেহ এব পূর্ব্বস্মাদুৎকর্ষবিশেষং প্রাপ্য কৈশোরদেহো ভবতি ন তু প্রাকৃতমনুষ্যশরীরাদিরিব বাল্যাবস্থাং পরিত্যজ্য পৌগণ্ডাদ্যবস্থাং প্রাপ্নোতি। শ্রীকৃষ্ণস্য বাল্যপৌগণ্ডকৈশোরাণামেবং বাল্যাদ্যুচিতলীলানাঞ্চ সর্ব্বেষাং নিত্যত্বাৎ। কিন্তু পৌগণ্ডস্য প্রাকট্যে বাল্যদেহোঽন্তর্দ্ধায় যত্র যত্র

যাহাতে ও যাহা দ্বারা রতি বিভাবিত অর্থাৎ আস্বাদ্যরূপে প্রকাশিত হয়, তাহার নাম বিভাব। আলম্বন ও উদ্দীপন-ভেদে বিভাব দুই প্রকার। রতি যাহাতে বিভাবিত হয়, তাহাই আলম্বন-বিভাব এবং যাহা দ্বারা রতি বিভাবিত হয়, তাহা উদ্দীপন-বিভাব। আলম্বন-বিভাব আবার দ্বিবিধ—বিষয়ালম্বন ও আশ্রয়ালম্বন। যাহার বিষয়ে (উদ্দেশ্যে) রতির প্রবৃত্তি হয়, তিনিই বিষয়ালম্বন এবং যিনি ঐ রতির আধার তিনিই আশ্রয়ালম্বন। শ্রীকৃষ্ণরতির বিষয়ালম্বন শ্রীকৃষ্ণ আর আশ্রয়ালম্বন ভক্তবর্গ। যদ্দ্বারা রতির উদ্দীপন হয় অর্থাৎ বস্ত্রালঙ্কারাদি যে সকল বস্তু শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করাইয়া দেয়, তাহা উদ্দীপন-বিভাব। ভাবকে জ্ঞাপন করে যে নৃত্য-গীতাদি, তাহাদিগকে অনুভাব বলা যায়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যে চিত্তং তন্বঞ্চ ক্ষোভয়ন্তি তে সাত্ত্বিকাঃ। তে অষ্টৌ—স্তম্ভ-স্বেদ রোমাঞ্চ-স্বরভেদ-বেপথু-বৈবর্ণ্যাশ্রু-প্রলয়া ইতি। তে ধূমায়িতা জ্বলিতা দীপ্তা উদ্দীপ্তা সূদ্দীপ্তা ইতি পঞ্চবিধা যথোত্তরসুখদাঃ স্যুঃ। এতে

শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদপ্রোক্তা টীকা।

ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটলীলায়াঃ বাল্যলীলায়া আরম্ভ স্তত্রৈব প্রকটা ভবতি। এবমস্যৈব বৃন্দাবনস্য অপ্রকটিতপ্রকাশে যত্র বাল্যলীলায়া আরম্ভ স্তত্র বাল্যদেহস্য প্রাকট্যং জ্ঞেয়ং। ব্রহ্মণ আগামিনি কল্পে বৈবস্বতমন্বন্তরে পুনরপি অত্রৈব বৃন্দাবনস্য প্রকাশে বাল্যদেহো প্রকটা ভবিষ্যতি ইতি। যথা এতদ্বীপস্থঃ সূর্য্যোহস্মদীয় সন্ধ্যাকালে দ্বীপান্তরং গচ্ছতি পুনরপি যামচতুষ্টয়ান্তরং এতদ্বীপে প্রকটা ভবিষ্যতি। লীলানাং বাল্যাদ্যবস্থানাঞ্চ নিত্যত্বং শ্রীভাগবতটীকায়াং মহানুভাবৈর্বিস্তার্য্য

যাহা চিত্ত ও তনুর ক্ষোভ জন্মায়, তাহার নাম সাত্ত্বিকভাব। এই সাত্ত্বিকভাব আট প্রকার; যথা—স্তম্ভ (জড়তা), স্বেদ (ঘর্ম্ম), রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, কম্প, বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও প্রলয় (সুষুপ্তি-দশা)। ঐ সাত্ত্বিক ভাবসকল আবার তিন ভাগে বিভক্ত; যথা—স্নিগ্ধ, দিগ্ধ ও রুক্ষ। তন্মধ্যে স্নিগ্ধ সাত্ত্বিক-ভাব—গৌণ-মুখ্য-ভেদে দ্বিবিধ। সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে উদিত স্নিগ্ধ সাত্ত্বিকের নাম মুখ্য এবং পরম্পরাভাবে অর্থাৎ কিঞ্চিৎ ব্যবধানে শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে উদিত স্নিগ্ধ-সাত্ত্বিকের নাম গৌণ। ঐ স্নিগ্ধ সাত্ত্বিক-ভাব নিত্যসিদ্ধ ভক্তেরই হইয়া থাকে। জাতরতি ভক্তের সাত্ত্বিকভাবকে দিগ্ধভাব বলা যায়। আর অজাতরতি ব্যক্তিতে কচিৎ আনন্দ বিস্ময়াদি দ্বারা উদিত ভাবকেই রুক্ষভাব বলা যায়।

ঐ সকল সাত্ত্বিকভাব আবার ধূমায়িত, জ্বলিত, দীপ্ত, উদ্দীপ্ত, সুদ্দীপ্তভেদে পঞ্চবিধ। ইহারা যথাক্রমে উত্তরোত্তর সুখপ্রদ হইয়া থাকে। অত্যন্ত প্রকাশিত অথচ গোপনযোগ্য একটি বা দুইটি সাত্ত্বিক-ভাবের নাম ধূমায়িত। এক সময়ে উদিত দুই তিনটি সাত্ত্বিকভাবের নাম জ্বলিত। এই ভাবকেও কষ্টে গোপন করা যায়। বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া যুগপৎ উদিত তিন, চার বা পাঁচটি সাত্ত্বিক-ভাবের নাম দীপ্ত। এই দীপ্ত সাত্ত্বিক গোপন করা যায় না। পরম উৎকর্ষ প্রাপ্ত যুগপৎ উদিত ছয় সাত বা আটটি সাত্ত্বিকভাবের নাম উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকভাব।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যদি নিত্য-সিদ্ধে তদা স্নিগ্ধাঃ। যদি জাতরতৌ তদা দিগ্ধাঃ। ভাবশূন্যজনে যদি জাতাস্তদা রুক্ষাঃ। মুমুক্ষুজনে যদি জাতাস্তদা রত্যাভাসজাঃ। কর্ম্মিজনে বিষয়িজনে বা যদি জাতাস্তদা সত্ত্বাভাসজাঃ। পিচ্ছিলচিত্তজনে তদভ্যাসপরে বা যদি জাতাস্তদা নিঃসত্ত্বাঃ। ভগবদ্দ্বেষি জনে যদি জাতাস্তদা প্রতীপাঃ ॥১৩॥

অথ ব্যভিচারিণঃ স্থায়িভাব-পোষকা ভাবাঃ কাদাচিৎকাঃ। "নির্ব্বেদোঽথ বিষাদো দৈন্যং গ্লানিশ্রমৌ চ মদগর্ব্বৌ শঙ্কা-ত্রাসাবেগা উন্মাদোঽপস্মৃতিস্তথা ব্যাধিঃ মোহো মৃতিরালস্যং জাড্যং ব্রীড়াবহিত্থা চ

শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদপ্রোক্তা টীকা।

লিখিতঃ। বিশেষজিজ্ঞাসা চেৎ সা টীকা দ্রষ্টব্যা। প্রকৃতে তু রতিপ্রেমাদি-স্থায়িভাববতাং ভক্তানাং মধ্যে যদা যস্য ভক্তস্য স্থায়িভাবাদেঃ স্ব-স্ব-কারণং প্রাপ্যোদয়স্তদা তস্যৈবাভিব্যক্তিরণ্যেষাং তু ভাবানামনভিব্যক্তত্বেন তস্মিন্নেব ভক্তে স্থিতির্জ্ঞেয়া। যথা কামক্রোধাদিমতাং সাংসারিকানাং কামাদীনাং মধ্যে একতরস্য উদয়কালে অন্যেষাং সংস্কাররূপেণ স্থিতিস্তদ্বদেবেতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ১৩ ॥

উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকই মহাভাবে সুদ্দীপ্ত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন রত্যাভাসজাত সাত্ত্বিকভাবও দেখা যায়। রত্যাভাসজাত ভাব চারি প্রকার। তন্মধ্যে মুমুক্ষু ব্যক্তিতে সাত্ত্বিকভাবের নাম রত্যাভাসজ, কর্ম্মি-জনে বা বিষয়ি-জনে জাত সাত্ত্বিকভাবের নাম সত্ত্বাভাসজ, পিচ্ছিলচিত্ত-জনে বা অভ্যাসপরায়ণ-জনে জাত সাত্ত্বিকভাবের নাম নিঃসত্ত্ব এবং ভগবদ্বিদ্বেষি-জনে জাত সাত্ত্বিকভাবের নাম প্রতীপ সাত্ত্বিকভাব ॥ ১৩ ॥

অনন্তর ব্যভিচারিভাব বলা যাইতেছে। ব্যভিচারি ভাব তেত্রিশটি; যথা—নির্ব্বেদ (আত্মনিন্দা), বিষাদ (অনুতাপ), দৈন্য (আপনাতে অযোগ্যতাবুদ্ধি), গ্লানি (শ্রমজনিত দৌর্ব্বল্য), শ্রম (নৃত্যজনিত ঘর্ম্ম), মদ (মধুপানাদি জনিত মত্ততা), গর্ব্ব (অহঙ্কার), শঙ্কা (অনিষ্টাশঙ্কন), ত্রাস (অকস্মাৎ ভয়), আবেগ (চিত্তসম্ভ্রম), উন্মাদ (উন্মত্ততা), অপস্মৃতি (অপস্মার নামক ব্যাধি) ব্যাধি (জ্বরাদি উত্তাপ), মোহ (মূর্চ্ছা), মৃতি (মরণ), আলস্য (অলসতা),

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

স্মৃতিরথ বিতর্ক-চিন্তা-মতি-ধৃতয়ো হর্ষ উৎসুকত্বঞ্চ ঔগ্রামর্ষাসূয়াশ্চাপলাঞ্চৈব নিদ্রা চ সুপ্তির্ব্বোধ ইতীমে ভাবা ব্যভিচারিণঃ সমাখ্যাতাঃ॥" অথৈষাং লক্ষণম্—আত্মনিন্দা নির্ব্বেদঃ; অনুতাপো বিষাদঃ; আত্মনি অযোগ্যবুদ্ধির্দৈন্যং; গ্লানিঃ শ্রমজন্যদৌর্ব্বল্যং; নৃত্যাদ্যুত্থঃ স্বেদঃ শ্রমঃ; মদো মধুপানাদিমত্ততা; অহঙ্কারো গর্ব্বঃ; অনিষ্টাশঙ্কনং শঙ্কা; অকস্মাদেব ভয়ং ত্রাসঃ; চিত্ত-সম্ভ্রম আবেগঃ; উন্মত্ততা উন্মাদঃ অপস্মারো ব্যাধিরপস্মৃতিঃ; জ্বরতাপো ব্যাধিঃ; মূর্চ্ছৈব মোহঃ; মৃতির্মরণম্; আলস্যং স্পষ্টং; জাড্যং জড়তা; লজ্জৈব ব্রীড়া; আকারগোপন মবহিত্থা; পূর্ব্বানুভূতবস্তুস্মরণং স্মৃতিঃ; অনুমানং বিতর্কঃ; কিং ভবিষ্যতীতি ভাবনা চিন্তা; শাস্ত্রার্থনির্দ্ধারণং মতিঃ; ধৃতির্ধৈর্য্যং; হর্ষ আনন্দঃ; উৎকণ্ঠৈব ঔৎসুক্যং; তীক্ষ্ণস্বভাবতা ঔগ্রাম্; অসহিষ্ণুতা অমর্ষঃ; গুণেঽপি দোষারোপণমসূয়া; স্থৈর্য্যে অশক্তিশ্চাপল্যং; সুষুপ্তিরেব নিদ্রা; স্বপ্নদর্শনং সুপ্তিঃ; জাগরণং বোধঃ অবিদ্যাক্ষয়শ্চ; ইতি ব্যভিচারিণঃ॥ ১৪॥

শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদপ্রোক্তা টীকা।

বিভাবৈরিতি *। এষা কৃষ্ণরতিরেব স্থায়ী ভাবঃ সৈব ভক্তিরসো ভবেৎ। কীদৃশী সতীত্যাহ বিভাবৈরিতি। শ্রবণাদিভিঃ কর্ত্তৃভির্বিভাবাদিভিঃ করণৈর্ভক্তানাং হৃদি স্বাস্বাদ্যমানীতা সম্যক্ প্রাপিতা॥ ১৪॥

জাড্য (জড়তা), ব্রীড়া (লজ্জা), অবহিত্থা (আকার গোপন), স্মৃতি (পূর্ব্বানুভূত বস্তুর স্মরণ), বিতর্ক (অনুমান), চিন্তা (কি হইবে এইরূপ ভাবনা), মতি (শাস্ত্রার্থ নির্দ্ধারণ), ধৃতি (ধৈর্য্য), হর্ষ (আনন্দ), ঔৎসুক্য (উৎকণ্ঠা), ঔগ্র্য (তীক্ষ্ণ স্বভাবতা), অমর্ষ (অসহিষ্ণুতা), অসূয়া (গুণে

---

* বিভাব্যতে হি রত্যাদির্যত্র যেন বিভাব্যতে।
বিভাবো নাম দ্বেধালম্বনোদ্দীপনাত্মকঃ॥
—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কিন্তু ভক্তানাং চিত্তানুসারেণ ভাবানাং প্রাকট্যতারতম্যং ভবতি। তত্র ক্বচিৎ সমুদ্রবদ্‌গম্ভীরচিত্তেঽপি অপ্রাকট্যং স্বল্প প্রাকট্যং বা অল্পখাত-বত্তরলচিত্তে অতিশয়প্রাকট্যং চ ভবতীতি নায়মাত্যন্তিক নিয়ম ইতি প্রপঞ্চো ন লিখিতঃ ॥ ১৫ ॥

অথ স্থায়ী ভাবঃ। সামান্যরূপঃ স্বচ্ছরূপশ্চ শান্তাদি-পঞ্চবিধরূপশ্চ। একৈকরসনিষ্ঠভক্তসঙ্গরহিতস্য সামান্যজনস্য সামান্যভজনপরিপাকেণ সামান্যরতিরূপশ্চ স্থায়ী ভাবো যো ভবতি স সামান্যরূপঃ। শান্তাদি-পঞ্চবিধভক্তেষপি অবিশেষেণ কৃতসঙ্গস্য তত্তদ্ভজনপরিপাকেণ পঞ্চবিধা রতিস্তত্তদ্ভক্তসঙ্গবসতিকালভেদেন যোদয়তে যথা কদাচিৎ শান্তিঃ কদাচিৎ দাস্যং কদাচিৎ সখ্যং কদাচিৎ বাৎসল্যং কদাচিৎ কান্তাভাবশ্চ ন ত্বেকত্র নিষ্ঠাং তদা স্বচ্ছরতিরূপঃ। অথ পৃথক্ পৃথক্ রসৈকনিষ্ঠেষু ভক্তেষু

দোষারোপ), চাপলা (ধৈর্য্যে অক্ষমতা) নিদ্রা (সুষুপ্তি), সুপ্তি (স্বপ্নদর্শন), বোধ (জাগরণ ও অবিদ্যাক্ষয়)। ॥১৪॥

ভক্তগণের চিত্ত-অনুসারে ভাব-সকলের প্রকাশের তারতম্য হইয়া থাকে। তন্মধ্যে কখন সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর চিত্তেও অপ্রকাশ বা স্বল্প প্রকাশ এবং অল্প-খাতের ন্যায় তরলচিত্তে অতিশয় প্রকাশ হইতে দেখা যায়। অতএব বিশেষ কোন নিয়ম না থাকায় ইহার বিস্তার করা হইল না ॥১৫॥

অনন্তর স্থায়িভাব বর্ণিত হইতেছে। স্থায়ি-ভাব ত্রিবিধ, যথা—সামান্যরূপ, স্বচ্ছরূপ ও শান্তাদি-পঞ্চবিধ রূপ। যিনি কখন একৈকরসনিষ্ঠ ভক্তের সঙ্গ করেন নাই, অথচ যাঁহার সামান্য ভজনের পরিপাকে শান্তাদি বিশেষত্ব শূন্য সামান্যতঃ এক প্রকার রতি জন্মিয়াছে, তাদৃশ সামান্য জনের ঐরূপ সামান্য রতিকে সামান্য-রূপ স্থায়ি-ভাব বলা যায়। কাহারও যদি অবিশেষে শান্তাদি-পঞ্চবিধ-ভক্ত-সঙ্গই লাভ হইয়া থাকে এবং ভজন-পরিপাকে যদি পঞ্চবিধ রতিই তত্তদ্‌ভক্তসঙ্গে অবস্থিতিকালভেদে উদয় হয় যেমন কখন শান্তি,কখন দাস্য,কখন সখ্য,কখন বাৎসল্য এবং কখন কান্তভাব প্রকাশ পায়, অথচ কোন নির্দ্দিষ্ট একটি ভাবে যদি নিষ্ঠা না থাকে, তবে তাহার ঐরূপ রতিকেই স্বচ্ছ-স্থায়িভাব বলা যায়। আর পৃথক্

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শান্ত্যাদিপঞ্চবিধরূপঃ। শান্তভক্তানাং শান্তিঃ। দাস্যভক্তানাং দাস্যরতিঃ। সখ্যভক্তানাং সখ্যম্। বাৎসল্যভক্তানাং বাৎসল্যম্। উজ্জ্বলভক্তানাং প্রিয়তা। এবং শান্তদাস্যসখ্যবাৎসল্যোজ্জ্বলাশ্চ পঞ্চ মুখ্যরসা যথোত্তরং শ্রেষ্ঠাঃ। শান্তে শ্রীকৃষ্ণ-নিষ্ঠ-বুদ্ধিবৃত্তিতা, দাস্যে সেবা, সখ্যে নিঃসম্ভ্রমতা, বাৎসল্যে স্নেহঃ, উজ্জ্বলে সঙ্গি-সঙ্গদানেন সুখমুৎপাদ্যম্। এবং পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-গুণাদুত্তরোত্তরস্থাঃ শ্রেষ্ঠাঃ স্যুঃ ॥ ১৬ ॥

অথ শান্তরসে নরাকৃতিপরব্রহ্ম চতুর্ভুজঃ নারায়ণঃ পরমাত্মা ইত্যাদি গুণঃ শ্রীকৃষ্ণো বিষয়ালম্বনঃ। সনক-সনন্দ-সনাতন-সনৎকুমারাদয়ঃ আশ্রয়ালম্বনাঃ তপস্বিনঃ। জ্ঞানিনোঽপি মুমুক্ষাং ত্যক্ত্বা শ্রীকৃষ্ণভক্ত-

ভক্তিবাসনাযুক্তা যদি স্যুস্তদা তেঽপি আশ্রয়ালম্বনাঃ। পর্ব্বত-শৈলকাননাদিবাসিজনসঙ্গসিদ্ধক্ষেত্রাদয়ঃ উদ্দীপনবিভাবাঃ। নাসিকাগ্র-

---

পৃথক্ ঐকনিষ্ঠ ভক্তের শান্ত্যাদি পৃথক্ পৃথক্ ভাবের নামই শান্ত্যাদি-পঞ্চবিধরূপ স্থায়ি-ভাব।

শান্ত্যাদি-পঞ্চবিধ ভাব, যথা—শান্ত-ভক্তের শান্তি, দাস্য-ভক্তের দাস্য, সখ্য-ভক্তের সখ্য, বাৎসল্য-ভক্তের বাৎসল্য এবং মধুর-ভক্তের প্রিয়তা স্থায়ী ভাব। এইরূপ শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও উজ্জ্বল বা মধুর—এই পাঁচটী মুখ্যরস, ইহারা উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ। শান্তের গুণ শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠ-বুদ্ধিবৃত্তিতা, দাস্যের গুণ সেবা, সখ্যের গুণ সম্ভ্রমরাহিত্য, বাৎসল্যের গুণ স্নেহ এবং উজ্জ্বলের গুণ অঙ্গ-সঙ্গ-দান দ্বারা সুখোৎপাদন। এই প্রকারে পূর্ব্ব পূর্ব্ব গুণ হইতে উত্তরোত্তর গুণ সকলের শ্রেষ্ঠতা জানিতে হইবে ॥১৬॥

শান্ত ভক্তি-রস।—এই শান্তরসে সচ্চিদানন্দ-ঘনবিগ্রহ, নরাকৃতি পরব্রহ্ম, চতুর্ভুজ, নারায়ণ, পরমাত্মা এবং শান্ত, দান্ত, শুচি, বশী, হতারিগতিদায়ক ও বিভু ইত্যাদি গুণসম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন। মমতারহিত, শ্রীভগবন্নিষ্ঠ, ভক্তি-মার্গপ্রদর্শক সনক-সনন্দ-সনাতন-সনৎকুমারাদি তাপসগণ আশ্রয়ালম্বন। জ্ঞানিগণও মুক্তিবাঞ্ছা পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণভক্ত-কৃপায় যদি ভক্তি-বাসনাযুক্ত হয়েন, তবে তাঁহারাও আশ্রয়ালম্বন হইয়া থাকেন। পর্ব্বত-কাননাদিবাসী সাধুজনের সঙ্গ ও

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দৃষ্টিঃ অবধূতচেষ্টা নির্ম্মমতা ভগবদ্দ্বেষিজনে ন দ্বেষঃ তদ্ভক্তজনেঽপি নাতিভক্তিঃ মৌনং জ্ঞানশাস্ত্রেঽভিনিবেশঃ ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ। অশ্রু-পুলকরোমাঞ্চাদ্যাঃ প্রলয়-বর্জ্জিতাঃ সাত্ত্বিকাঃ। নির্ব্বেদমতিধৃত্যাদয়ঃ সঞ্চারিণঃ। শান্তিঃ স্থায়ী। ইতি শান্তরসঃ ॥ ১৭ ॥

অথ দাস্যে রসে ঈশ্বরঃ প্রভুঃ সর্ব্বজ্ঞঃ ভক্তবৎসলঃ ইত্যাদি-গুণবান্ শ্রীকৃষ্ণো বিষয়ালম্বনঃ। আশ্রয়ালম্বনাশ্চতুর্বিধাঃ অধিকৃতভক্তাঃ আশ্রিতাঃ পার্ষদাঃ অনুগাশ্চেতি। তত্র ব্রহ্মা শঙ্কর ইত্যাদয়োঽধি-কৃতভক্তাঃ। তত্র আশ্রিতাস্ত্রিবিধাঃ শরণ্যাঃ জ্ঞানিচরাঃ সেবানিষ্ঠাঃ কালিয়-জরাসন্ধমগধরাজ-বদ্ধ-রাজাদয়ঃ শরণ্যাঃ। প্রথমতো জ্ঞানিনোঽপি মুমুক্ষাং পরিত্যজ্য যে দাস্যে প্রবৃত্তাস্তে সনকাদয়ো জ্ঞানিচরাঃ। যে প্রথমত এব ভজনে রতাস্তে চন্দ্রধ্বজ-হরিহর-বহুলাশ্বাদয়ঃ সেবানিষ্ঠাঃ। উদ্ধব-দারুক শ্রুতদেবাদয়ঃ পার্ষদাঃ। সুচন্দ্রমণ্ডনাদ্যাঃ পুরে, রক্তক-

---

সিদ্ধক্ষেত্রাদি উদ্দীপন-বিভাব। নাসাগ্রদৃষ্টি, অবধূতের ন্যায় চেষ্টা, নির্ম্মমতা, ভগবদ্দ্বেষিজনে বিদ্বেষরাহিত্য, ভগবদ্ভক্তজনেও ভক্ত্যাতিশয্যের অভাব, মৌন, জ্ঞানশাস্ত্রে অভিনিবেশ প্রভৃতি অনুভাব। প্রলয়বর্জ্জিত অশ্রু-পুলক-রোমাঞ্চাদি সাত্ত্বিক ভাব। নির্ব্বেদ, মতি, ধৃতি প্রভৃতি সঞ্চারি-ভাব এবং শান্তি স্থায়ী ভাব ॥১৭॥

দাস্য-ভক্তিরস।—এই দাস্য-ভক্তিরসে ঈশ্বর, প্রভু, সর্ব্বজ্ঞ ও ভক্তবৎসল প্রভৃতি গুণসমন্বিত শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন। মমতাযুক্ত, গৌরব-ভাবময় শ্রীভগবদ্বিষ্ঠ, নিজ আচরণ দ্বারা অন্তের উপকারক, দাস্য-সেবাপরায়ণ—অধিকৃত ভক্ত, আশ্রিত-ভক্ত, পারিষদ ও অনুগামী এই চারি প্রকার ভক্ত আশ্রয়ালম্বন তন্মধ্যে ব্রহ্মা, শঙ্কর ইত্যাদি আধিকারিক দেবতাগণ অধিকৃত-ভক্ত। আশ্রিত ভক্ত ত্রিবিধ—শরণ্য, জ্ঞানিচর ও সেবানিষ্ঠ। তন্মধ্যে কালিয়নাগ, মগধরাজ জরাসন্ধ কর্তৃক অবরুদ্ধ রাজগণ প্রভৃতি শরণ্য। প্রথমে জ্ঞানি থাকিয়া পরে মোক্ষেচ্ছা ত্যাগ পূর্ব্বক যাঁহারা দাস্যে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহারাই জ্ঞানিচর। সনকাদি মুনিগণ এই বিভাগের অন্তর্গত। আর যাঁহারা প্রথম হইতেই সেবানিষ্ঠ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পত্রক-মধুকণ্ঠাদয়ো ব্রজে অনুগাঃ। এবাং সপরিবার এব কৃষ্ণে যে যথোচিতভক্তিমন্তঃ তে ধুর্য্যভক্তাঃ। যে কৃষ্ণপ্রেয়সীবর্গে আদরযুক্তা স্তে ধীরভক্তাঃ। যে তু তৎকৃপাং প্রাপ্য গর্ব্বেণ কমপি ন গণয়ন্তি তে বীরভক্তাঃ। এতেষু গৌরবান্বিত-সম্ভ্রমপ্রীতিযুক্তাস্তু প্রদ্যুম্নশাম্বাদয়ঃ শ্রীকৃষ্ণস্য পাল্যাঃ। তে সর্ব্বে কেচিন্নিত্যসিদ্ধাঃ, কেচিৎ সাধনসিদ্ধাঃ, কেচিৎ সাধকাঃ। শ্রীকৃষ্ণানুগ্রহচরণধূলীমহাপ্রসাদাদয় উদ্দীপনবিভাবাঃ। শ্রীকৃষ্ণস্যাজ্ঞাকরণাদয়োঽনুভাবাঃ। প্রেমা রাগঃ স্নেহশ্চাত্র রসে ভবতি। অধিকৃতভক্তে আশ্রিতভক্তে চ প্রেমপর্য্যন্তো ভবতি স্থায়ী। পার্ষদভক্তে স্নেহপর্য্যন্তঃ। পরীক্ষিতি দারুকে উদ্ধবে রাগঃ প্রকট এব। ব্রজানুগে রক্তকাদৌ সর্ব্ব এব। প্রদ্যুম্নাদাবপি সর্ব্ব এব। যাবৎ-

---

হয়েন, তাঁহাদিগকে সেবানিষ্ঠ বলা যায়। চন্দ্রধ্বজ, হরিহয় ও বহুলাশ্ব প্রভৃতি রাজগণ সেবানিষ্ঠ বলিয়া অভিহিত হয়েন। উদ্ধব, দারুক ও শ্রুতদেবাদি ক্ষত্রিয়গণ ও উপনন্দ প্রভৃতি গোপগণ পারিষদ্। পুরে সুচন্দ্র ও মণ্ডনাদি এবং ব্রজে রক্তক-পত্রক-মধুকণ্ঠাদি অনুগামী। ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা সপরিবার শ্রীকৃষ্ণে যথোচিত ভক্তি করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের নাম ধুর্য্যভক্ত; যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীবর্গে অধিক আদরযুক্ত, তাঁহাদিগের নাম ধীরভক্ত; আর যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের কৃপালাভে গর্ব্বিত থাকিয়া কাহারও অপেক্ষা রাখেন না, তাঁহারাই বীরভক্ত। এই সকল সম্ভ্রম-প্রীতিযুক্ত ভক্তের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণে গুরুত্ববুদ্ধি-বিশিষ্ট প্রদ্যুম্নশাম্বাদি শ্রীকৃষ্ণের পাল্য। উক্ত ভক্তসকল আবার নিত্যসিদ্ধ সাধনসিদ্ধ ও সাধকভেদে ত্রিবিধ। শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ, চরণধূলি ও মহাপ্রসাদ প্রভৃতি উদ্দীপন-বিভাব। আজ্ঞা-পালনাদি অনুভাব। দাস্যরসের তিনটী অবস্থা;—প্রেম, স্নেহ ও রাগ। তন্মধ্যে অধিকৃত ভক্তে ও আশ্রিত ভক্তে প্রেম পর্য্যন্ত স্থায়ী; পার্ষদভক্তে স্নেহ পর্য্যন্ত স্থায়ী; পরীক্ষিৎ দারুক ও উদ্ধবে রাগ পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয়; ব্রজানুগ-রক্তকাদিতে এবং পুরে প্রদ্যুম্নাদিতে সকলগুলিই দৃষ্ট হয়। এই দাস্য-রসে অযোগ ও বিয়োগ এই দুইটি অবস্থা হয়। প্রথম দর্শনের পূর্ব্বের অবস্থার নাম অযোগাবস্থা।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পর্য্যন্তং শ্রীকৃষ্ণদর্শনং প্রথমতো ভবতি তাবৎকালময়োগঃ। দর্শনানন্তরং যদি বিচ্ছেদ স্তদা বিয়োগঃ। তত্র দশ দশাঃ। অঙ্গেষু তাপঃ কৃশতা জাগর্য্যা আলম্বনশূন্যতা অধৃতি জড়তা ব্যাধিরুন্মাদো মূর্চ্ছিতঃ মৃতিশ্চ। ইতি দাস্যরসঃ ॥ ১৮ ॥

অথ সখ্যরসে বিদগ্ধো বুদ্ধিমান্ সুবেশঃ সুখীত্যাদিগুণঃ শ্রীকৃষ্ণো বিষয়ালম্বনঃ। আশ্রয়ালম্বনাঃ সখায়শ্চতুর্বিধাঃ। সুহৃদঃ সখায়ঃ প্রিয়সখায়ঃ প্রিয়নর্ম্মসখায়শ্চ। যে কৃষ্ণস্য বয়সাধিকাস্তে সুহৃদঃ কিঞ্চিদ্বাৎসল্যবন্তঃ। তে সুভদ্র-মণ্ডলীভদ্র-বলভদ্রাদয়ঃ। যে কিঞ্চিদ্ বয়সা ন্যূনাস্তে কিঞ্চিদ্দাস্যমিশ্রাঃ সখায়ঃ। তে বিশাল-বৃষভ-দেব-প্রস্থাদয়ঃ। যে বয়সা তুল্যাস্তে প্রিয়সখায়ঃ শ্রীদাম-সুদাম-বসুদামাদয়ঃ। যে তু প্রেয়সীরহস্য-সহায়াঃ শৃঙ্গার-ভাবস্পৃহা স্তে প্রিয়নর্ম্মসখায়ঃ সুবল-

---

দর্শনের পরে যে বিচ্ছেদ, তাহার নাম বিয়োগাবস্থা। বিয়োগে অঙ্গতাপ, কৃশতা, জাগরণ, আলম্বনশূন্যতা বা অনবস্থা, অধীরতা, জড়তা, ব্যাধি, উন্মাদ, মূর্চ্ছা ও মৃত্যু অর্থাৎ মৃত্যুতুল্য অবস্থা এই দশদশা। অযোগে ঔৎসুক্যাদি এবং যোগে সিদ্ধিতুষ্টি প্রভৃতি দশা ॥ ১৮ ॥

অনন্তর সখ্যভক্তি-রস। এই রসে বিদগ্ধ বুদ্ধিমান্ সুবেশ ও সুখী প্রভৃতি গুণযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন। মমতাযুক্ত বিশ্বাসভাবময়, শ্রীভগবন্নিষ্ঠ, নিজ আচরণদ্বারা অন্যের উপকারক, সখ্যসেবাপরায়ণ, তদীয় সখাসকল আশ্রয়ালম্বন। সুহৃৎ, সখা, প্রিয়সখা ও প্রিয়নর্ম্মসখাভেদে ঐ আশ্রয়ালম্বন চতুর্বিধ। তন্মধ্যে যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ হইতে বয়সে কিছু অধিক ও কিঞ্চিৎ বাৎসল্যযুক্ত তাঁহারাই সুহৃৎ। ব্রজে সুভদ্র, মণ্ডলীভদ্র ও বলভদ্র প্রভৃতি সুহৃৎ। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ হইতে বয়সে কিঞ্চিৎ ন্যূন ও কিঞ্চিৎ দাস্যমিশ্র তাঁহারাই সখা। ব্রজে বিশাল, বৃষভ ও দেবপ্রস্থ প্রভৃতি সখা। যাঁহারা বয়সে শ্রীকৃষ্ণের তুল্য, তাঁহারাই প্রিয়সখা। ব্রজে শ্রীদাম, সুদাম ও বসুদাম প্রভৃতি প্রিয়সখা। আর যাঁহারা প্রেয়সী-রহস্যের সহায় ও শৃঙ্গার-ভাবশালী, তাঁহারা প্রিয়নর্ম্মসখা। ব্রজে সুবল, মধুমঙ্গল ও অর্জ্জুন প্রভৃতি প্রিয়নর্ম্মসখা। শ্রীকৃষ্ণের কৌমার,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মধুমঙ্গলার্জ্জুনাদয়ঃ। শ্রীকৃষ্ণস্য কৌমার-পৌগণ্ড কৈশোরান্ বয়াংসি শৃঙ্গ-বেণু দলবাদ্যাদয়শ্চ উদ্দীপনবিভাবাঃ। তত্র প্রমাণম্—"কৌমারং পঞ্চমাব্দান্তং পৌগণ্ডং দশমাবধি। কৈশোরমাপঞ্চদশং যৌবনন্তু ততঃ পরম্॥" অষ্টামাসাধিকদশবর্ষপর্য্যন্তং শ্রীকৃষ্ণস্য ব্রজে প্রকটবিহারঃ অতএব শ্রীকৃষ্ণস্যাল্পকালত এব বয়োবৃদ্ধ্যা মাসচতুষ্টয়াধিকবৎসরত্রয়-পর্য্যন্তং কৌমারম্। ততঃ পরমষ্টমাসাধিকষড়্বর্ষপর্য্যন্তং পৌগণ্ডম্। ততঃ পরমষ্টমাসাধিকদশবর্ষপর্য্যন্তং কৈশোরম্। ততঃ পরমপি সর্ব্ব-কালং ব্যাপ্য কৈশোরমেব। দশবর্ষং শেষকৈশোরম্। তত্রৈব সদা স্থিতিঃ। এবং সপ্তমে বর্ষে বৈশাখে মাসি কৈশোরারম্ভঃ। অতএব প্রসিদ্ধঃ পৌগণ্ডমধ্যে প্রেয়সীভিঃ সহ বিহারঃ। তাসামপি তথাভূত-ত্বাদিতি প্রসঙ্গাৎ লিখিতম্। সখ্যে বাহুযুদ্ধখেলা একশয্যাশয়নাদয়ো-হনুভাবাঃ। অশ্রুপুলকাদয়ঃ সর্ব্বে এব সাত্ত্বিকাঃ। হর্ষগর্ব্বাদয়ঃ সঞ্চারিণঃ। সাম্যদৃষ্ট্যা নিঃসম্ভ্রমতাময়ঃ বিশ্বাসবিশেষঃ সখ্যরতিঃ স্থায়ী

পৌগণ্ড ও কৈশোর বয়স এবং শৃঙ্গ, বেণু ও পত্রনির্ম্মিত বাদ্যাদি উদ্দীপন-বিভাব। পঞ্চমবর্ষ পর্য্যন্ত কৌমার, দশম পর্য্যন্ত পৌগণ্ড, পঞ্চদশ পর্য্যন্ত কৈশোর, এবং তাহার পর যৌবন, ইহাই সাধারণ নিয়ম। শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু দশবৎসর আটমাস পর্য্যন্ত ব্রজে প্রকট-বিহার করিয়াছিলেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণের অপেক্ষাকৃত অল্প সময়েই বয়োবৃদ্ধি ধরিয়া তিনবৎসর চারিমাস পর্য্যন্ত কৌমার, তারপর ছয়বৎসর আটমাস পর্য্যন্ত পৌগণ্ড, তারপর দশবৎসর আটমাস পর্য্যন্ত কৈশোর বুঝিতে হইবে। তারপরও সকলকালেই তাঁহার কৈশোর। দশবৎসরই তাঁহার শেষ কৈশোর এবং ঐ শেষ কৈশোরেই তিনি সর্ব্বকাল অবস্থান করিয়া থাকেন। সপ্তম বৎসরের বৈশাখমাসে তাঁহার কৈশোরের প্রারম্ভ।

এই কারণেই তাঁহার পৌগণ্ড মধ্যে প্রেয়সীবর্গের সহিত বিহার প্রসিদ্ধ আছে। প্রেয়সীবর্গেরও ঐরূপই জানিতে হইবে। এই বয়সের বিষয়টী প্রসঙ্গাধীন লিখিত হইল। সখ্যে বাহুযুদ্ধ, ক্রীড়া ও এক শয্যায় শয়ন প্রভৃতি অনুভাব। অশ্রু-পুলকাদি সমস্তই সাত্ত্বিকভাব। হর্ষগর্ব্বাদি সঞ্চারিভাব।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভাবঃ। অথ প্রণয়ঃ প্রেমা স্নেহো রাগঃ সখ্যেন সহ পঞ্চবিধঃ স্যাৎ। অন্যত্র অর্জ্জুনভীমসেন-শ্রীদামবিপ্রাদ্যাঃ সখায়ঃ। তত্রাপি বিয়োগে দশ দশাঃ পূর্ব্ববৎ জ্ঞাতব্যাঃ। ইতি সখ্যরসঃ ॥ ১৯ ॥

অথ বাৎসল্যরসে কোমলাঙ্গো বিনয়ী সর্ব্বলক্ষণযুক্ত ইত্যাদিগুণঃ শ্রীকৃষ্ণো বিষয়ালম্বনঃ। শ্রীকৃষ্ণে অনুগ্রাহ্যভাববন্তঃ পিত্রাদয়ো গুরুজনা অত্র ব্রজে ব্রজেশ্বরীব্রজরাজ-রোহিণ্যুপনন্দতৎপত্ন্যাদয় অন্যত্র দেবকী-কুন্তীবসুদেবাদয়শ্চ আশ্রয়ালম্বনাঃ। স্মিতজল্পিতবাল্যচেষ্টাদয় উদ্দীপন-বিভাবাঃ মস্তকাঘ্রাণাশীর্ব্বাদ-লালন-পালনাদয়োঽনুভাবাঃ। সাত্ত্বিকাঃ স্তম্ভ-স্বেদাদয়ঃ সর্ব্ব এব স্তনস্রবণমিতি নবসংখ্যাঃ। হর্ষশঙ্কাদ্যা ব্যভি-চারিণঃ। বাৎসল্যরতিঃ স্থায়ী ভাবঃ। প্রেমস্নেহরাগাশ্চাত্র ভবন্তি। অত্রাপি বিয়োগে পূর্ব্ববৎ দশ দশাঃ। ইতি বাৎসল্যরসঃ ॥ ২০ ॥

এবং সাম্যদৃষ্টিহেতু নিঃসম্ভ্রমতাময় বিশ্বাস-বিশেষরূপ সখ্যরতিই স্থায়িভাব। সখ্যরতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া সখ্য, প্রণয়, প্রেম, স্নেহ ও রাগ এই পাঁচটি আখ্যা ধারণ করিয়া থাকে। পুরে অর্জ্জুন, ভীমসেন ও শ্রীদাম বিপ্র প্রভৃতি সখা। এই সখ্যরসেও দাস্যের ন্যায় বিয়োগে দশদশা জানিতে হইবে ॥ ১৯ ॥

অনন্তর বাৎসল্যরস। এই রসে কোমলাঙ্গ, বিনয়ী, সর্ব্বলক্ষণযুক্ত ইত্যাদি গুণবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন। মমতাযুক্ত, অনুগ্রাহ্যভাববন্ত অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগের অনুগ্রহপাত্র এইরূপ বুদ্ধিবিশিষ্ট, পিত্রাদি আশ্রয়ালম্বন। ঐ আশ্রয়ালম্বন ব্রজে ব্রজেশ্বরী, ব্রজরাজ, রোহিণী, উপনন্দ ও তৎপত্নী প্রভৃতি এবং অন্যত্র মথুরা ও দ্বারকায় দেবকী, কুন্তী ও বসুদেব প্রভৃতি। হাস্য, মৃদুমধুরবাক্য ও বাল্যচেষ্টাদি উদ্দীপন-বিভাব। মস্তকাঘ্রাণ, আশীর্ব্বাদ ও লালনপালনাদি অনুভাব। স্তম্ভ-স্বেদাদি সমস্ত ও স্তন-দুগ্ধ-ক্ষরণ এই নয়টি সাত্ত্বিকভাব। হর্ষ ও শঙ্কা প্রভৃতি ব্যভিচারিভাব। এই রসে বাৎসল্যরতি স্থায়িভাব। উক্ত বাৎসল্যরতির প্রেম, স্নেহ ও রাগ এই তিনটি উত্তরোত্তর অবস্থা দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহাতেও বিয়োগে পূর্ব্ববৎ দশটি দশা হয় ॥ ২০ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অথ মধুররসে রূপমাধুর্য্য-লীলামাধুর্য্য-প্রেমমাধুর্য্যসিন্ধুঃ শ্রীকৃষ্ণো বিষয়ালম্বনঃ। প্রেয়সীগণঃ আশ্রয়ালম্বনঃ। মুরলীরববসন্তকোকিলনাদ-নবমেঘময়ূরকণ্ঠাদিদর্শনাদ্যাঃ উদ্দীপন-বিভাবাঃ। কটাক্ষ-হাস্যাদয়োঽনুভাবাঃ॥ সর্ব্ব এব সাত্ত্বিকাঃ সূদ্দীপ্তপর্য্যন্তাঃ। নির্ব্বেদাদ্যাঃ সর্ব্বে আলস্যৌগ্র্যরহিতাঃ সঞ্চারিণঃ। প্রিয়তারতিঃ স্থায়ী ভাবঃ। প্রেম-স্নেহরাগাদ্যাঃ শ্রীলোজ্জ্বলনীলমণ্যুক্তাঃ সর্ব্ব এব ভবন্তি। ইতি মধুররস ॥ ২১ ॥

অথৈষাং মৈত্রিবৈরস্থিতিঃ শান্তস্য দাস্যস্য পরস্পরং মৈত্রী। সখ্যবাৎসল্যৌ তটস্থৌ। বাৎসল্যস্য ন কেনাপি মৈত্রী। উজ্জ্বলদাস্য-রসৌ শত্রূ। ইতি মৈত্রিবৈরস্থিতিঃ ॥ ২২ ॥

অথ ভাবমিশ্রণম্। শ্রীবলদেবাদীনাং সখ্যং বাৎসল্যং দাস্যঞ্চ। মুখরাপ্রভৃতীনাং বাৎসল্যং সখ্যঞ্চ। যুধিষ্ঠিরস্য বাৎসল্যং সখ্যঞ্চ। ভীমস্য সখ্যং বাৎসল্যঞ্চ। অর্জ্জুনস্য সখ্যং দাস্যঞ্চ। নকুলসহদেবয়োর্দাস্যং সখ্যঞ্চ। উদ্ধবস্য দাস্যং সখ্যঞ্চ। অক্রূরোগ্রসেনাদীনাং দাস্যং

অনন্তর মধুররস। এই রসে রূপমাধুর্য্য, বেণুমাধুর্য্য, লীলামাধুর্য্য ও প্রেম-মাধুর্য্যের আধারভূত শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন। প্রেয়সীগণ আশ্রয়ালম্বন। মুরলীরব, বসন্ত, কোকিলধ্বনি, নবমেঘ, ময়ূরকণ্ঠ প্রভৃতিরও দর্শনাদি উদ্দীপন-বিভাব। কটাক্ষ ও হাস্য প্রভৃতি অনুভাব। স্তম্ভাদি সমস্ত সাত্ত্বিকভাব সূদ্দীপ্ত পর্য্যন্ত। আলস্য ও উগ্রতা ভিন্ন নির্ব্বেদাদি সমস্ত সঞ্চারিভাব। প্রিয়তারতি স্থায়িভাব। এইরসে প্রেম-স্নেহ-রাগাদি সমস্ত অবস্থাই দৃষ্ট হইয়া থাকে। ২১ ॥

মৈত্রভাব ও বৈরভাব। শান্ত ও দাস্য পরস্পর মিত্রভাবাপন্ন। সখ্য ও বাৎসল্য তটস্থ, অর্থাৎ মৈত্রী ও বৈর উভয়-বর্জ্জিত। বাৎসল্যের সহিত কাহারও মৈত্রী নাই। উজ্জ্বল ও দাস্য পরস্পর শত্রুভাবাপন্ন ॥ ২২ ॥

ভাব-মিশ্রণ। বলদেবাদির সখ্য, বাৎসল্য ও দাস্য তিনটি মিশ্রিত। মুখরা প্রভৃতির বাৎসল্য ও সখ্য, যুধিষ্ঠিরের বাৎসল্য ও সখ্য, ভীমসেনের সখ্য ও বাৎসল্য। অর্জ্জুনের সখ্য ও দাস্য। নকুল ও সহদেবের দাস্য ও সখ্য।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বাৎসল্যঞ্চ। অনিরুদ্ধাদীনাং দাস্যং সখ্যঞ্চ। এবং পঞ্চ মুখ্যরসাঃ সমাপ্তাঃ ॥ ২৩ ॥

অথ হাস্যাদ্ভুতবীরকরুণরৌদ্রভয়ানকবীভৎসাঃ সপ্ত গৌণভক্তিরসাঃ পঞ্চবিধভক্তেষ্বেবোদয়ন্তে। অতএব পঞ্চবিধভক্তা আশ্রয়ালম্বনাঃ। হাস্যাদীনাং ষণ্ণাং রসানাং শ্রীকৃষ্ণশ্চ শ্রীকৃষ্ণভক্তাশ্চ তৎসম্বন্ধিনশ্চ বিষয়ালম্বনাঃ। বীভৎসস্য তু ঘৃণাস্পদামেধ্যমাংসশোণিতাদয়ো বিষয়াঃ রৌদ্রভয়ানকয়োঃ শ্রীকৃষ্ণশত্রবোঽপি বিষয়াঃ। গণ্ডবিকাশনেত্রবিস্ফারাদয়ো যথাসম্ভবমনুভাবাঃ। সাত্ত্বিকা অপি যথাসম্ভবং দ্বিত্রা হর্ষামর্ষাদ্যা ব্যভিচারিণঃ। হাসো বিস্ময় উৎসাহঃ ক্রোধশোকৌ ভয়ং তথাজুগুপ্সা চেত্যসৌ ভাববিশেষঃ সপ্তধোদিতঃ। হাস্যাদীনামমী ক্রমেণ স্থায়িভাবাঃ। কিঞ্চ বীররসে যুদ্ধদানদয়াধর্ম্মেষু উৎসাহবশাৎ যুদ্ধবীরঃ দানবীরঃ দয়াবীরঃ ধর্ম্মবীর ইতি চতুর্দ্ধা বীররসঃ। ইতি সপ্ত গৌণরসাঃ। এবং মিলিত্বা দ্বাদশরসা ভবন্তি ॥ ২৪ ॥

উদ্ধবের দাস্য ও সখ্য। অক্রূর ও উগ্রসেনাদির দাস্য ও বাৎসল্য। অনিরুদ্ধাদির দাস্য ও সখ্য। এই মুখ্য পঞ্চরস বিবৃত হইল ॥ ২৩।

অতঃপর গৌণরস বলা হইতেছে। হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক ও বীভৎস এই সাতটি গৌণরস। পূর্ব্বোক্ত পঞ্চবিধভক্তেই এই গৌণরসসকলের উদয় দেখা যায়। অতএব পঞ্চবিধভক্তই উহাদের আশ্রয়ালম্বন। হাস্যাদি ছয়টি রসের বিষয়ালম্বন শ্রীকৃষ্ণ,তদ্ভক্ত ও তৎসম্বন্ধী ব্যক্তিসকল। ঘৃণাস্পদ, অপবিত্র মাংসশোণিতাদি বীভৎসরসের বিষয়। শ্রীকৃষ্ণদ্বেষী ব্যক্তিসকলও রৌদ্র ও ভয়ানকরসের বিষয় হইয়া থাকেন। গণ্ড-বিকাশ ও নেত্র-বিস্ফার প্রভৃতি যথাসম্ভব অনুভাব। সাত্ত্বিকভাবও যথাসম্ভব দুই তিনটি হইয়া থাকে। হর্ষ ও ক্রোধাদি ব্যভিচারিভাব। হাস্যের হাস, অদ্ভুতের বিস্ময়, বীরের উৎসাহ, করুণের শোক, রৌদ্রের ক্রোধ, ভয়ানকের ভয় এবং বীভৎসের ঘৃণা স্থায়িভাব। বীররসের আবার দান, দয়া ও ধর্ম্মে উৎসাহভেদে যুদ্ধবীর, দানবীর, দয়াবীর ও

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অথৈষাং সপ্তগৌণানাং পঞ্চসু মুখ্যরসেষু অন্তর্ভাবো যথা—হাস্যযুদ্ধবীরয়োঃ সখ্যে। অদ্ভুতস্য সর্ব্বত্র। করুণাদানবীর-দয়াবীরাণাং বাৎসল্যে। ভয়ানকস্য বাৎসল্যে দাস্যে চ। বীভৎসস্য শান্তে। রৌদ্রস্য ক্রোধরতিবাৎসল্যোজ্জ্বলরসপরিবারেষু একাংশে-নেতানেনৈব পরস্পরঃ মৈত্রী বৈরঞ্চ যুক্ত্যা জ্ঞেয়ম্ ॥ ২৫ ॥

বৈররসস্য স্মরণে রাধ্যত্বে বা বিষয়াশ্রয়ভেদে বা উপমায়াং বা রসান্তরব্যবধানেন বা বর্ণনে সতি ন রসাভাসঃ। অন্যথা তু পরস্পর-বৈরয়োর্যদি যোগ স্তদা রসাভাসঃ। যদি পরস্পরং মিত্রযোগস্তদা সুরসতা। মুখ্যানাস্তু বিষয়াশ্রয়ভেদেঽপি বৈরযোগে রসাভাস এব। এবমধিরূঢ়মহাভাবে কেবলং শ্রীরাধায়াস্তু বৈরযোগেঽপি বর্ণনপরি-পাট্যাং ন রসাভাসঃ। কিঞ্চ কৃষ্ণো যদি স্বয়মেকদৈব সর্ব্বরসানাং বিষয়ো বা আশ্রয়ো বা তদাপি ন রসাভাসঃ। অথান্যেঽপি রসা-

ধর্ম্মবীর এই চারিটি অবান্তরভেদ উক্ত হইয়া থাকে। পঞ্চমুখ্য ও সপ্তগৌণ মিলিয়া রস বারটি হইতেছে ॥ ২৪ ॥

উক্ত সপ্তগৌণরস পঞ্চমুখ্যরসের অন্তর্ভূত হইয়া থাকে। সখ্যে—হাস্য ও যুদ্ধবীরের, অদ্ভুতের সর্ব্বত্র, বাৎসল্যে—করুণ, দানবীর ও দয়াবীরের, ভয়ানকের—বাৎসল্য ও দাস্যে, শান্তে—বীভৎসের অন্তর্ভাব হয়। আর রৌদ্রের ক্রোধরতি বাৎসল্য ও উজ্জ্বলরসে অংশতঃ অন্তর্ভাব হইয়া থাকে। এতদ্দ্বারা উহাদের পরস্পর মৈত্রীভাব বা বৈরভাব বিচার করিয়া জানিবেন ॥ ২৫ ॥

পরিশেষে রসাভাস। বৈররসের স্মরণে প্রশংসনে বিষয়াশ্রয়ভেদে উপমাতে বা রসান্তরদ্বারা ব্যবহিতভাবে বর্ণনায় রসাভাস হয় না; অন্যথা পরস্পর বৈর-ভাবাপন্ন রসদ্বয়ের যোগ হইলেই রসাভাস হইবে। পরস্পর মিত্রভাবাপন্ন রসের যোগে সুরসতা হয়। মুখ্যরসসকলের বিষয়াশ্রয়ভেদেও বৈরযোগে রসাভাস হয়। কেবল শ্রীরাধিকাতে অধিরূঢ়-মহাভাবে বৈরযোগেও বর্ণনার পরিপাটী থাকিলে রসাভাস হয় না। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং যদি এক সময়ে সকল রসেরই বিষয় বা আশ্রয় হয়েন, তাহাতেও রসাভাস হয় না। অনন্তর অন্য কোন কোন

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বাৎসল্যঞ্চ। অনিরুদ্ধাদীনাং দাস্যং সখ্যঞ্চ। এবং পঞ্চ মুখ্যরসাঃ সমাপ্তাঃ ॥ ২৩ ॥

অথ হাস্যাদ্ভুতবীরকরুণরৌদ্রভয়ানকবীভৎসাঃ সপ্ত গৌণভক্তিরসাঃ পঞ্চবিধভক্তেষ্বেবোদয়ন্তে। অতএব পঞ্চবিধভক্তা আশ্রয়ালম্বনাঃ। হাস্যাদীনাং ষণ্ণাং রসানাং শ্রীকৃষ্ণশ্চ শ্রীকৃষ্ণভক্তাশ্চ তৎসম্বন্ধিনশ্চ বিষয়ালম্বনাঃ। বীভৎসস্য তু ঘৃণাস্পদামেধ্যমাংসশোণিতাদয়ো বিষয়াঃ রৌদ্রভয়ানকয়োঃ শ্রীকৃষ্ণশত্রবোঽপি বিষয়াঃ। গণ্ডবিকাশনেত্রবিস্ফারাদয়ো যথাসম্ভবমনুভাবাঃ। সাত্ত্বিকা অপি যথাসম্ভবং দ্বিত্রা হর্ষামর্ষাদ্যা ব্যভিচারিণঃ। হাসো বিস্ময় উৎসাহঃ ক্রোধশোকৌ ভয়ং তথাজুগুপ্সা চেত্যসৌ ভাববিশেষঃ সপ্তধোদিতঃ। হাস্যাদীনামমী ক্রমেণ স্থায়িভাবাঃ। কিঞ্চ বীররসে যুদ্ধদানদয়াধর্ম্মেষু উৎসাহবশাৎ যুদ্ধবীরঃ দানবীরঃ দয়াবীরঃ ধর্ম্মবীর ইতি চতুর্দ্ধা বীররসঃ। ইতি সপ্ত গৌণরসাঃ। এবং মিলিত্বা দ্বাদশরসা ভবন্তি ॥ ১৪ ॥

উদ্ধবের দাস্য ও সখ্য। অক্রূর ও উগ্রসেনাদির দাস্য ও বাৎসল্য। অনিরুদ্ধাদির দাস্য ও সখ্য। এই মুখ্য পঞ্চরস বিবৃত হইল ॥ ২৩ ॥

অতঃপর গৌণরস বলা হইতেছে। হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক ও বীভৎস এই সাতটি গৌণরস। পূর্ব্বোক্ত পঞ্চবিধভক্তেই এই গৌণরসসকলের উদয় দেখা যায়। অতএব পঞ্চবিধভক্তই উহাদের আশ্রয়ালম্বন। হাস্যাদি ছয়টি রসের বিষয়ালম্বন শ্রীকৃষ্ণ,তদ্ভক্ত ও তৎসম্বন্ধী ব্যক্তিসকল। ঘৃণাস্পদ, অপবিত্র মাংসশোণিতাদি বীভৎসরসের বিষয়। শ্রীকৃষ্ণদ্বেষী ব্যক্তিসকলও রৌদ্র ও ভয়ানকরসের বিষয় হইয়া থাকেন। গণ্ড-বিকাশ ও নেত্র-বিস্ফার প্রভৃতি যথাসম্ভব অনুভাব। সাত্ত্বিকভাবও যথাসম্ভব দুই তিনটি হইয়া থাকে। হর্ষ ও ক্রোধাদি ব্যভিচারিভাব। হাস্যের হাস, অদ্ভুতের বিস্ময়, বীরের উৎসাহ, করুণের শোক, রৌদ্রের ক্রোধ, ভয়ানকের ভয় এবং বীভৎসের ঘৃণা স্থায়িভাব। বীররসের আবার দান, দয়া ও ধর্ম্মে উৎসাহভেদে যুদ্ধবীর, দানবীর, দয়াবীর ও

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অথৈষাং সপ্তগৌণানাং পঞ্চসু মুখ্যরসেষু অন্তর্ভাবো যথা—হাস্যযুদ্ধবীরয়োঃ সখ্যে। অদ্ভুতস্য সর্ব্বত্র। করুণাদানবীর-দয়াবীরাণাং বাৎসল্যে। ভয়ানকস্য বাৎসল্যে দাস্যে চ। বীভৎসস্য শান্তে। রৌদ্রস্য ক্রোধরতিবাৎসল্যোজ্জ্বলরসপরিবারেষু একাংশে-নেতানেনৈব পরস্পরং মৈত্রী বৈরঞ্চ যুক্ত্যা জ্ঞেয়ম্ ॥ ২৫ ॥

বৈররসস্য স্মরণে শ্লাঘ্যত্বে বা বিষয়াশ্রয়ভেদে বা উপমায়াং বা রসান্তরব্যবধানেন বা বর্ণনে সতি ন রসাভাসঃ। অন্যথা তু পরস্পর-বৈরয়োর্যদি যোগস্তদা রসাভাসঃ। যদি পরস্পরং মিত্রযোগস্তদা সুরসতা। মুখ্যানান্তু বিষয়াশ্রয়ভেদেঽপি বৈরযোগে রসাভাস এব। এবমধিরূঢ়মহাভাবে কেবলং শ্রীরাধায়াস্তু বৈরযোগেঽপি বর্ণনপরি-পাট্যাং ন রসাভাসঃ। কিঞ্চ কৃষ্ণো যদি স্বয়মেকদৈব সর্ব্বরসানাং বিষয়ো বা আশ্রয়ো বা তদাপি ন রসাভাসঃ। অথান্যেঽপি রসা-

---

ধর্ম্মবীর এই চারিটি অবান্তরভেদ উক্ত হইয়া থাকে। পঞ্চমুখ্য ও সপ্তগৌণ মিলিয়া রস বারটি হইতেছে ॥ ২৪ ॥

উক্ত সপ্তগৌণরস পঞ্চমুখ্যরসের অন্তর্ভূত হইয়া থাকে। সখ্যে—হাস্য ও যুদ্ধবীরের, অদ্ভুতের সর্ব্বত্র, বাৎসল্যে—করুণ, দানবীর ও দয়াবীরের, ভয়ানকের—বাৎসল্য ও দাস্যে, শান্তে—বীভৎসের অন্তর্ভাব হয়। আর রৌদ্রের ক্রোধরতি বাৎসল্য ও উজ্জ্বলরসে অংশতঃ অন্তর্ভাব হইয়া থাকে। এতদ্দ্বারা উহাদের পরস্পর মৈত্রীভাব বা বৈরভাব বিচার করিয়া জানিবেন ॥ ২৫ ॥

পরিশেষে রসাভাস। বৈররসের স্মরণে প্রশংসনে বিষয়াশ্রয়ভেদে উপমাতে বা রসান্তরদ্বারা ব্যবহিতভাবে বর্ণনায় রসাভাস হয় না; অন্যথা পরস্পর বৈর-ভাবাপন্ন রসদ্বয়ের যোগ হইলেই রসাভাস হইবে। পরস্পর মিত্রভাবাপন্ন রসের যোগে সুরসতা হয়। মুখ্যরসসকলের বিষয়াশ্রয়ভেদেও বৈরযোগে রসাভাস হয়। কেবল শ্রীরাধিকাতে অধিরূঢ়-মহাভাবে বৈরযোগেও বর্ণনার পরিপাটী থাকিলে রসাভাস হয় না। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং যদি এক সময়ে সকল রসেরই বিষয় বা আশ্রয় হয়েন, তাহাতেও রসাভাস হয় না। অনন্তর অন্য কোন কোন

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভাসা কেচিৎ গ্রাহ্যপ্রায়াঃ—শ্রীকৃষ্ণে যদি ব্রহ্মতশ্চমৎকারাধিক্যং ন ভবতি তদা শান্তরসাভাসঃ; শ্রীকৃষ্ণাগ্রে যদি দাসস্যাতিধার্ষ্ট্যং ভবতি তদা দাস্যরসাভাসঃ; দ্বয়োর্মধ্যে একস্য সখ্যভাবঃ অন্যস্য দাস্যভাব স্তদা সখ্যরসাভাসঃ; পুত্রাদীনাং বলাধিক্য-জ্ঞানেন লালনাদ্য-করণং বাৎসল্যরসাভাসঃ; দ্বয়োর্ম্মধ্যে একস্য রমণেচ্ছান্যস্য নাস্তি প্রকটমেব সম্ভোগপ্রার্থনং বা তদোজ্জ্বলরসাভাসঃ; শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধ-বর্জ্জিতাশ্চেৎ হাস্যাদয়াস্তদা তে হাস্যাদিরসাভাসাঃ; যদি শ্রীকৃষ্ণবৈরিষু ভবন্তি তদা অতিরসাভাসাঃ ॥ ২৬ ॥

অনধীতব্যাকরণশ্চরণ-প্রবণো হরে র্জনো যস্মাৎ।
ভক্তিরসামৃতসিন্ধুবিন্দুতো বিন্দুরূপেণ ॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-শ্রীবিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি বিরচিতঃ
ভক্তিরসামৃতসিন্ধুবিন্দুঃ সমাপ্তঃ ॥

রসাভাস প্রায়শঃই গৃহীত হইয়া থাকে, যথা—শ্রীকৃষ্ণে যদি ব্রহ্ম হইতে চমৎকারাধিক্য দৃষ্ট না হয়, তবে শান্তরসাভাস হয়। শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে যদি তাঁহার দাসের অতিশয় ধৃষ্টতা প্রকাশ পায়, তবে দাস্য-রসাভাস হয়। সখাদ্বয়ের মধ্যে একের সখ্যভাব ও অপরের দাস্যভাব হইলে সখ্য-রসাভাস হয়। পুত্রাদির বলাধিক্য-বোধে লালনাদির অকরণে বাৎসল্য-রসাভাস হয়। নায়ক ও নায়িকার মধ্যে যদি একের রমণেচ্ছা থাকে আর অন্যের তাহা না থাকে, অথবা তদুভয়ের মধ্যে একের প্রকাশ্যভাবে সম্ভোগ-প্রার্থনা দেখা যায়, তবে উজ্জ্বল-রসাভাস হয়। হাস্যাদি গৌণরসসকল যদি শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধ-বর্জ্জিত হয়, তবে তাঁহারাও রসাভাস হইয়া থাকে। এ হাস্যাদি আবার শ্রীকৃষ্ণের শত্রুবর্গে হইলে অতি-রসাভাস হয় ॥ ২৬ ॥

যিনি ব্যাকরণশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন নাই, তাদৃশ ব্যক্তি এই ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুবিন্দু হইতে বিন্দুরূপে শ্রীহরির চরণে আসক্ত হউন।

ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুবিন্দুর সংক্ষেপানুবাদ সমাপ্ত।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi